NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বাংলা নীতিকবিতায় অবিস্মরণীয় একটি নাম রজনীকান্ত সেন

মোবাইলে পর্ন দেখে বোনকে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত দাদা ৭

কলকাতা ২৯ জুলাই ২০২৪ ১৩ শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৫০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.7.2024, Vol.18, Issue No. 50 8 Pages, Price 3.00

ট্রেনে আগুন

■ ডায়মন্ড হারবার লোকালে আগুন। এদিন ঠিক দুপুর ১২টা ১২ মিনিট নাগাদ ট্রেনটিতে আগুন লাগে। সুভাষগ্রাম স্টেশনে দাঁড়িয়ে যায় ট্রেনটি। সূত্রের খবর, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরাই প্রথমে ট্রেনের নীচে আগুনের হলকা দেখতে পান। ধোঁয়াও বের হতে দেখে তাঁরাই চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলে নজরে পড়ে ট্রেনে থাকা যাত্রীদের। তাঁদের মধ্যে কেউ সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের চেন টেনে দেন।

বৃষ্টির পূর্বাভাস

■ সোমবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ওপরের পাঁচ জেলাতেই। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে মালদা ও দুই দিনাজপুরে। দক্ষিণবঙ্গে রবিবার বৃষ্টি কম হলেও সোমবার থেকে বাড়বে বৃষ্টি। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বুধ ও বৃহস্পতিবার।

গ্রেপ্তার ১

■ আনন্দপুরে প্রোমোটার খুনে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ জাকির। সোমবার আদালতে তোলা হবে তাঁকে। আরও দুই অভিযুক্তের খোঁজ চলছে। শুক্রবার রাতে আনন্দপুর এলাকায় এক ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তাঁর শরীরে ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে কোপানোর চিহ্ন স্পষ্ট ছিল। পুলিশ এসে তাঁকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করলে চিকিৎসার সময় তাঁর মৃত্যু হয়।

সাসপেন্ড ২৯

■ ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে ২৯ পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই মির্জাপুরের কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রভাব এবং ক্ষমতা খাটিয়ে তোলা আদায়, ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ আসছিল। এহেন অভিযোগে সম্প্রতি দুই কনস্টেবলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশ-বিহার সীমানায় মোতায়েন থাকা ওই দুই কনস্টেবল ট্রাকচালকদের কাছ থেকে তোলা আদায় করতেন বলে অভিযোগ।

পিকের দল

■ অবশেষে রাজনীতির ময়দানে নেতা হিসাবে নামতে চলেছেন প্রশান্ত কিশোর। এই ভোটকুশলী জানিয়েছেন, আগামী ২ অক্টোবর রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে তাঁর জন সুরজ অভিযান। ওই দিন অন্তত দেড় লক্ষ মানুষ নতুন দলের নেতা হিসাবে যোগ দেবেন বলেও জানিয়েছেন পিকে। বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রত্যেকটি আসনে লড়ার পরিকল্পনাও রয়েছে পিকের দলের।

১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ ● প্যারিসে প্রথম পদক ভারতের

মনু-সংহিতা

শুটিংয়ে প্রথম প্রমীলার পদক

‘কর্মেই সাফল্য’ তৃপ্ত বিজয়িনীর

প্যারিস, ২৮ জুলাই: টোকিওর কান্না প্যারিসে বদলে গেল হাসিতে। লেখা হল নয়া ইতিহাস- মনু-সংহিতা।

প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের প্রথম পদক এল মনু ভাকেরের হাত ধরে। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ পেলেন তিনি। মাত্র ০.১ পয়েন্টের জন্য রুপোর পদক হাতছাড়া হল তাঁর। প্রথম থেকেই মনুকে নিয়ে পদকের প্রত্যাশা ছিল। এ বারের অলিম্পিক্সে পদক এনে দিয়ে সেই প্রত্যাশা পূরণও করলেন তিনি। ভারতের প্রথম মহিলা শুটার হিসাবে অলিম্পিক্স পদক পেলেন মনু। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে তৃতীয় হয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন মনু। এদিন প্রথম থেকেই পদকের দৌড়ে ছিলেন। প্রথম কয়েকটা রাউন্ডের পর প্রথম তিন থেকে একবারের জন্যও সরানো যায়নি তাঁকে। তাঁর সামনে ছিলেন দুই কোরিয়ান প্রতিযোগী। তিন প্রতিযোগীর মধ্যে পয়েন্টের তফাৎ ছিল একেবারেই সামান্য। দ্বিতীয় স্থানে থেকে রুপোর দৌড়ে ছিলেন মনু।

মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে অলিম্পিক্স রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন দক্ষিণ কোরিয়ার ও ইয়ে জিন। তাঁর স্কোর ২৪৩.২। রুপো পেয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ারই কিম ইয়েজি। তাঁর স্কোর ২৪১.৩। মনুর লড়াই শেষ হয় ২২১.৭ স্কোরে। শেষ দুই শটের আগে ইয়েজির স্কোর ছিল ২২১.৮। ফলে ০.১ স্কোরের ব্যবধানে পিছিয়ে যাওয়ায় তিনি রুপোর পদক পাওয়া থেকে ছিটকে যান, ফলে ব্রোঞ্জ পেলেন মনু। শেষ শটে মনু স্কোর করেন ১০.৩। সেই শটে ইয়েজি স্কোর করেন ১০.৫। কোরিয়ার শুটার ১০.২ স্কোর করলেও, মনুর রুপো পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

তিন প্রতিযোগীর মধ্যে পয়েন্টের তফাৎ ছিল একেবারেই সামান্য। দ্বিতীয় স্থানে থেকে রুপোর দৌড়ে ছিলেন মনু। শনিবার কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে তৃতীয় হয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন মনু। ফাইনালেও শেষ করলেন তৃতীয় স্থানে থেকেই। যদিও ফাইনালে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডের পয়েন্ট যোগ করা হয়নি। শনিবারের মতো ফাইনালে ধারাবাহিক থাকতে পারেননি মনু। সাতটি শটে তিনি ১০-র কম স্কোর করেন। তার মধ্যে একটি শটে স্কোর করেন ৯.৫। তিনটি শটে স্কোর করেন ৯.৬ করে। প্রথম স্টেজের পরই সোনা জয়ের দৌড় থেকে কিছুটা পিছিয়ে যান মনু। তা-ও শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্টেজে ভালো পারফর্ম করে দেশকে পদক এনে দিলেন হরিয়ানার ২২ বছরের শুটার। এর আগের বার টোকিও অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি তিনি। প্রতিযোগিতা চলাকালীন পিস্তল কাজ না করায় তিনি ছিটকে যান।

প্যারিস ও নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই: অলিম্পিকের মঞ্চে ইতিহাস গড়ে নিজের কাজের প্রতি ভরসাতেই আস্থার কথা জানালেন প্রথম ভারতীয় মহিলা শুটার হিসাবে পদকজয়ী মনু ভাকের। তিনি ব্রোঞ্জ জিতেছেন বিশ্বের সেরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে। প্রথমবার অলিম্পিক পদক জিতে সেই মনু ভাকের জানান, কর্মের প্রতি ভরসা ছিল। লাগাতার পরিশ্রমের ফলেই আজ ব্রোঞ্জ এসেছে ভারতের ঘরে।

২০২০ টোকিও অলিম্পিকের আগেও মনুকে নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিল আপামর ভারতবাসী। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে পিস্তল বিকল হয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে শূন্য হাতেই ফিরেছিলেন এই প্রতিভাবান শুটারটি। পিস্তল সারিয়ে নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামলেও, ব্যর্থতা নিয়ে শুটিং রেঞ্জ ছাড়তে হয় মনুকে। চোখের জলে তাঁকে অলিম্পিকের মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে দেখেছিল ভারতবাসী। সেই ব্যর্থতার ইতিহাস পিছনে ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন মনু। রবিবার ব্রোঞ্জ জিতে তিনি বলেন, ‘নিজের পরিশ্রমের প্রতি ভরসা ছিল, কর্মের প্রতি ভরসা ছিল। ফাইনালে নামার টেনশন থাকলেও, তাতে লাভবান হয়েছি। ফোকাস করতে সুবিধা হয়েছে।’ তিনি জানিয়েছেন, এই পদক প্রাপ্য ছিল ভারতের। মনু বলেন, ‘ভারত অনেক দিন ধরে এই পদকের অপেক্ষায় ছিল। সেটা হয়েছে আমার হাত দিয়ে। আমরা চেষ্টা করব আরও বেশি পদক জেতার। দলের সকলের সঙ্গে আমিও খুব পরিশ্রম করেছি। শেষ শটেও শরীরের সব শক্তি দিয়ে লড়ার চেষ্টা করেছি। পরের বার আরও ভালো করার চেষ্টা করব।’

তিনি বলেন, ‘আমি গীতা পড়েছি। ফাইনালের একেবারে শেষ মুহূর্তে সেই কথাই ভাবছিলাম। শুধু নিজের কাজটা করেছি। বাকিটা নিয়তির হাতে ছেড়ে দিয়েছি। গীতায় অর্জুন কৃষ্ণকে বলেছিলেন, ‘কর্ম করে যাও, ফলের আশা কোরো না।’ সেটাই করার চেষ্টা করেছি।’ চলতি অলিম্পিকেই আরও দু’টি ইভেন্টে নামবেন মনু।

এরপর দুয়ের পাতায়

প্যারিস অলিম্পিকে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল শুটিং ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে ভারতের পদক তালিকার সূচনা করার জন্য মনু ভাকেরকে আন্তরিক অভিনন্দন। তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা, যিনি শুটিং প্রতিযোগিতায় অলিম্পিক পদক জিতলেন। মনু ভাকেরকে নিয়ে ভারত গর্বিত। তাঁর কৃতিত্ব অনেক ক্রীড়াবিদ, বিশেষ করে মহিলাদের অনুপ্রাণিত করতে চলেছে। আমি আশা করি, উনি ভবিষ্যতে কৃতিত্বের আরও বৃহত্তর উচ্চতা স্পর্শ করবেন।

দ্রৌপদী মুর্মু

একটি ঐতিহাসিক পদক! প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪-এ ভারতের প্রথম পদক জেতার জন্য শুভকামনা। ব্রোঞ্জের জন্য অভিনন্দন। এই সাফল্য আরও বিশেষ, কারণ উনি ভারতের হয়ে শুটিংয়ে পদকজয়ী প্রথম মহিলা হয়েছেন। একটি অবিশ্বাস্য কীর্তি!

নরেন্দ্র মোদি

প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের প্রথম পদক জয়ে মনু ভাকেরকে আমার অভিনন্দন। কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জন্যই ভারতের প্রথম মহিলা শুটার হিসেবে অলিম্পিক্স পদক জিতে সাফল্য দিতে পেরেছেন তিনি। দেশের জন্য এটা গর্বের মুহূর্ত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্যারিস ২০২৪ এ এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জয়ের জন্য মনু ভাকেরকে আন্তরিক অভিনন্দন! আপনার নিরলস উৎসর্গ, কঠোর পরিশ্রম এবং আবেগ সত্যিই মূল্য দিয়েছে। আপনার দক্ষতা এবং সংকল্পের সাক্ষী হওয়া অবিশ্বাস্য, প্রতিটি শট ভারতকে গর্বিত করে। এই অর্জন আপনার অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার প্রমাণ। আপনার ঔজ্জ্বল্য বজায় থাকুক মনু!

অভিনব বিন্দ্রা

প্যারিস ২০২৪-এ ভারতের প্রথম পদকজয়ী হিসেবে ইতিহাস গড়েছেন মনু ভাকের! তিনি শুটিংয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন, যা ভারতীয় ক্রীড়ার জন্য একটি দুর্দান্ত কৃতিত্ব। এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য মনুকে অভিনন্দন!

গগন নারাং

তিন পড়ুয়ার মৃত্যুতে ধৃত কোচিং সেন্টারের মালিক

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই: দিল্লির আইএএস কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে জলে ডুবে তিন পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় ওই সেন্টারের মালিক এবং কো-অর্ডিনেটরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছেন দিল্লির রাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনা। তিনি বলেন, ‘আমি এই দুর্ঘটনার একটি রিপোর্ট আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে ডিভিশনার কমিশনারকে দিতে বলেছি। এই ঘটনায় যে প্রতিভাবান যুবক-যুবতীদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারকে সেই ঘাটতি কেউ কোনও ভাবেই পূরণ করতে পারবে না। যাঁদের জন্য এঁদের প্রাণ গিয়েছে, তাঁদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’ ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এম হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, উদ্ধারকাজ শেষ। তিন পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়েছে। রাজেন্দ্র নগর থানায় ওই কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। দিল্লিতে বেসমেন্টে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকা সেন্টারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র শেলি ওবেরয়।

উল্লেখ্য, দিল্লির রাজেন্দ্রনগরের কোচিং সেন্টারে বেসমেন্টের জমা জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে আইএএস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া তিন পড়ুয়ার। শনিবার সন্ধ্যায় কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে তাঁরা লাইব্রেরিতে গেলে আচমকা বৃষ্টির জল ঢুকতে শুরু করে। অনেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হলেও, তিন পড়ুয়া বেরতে না পারায় বেসমেন্টেই তাঁদের মৃত্যু হয়। মৃত পড়ুয়ারা হলেন নেভিন দালউইন (২৮), তানিয়া সোনি (২৫) এবং শ্রেয়া যাদব (২৫)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচিং সেন্টারটির বেসমেন্টে থাকা লাইব্রেরিতে শনিবার সন্ধ্যায় পড়তে গিয়েছিলেন অন্তত ৩০ থেকে ৩৫ জন পড়ুয়া। আচমকা সেখানে বৃষ্টির জল ঢুকতে শুরু করায় বেরিয়ে আসার পর্যাপ্ত সময় পাননি অনেকেই। কেউ কেউ সাধারণ ভাবে বেসমেন্ট থেকে উঠে আসতে পারলেও, বাকিদের ওপর থেকে দড়ির মাধ্যমে তুলতে হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, কোচিং সেন্টারের বেসমেন্ট অন্তত নয় ফুট গভীর ছিল বলে জানা গিয়েছে। প্রবল বৃষ্টির কারণে প্রায় পুরো বেসমেন্ট জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল শনিবার। দমকল এবং পুলিশকে খবর দেওয়া হলে, পুলিশ অনেকক্ষণ উদ্ধারকাজ চালানোর পরে প্রথমে দুই তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। তার কিছুক্ষণ পর জল থেকে এক ছাত্রের দেহ উঠে আসে। তখনও ওই বেসমেন্ট প্রায় সাত ফুট জলমগ্ন ছিল।

‘পারলাম না’, চিঠি লিখে আত্মঘাতী নিটে ব্যর্থ ছাত্রী

জয়পুর, ২৮ জুলাই: ‘আমি পারলাম না।’

নিজের ব্যর্থতার জন্য বাবা-মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে না পারা আত্মঘাতী রাজস্থানের জয়পুরের এক ছাত্রী। মৃতার নাম জ্যোতি আগরওয়াল (১৮)। এ বছর নিট পরীক্ষা দিয়েছিলেন ওই ছাত্রী। জয়পুরে একটি বাড়িভাড়া করে থাকতেন তিনি। এক প্রতিবেশী তাঁকে গুরুতর অবস্থায় দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে জ্যোতিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার জ্যোতির জন্মদিন থাকায় সন্ধ্যাবেলায় জন্মদিনও পালন করেছিলেন তিনি। কিন্তু শুক্রবার সকালে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এক প্রতিবেশী তাঁকে দেখে বাড়ির মালিককে ঘটনাটি জানান। খবর দেন পুলিশকেও। জানা গিয়েছে, একবছর ধরে নিটের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এবার পরীক্ষাতেও বসেছিলেন জ্যোতি। কিন্তু সম্প্রতি সেই পরীক্ষার ফল বেরনোর পর তিনি দেখেন পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। তার পর থেকেই মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, জ্যোতি যে ঘরে থাকতেন, সেই ঘর থেকে একটি চিঠি উদ্ধার হয়েছে। নিজের ব্যর্থতার জন্য বাবা-মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে সেই চিঠিতে জ্যোতি লিখেছিলেন, ‘আমি পারলাম না।’ পুলিশ জানিয়েছে, জ্যোতির বাড়ির লোককে খবর দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর তাঁর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত ৫ মে দেশজুড়ে নিট-ইউজি হয়েছিল। ২৪ লক্ষের বেশি পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গোটা দেশ তোলপাড়। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩০ জনেরও বেশি অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। তদন্ত করছে সিবিআই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর গত ২৬ জুলাই নিটের ফল প্রকাশ করে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। একই সঙ্গে মেধাতালিকাও প্রকাশ করেছে তারা। সেখানে ৭২০ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থানে রয়েছেন ১৭ জন। তবে আগের প্রকাশিত ফলে প্রথম স্থানে ছিলেন ৬১ জন। যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। নিটে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। মামলাও করা হয় সুপ্রিম কোর্টে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

জনবিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী কার্তিক দেবনাথ পিতা- প্রয়াত সীতানাথ দেবনাথ বাসস্থান- পালিত পাড়া, পোস্ট- বীরনগর থানা- তাহেরপুর, বীরনগর পৌরসভার ওয়ার্ড নং-১০, পিনকোড- ৭৪১১২৭, জেলা- নদীয়া, গত ১৯-০৭-২০২৪ তারিখে বীরপুর বাজারে সকাল ১১টা নাগাদ দলিল নং ১৯৫৩/২০০১ এবং ১৪৯৩/১৯৮৯ হারিয়েছেন।
যদি উক্ত দলিল কেউ খুঁজে পান বা এ সম্পর্কে কারো কোনো দাবি থাকে, অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানাবেন ব্যর্থ হলে কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।

জয়দীপ মুখার্জি
মোঃ- ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
ই-মেইল:
joydeep_mookherjee@rediffmail.com

E- TENDER

E-tenders are invited by the Pradhan, Betai -II Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity) P.O- Betai, Nadia. **NIT NO. 05/2024-25/B-II/15th FC**. Last date of submission **03-08-2024 up to 11 a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

S/d- **Pradhan,**
Betai -II Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী খগেন্দ্রনাথ পাল, নিম্নলিখিত সম্পত্তির মালিক যাহার দাগ নং- ৭৩২, মৌজা- শিবতলা, মণিরামপুর এবং মোট জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক। এই সম্পত্তি আমি নিজস্বরূপে মালিক। এই জমিতে অন্য কাহারো ভাগ নাই ও দখলে নাই। যদি এই সম্পত্তিতে কাহারো কোন প্রকার ভাগ থাকে তবে আমাকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রমাণপত্র সহ প্রমাণ দিতে হইবে। অন্যথায় তাহা আর গ্রাহ্য হইবে না।

যোগাযোগ- ৮৯৮১৮৬১৯১৫ ৯০৬২৬৬২১০৫
স্বা. ধীরাজ কুমার মিত্র
অ্যাডভোকেট, ব্যারাকপুর , কোর্ট
ইএন নং ২৫৩/৯০

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী কালী গোয়ালী, স্বামী রবি গোয়ালা- সরকারী আমতলা কেউটিয়া পোস্ট- কাঁকিনাড়া, থানা - জগদ্দল, হাল বাসুদেব পুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩১২৬. মৌজা- চানক, জেল নং-৪, খতিয়ান নং-৮৯৭, এল আর দাগ ও আর এস দাগ নং-২১৫৭, জমির পরিমাণ ০.৩৫০ শতক ভূমি সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ৩১ জুলাই ২০২৩ সালে পাওয়ারনামা ব্যারাকপুর রেজিস্ট্রী অফিস বুক নং ১, ডিড নং ০৪২০৬০ পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী মূলে ১) শ্রী তাপস মজুমদার , পিতা নিরাপদ মজুমদার সাং- নতুন পল্লী পাতুলীয়া, ২) মহম্মদ জাবেদ, পিতা- পীর মহম্মদ আলী হায়দার রোড টিটাগড়, রেজিস্ট্রীকৃত পাওয়ার । কোনরূপ আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কাছে লিখিতভাবে আপত্তি জানাইতে হইবে। অন্যথায় কোনরূপ ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

স্বা. শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যারাকপুর, অ্যাডভোকেট
ইএন নং এফ ২২৬৭/২০১১

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. Civil Judge Junior Division
2nd Court at Kandi
মোকর্দ্দমা নং TS-432/2022
বাদী-পাতেন্ডা গ্রাম্য জনসাধারন পক্ষে হকসেদ আলী দিং
- বনাম -
বিবাদী- সানডুব সেখ ওর্ফে সানাউল্লা সেখ দিং

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত আদালতে বাদীপক্ষ কান্দী থানার অন্তর্গত মৌজা পাতেন্ডা সীমানায় নিম্ন তপশীল দাগের সম্পত্তিতে 'কবরস্থান' থাকা গণ্যে বিবাদী **I. সানডুব সেখ ওর্ফে সানাউল্লা সেখ**, পিতা- মৃত মান্নান সেখ, **II. নুর মহম্মদ সেখ ওর্ফে আসগর সেখ**, পিতা- সানডুব সেখ ওর্ফে সানাউল্লা সেখ, সর্ব সাং- পাতেন্ডা পোঃ- গোবরহাটি, থানা- কান্দী, জেলা- মুর্শিদাবাদ -এর মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়া তদসহ ইনজাংশন দরখাস্ত করিয়াছেন। কাহারোর কোন বক্তব্য নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে থাকিলে আগামী ইং- **31/08/2024** তারিখ মাননীয় আদালতে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত উকিল বাবুর দ্বারা হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল

জেলা - মুর্শিদাবাদ, থানা- কান্দী, মৌজা – পাতেন্ডা

খতিয়ান নং	দাগ নং	রকম	পরিমান
C.S 73	C.S 1170	কবরস্থান	২২ ডেঃ
	C.S 1171	কবরস্থান	১৪ ডেঃ
	C.S 1172	কবরস্থান	৪ ডেঃ

অনুমত্যানুসারে
স্বাঃ/- অনিতা সাহা
তারিখ: ০৮.০৭.২০২৪ **সেরেস্তাদার**
কান্দীস্থিত সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন দ্বিতীয় আদালত কান্দী, মুর্শিদাবাদ।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৯ শে জুলাই। সোমবার, ১৩ ই শ্রাবণ। নবমী তিথি, জন্মে মেষ রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র বিংশোত্তরী শুক্র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যা ভেবেছিলেন, সেই শুভ কাজটি হয়ে পড়বে। আত্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি হবে। প্রতিবেশী স্বজনের নিমন্ত্রন রক্ষা করার জন্যে, শুভদিন। যারা সমালোচনা করে এসেছে-তাদের কাছে আপনার এই জয় কাঁটা হয়ে বিধবে। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রেমে শুভ। মন্ত্রঃ শনিমন্ত্র।

বৃষ রাশি : সিদ্ধান্ত নিন, অতীব শুভযোগ। পরিবারের বাতাবরণ খুশীতে পূর্ণ হবে। উর্ধতন কর্মচারীর নির্দেশে সম্মানবৃদ্ধি যোগ। কিছু কেনা বেচার দ্বারা লাভবান হবেন। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা কাজ হাসিল হবে। লেখক-শিল্পী কলাকুশলীদের শুভ দিন। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা। কোনও ইলেকট্রিক্যাল বস্তু বাড়ীতে খারাপ হয়ে পড়বে। গ্যাসের আগুন থেকে সতর্কতা। সংসারে যে গুপ্ত শত্রু রয়েছে-আজ তার খুশীর দিন, কোনও ষড়যন্ত্র মন্ত্রঃ-দেবী দূর্গার প্রস্তচারিনি মন্ত্রঃ

কর্কট রাশি : বান্ধব দ্বারা, প্রতিবেশীর স্বজন দ্বারা, প্রেমিকদ্বারা কোনও শুভত্ব বৃদ্ধি। যানবাহন দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। পরিবারে দাম্পত্য সুখবৃদ্ধি। নৈরাশ্য সমস্যার সমাধান। মন্ত্রঃ শ্রী রামকৃষ্ণ মন্ত্র।

সিংহ রাশি : সোমবার অর্থ প্রাপ্তির দুয়ার খুলছে। যারা হোটেল রেস্তোরা বাণিজ্য করেন, অতীব শুভ সময়, চট জলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন কিছু করুন, ভাল হবে। দাম্পত্যে শ্বশুর বাড়ির কোন সদস্যর দেওয়া সম্মান আজ পুনরায় আনন্দ বৃদ্ধি হবে। সন্তানের কর্মে শান্তি। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ সময়। বিদ্যাভাগ্য ও গবেষণাস্তরে শিক্ষা শুভ। মন্ত্রঃ আদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : দিনটি শুভ। ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে সন্তানকে নিয়ে সামান্য দুঃশ্চিন্তা থাকলেও- তা ক্ষতিকর নয়। পিতা-পিতৃব্য সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। টাকা আসছে গোপন করুন। সংকল্প বিশেষত কাছের মানুষের নিকটে। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

তুলা রাশি : সোমবার রূঢ় বাক্য দ্বারা সম্পর্ক নষ্ট হবে। জানতে চান কি হয়েছিল? তারপর তর্কে যান ক্রোধ যদি সম্বরন না করতে পারেন তবে ক্ষতি। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের অশুভ। প্রেমে কাঁটা। সতর্ক থাকা উচিত প্রতিবেশী সম্পর্কে। বিতর্ক বাড়তে পারে। মন্ত্রঃ দেবী গৌরী মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ডিভোর্স বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে তৃতীয় ব্যক্তির আচরনে ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। কৃষিজমি বিষয়ে, পুরাতন বাড়ীর বিষয়ে শুভত্ব বৃদ্ধি পাবে। পরিবারে যে নারী তার কল্পনা বিস্তার করছে-লাগাম দিন। মন্ত্রঃ শনিমন্ত্রঃ।

ধনু রাশি : সোমবার আনন্দপ্রাপ্তি। ব্যবসায়ে বড় লাভের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যারা ইমারতি দ্রব্য সরবরাহ করেন তারা। আজ এক নতুন বিষয়ে দৃকপাত হবে। যার থেকে ভবিষ্যতে লাভ প্রাপ্তি নিশ্চয়। মন্ত্রঃ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ দিন। গ্রহ পরিস্থিতি হঠাৎ করে আর্থিক স্থিতি শুভ করবে। ব্যাবসায়িক বড় চুক্তি স্বাষরিত হবে, তা কথা হবে। সন্তানের কোন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : সোমবার। বাণিজ্যে অস্থিরতা সতর্ক থাকা উচিত, কোন অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। প্রতিবেশীর নাক গলানোতে বিবাদ-চরমে পৌঁছবে? সামান্য ব্যাপার অথচ আকার হবে বিরাট। কৃষিজমি বিষয়ে অস্থিরতা। সন্তানের সহযোগিতা না পাওয়া মনকষ্ট বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

মীন রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। কথা দিয়ে সে কথা রাখছে। শত্রু রূপী বান্ধব আজ আপনার পাশে ঘুরঘুর করবে। কর্ম প্রার্থীদের কর্মের নতুন পথ। বিদ্যার্থীদের শুভ সকল প্রকার বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ দেব মহাদেব।

(পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় র তিরোধান দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সরকারের থেকে জমি নিয়ে ফেলে রাখলে কঠোর পদক্ষেপ করবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিভিন্ন প্রকল্পের নামে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে বছরের বছর ধরে তা ফেলে রেখেছেন যারা, তাঁদের বিরুদ্ধে এবার কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অব্যবহৃত জমি ফেরত নিয়ে নিলামে তুলবে সরকার। এই মর্মে প্রতিটি দফতরকে নবান্নের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বাম আমলে কলকাতা এবং তার আশপাশে অফিস, কারখানা এবং বাড়ি বানানোর জন্য হাজার হাজার একর জমি লিজ দেওয়া হয়েছিল। বাজার দরের তুলনায় অনেক কম দামে সরকারের কাছ থেকে জমি পেলেও অনেকেই সেটা ফেলে রেখেছেন। সেখানে কিছুই তৈরি হয়নি। এর মধ্যে বেশ কিছু জমি বেআইনি ভাবে আবার হাতবদলও হয়ে গিয়েছে। অথচ, প্রশাসন সে ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ কিছু জানে না। এই ধরনের জমির খোঁজে এখন হন্যে হয়ে নেমেছে প্রশাসন। এক সময় কলকাতার সল্টলেক, কসবা, পাটুলি এবং ইএম বাইপাসের দু'পাশে প্রচুর লোককে বসতি গড়ার জন্য সরকারি জমি লিজ দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, সে সব জায়গায় বহু সরকারি জমি এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অনেকে লিজ নেওয়া জমি অন্যকে ভাড়া দিয়ে বসে আছেন। অনেকে আবার কলকাতা পুরনিগম থেকে বিল্ডিং'র স্যাংশন নিলেও কোনও ধরনের নির্মাণ শুরু করেননি। তাদের শণাক্ত করে রিজ্যাম্পসন নোটিশ ধরাচ্ছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর।

বাংলার পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের দাবি, লিজের শর্ত অনুযায়ী, জমির পজেশন নেওয়ার পর তিন বছরের মধ্যে বাড়ি বা অফিস কিংবা গোডাউন নির্মাণের কাজ শুরু করার কথা। না হলে সেই জমি ফেরত নিয়ে নিতে পারে সরকার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বছরের পর বছর ধরে সেই সব জমিতে কিছুই গড়ে তোলা হয়নি। শুধু ইএম বাইপাসের দু'ধারে এরকম কয়েক হাজার একর জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্তমানে ওই সব এলাকায় জমির যা বাজারমূল্য তাতে সব জমি যদি পুনরুদ্ধার করা যায় তাহলে সরকারি কোষাগারে কয়েক হাজার কোটি টাকা জমা হবে। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে সরকারের কাছ থেকে জমি নিয়ে ফেলে রাখায় একটি সংস্থাকে কয়েক দিন আগে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অধীনস্ত ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট সেল থেকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। প্রায় ১৫ কাঠা আয়তনের ওই জমিতে গ্যাস ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা হওয়ার কথা ছিল। ১৯৮৭ সাল থেকে তারা ওই জমি নিয়ে ফেলে রেখেছে। জমি নিয়ে ফেলে রাখায় কসবা এবং বৈষ্ণবঘাটা- পাটুলি উপগনগরীতে শতাধিক ব্যক্তিকেও শোকজ নোটিশ ধরানো হয়েছে।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ রুখল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ জওয়ানদের আক্রমণ করে জোরপূর্বক অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা চালানো হলেও তা ব্যর্থ করে দিলেন বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের জওয়ানরা। একইসঙ্গে বিএসএফ-এর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, যাঁরা অুপ্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়ে তাঁদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তে মোতায়েন ৬৮ তম ব্যাটালিয়নের বর্ডার ফাঁড়ি রাংঘাট এলাকায়। যেখানে ৮ থেকে ১০ জন অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের চেষ্টায় বিএসএফ জওয়ানকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। কিন্তু জওয়ানরা আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়ে সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের হটিয়ে দেন। একইসঙ্গে বিএসএফ-এর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, ঘটনাস্থল থেকে হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, আঞ্চলিক মুখ্যালয় কৃষ্ণনগরের অধীন ৬৮তম ব্যাটালিয়ন বর্ডার ফাঁড়ি রাংঘাটের জওয়ানরা ডিউটি করার সময় ৮ থেকে ১০ জন অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সন্দেহজনক কার্যকলাপ লক্ষ্য করে। যারা বাংলাদেশের পাশে কোদালিয়া নদীর তীরে কলা বাগানের ভিতর দিয়ে নদী পার হয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল। তাদের আটকাতে গেলে অনুপ্রবেশকারীরা জওয়ানের উপর আক্রমণ করে। এরপরই জওয়ান নিজের জীবনকে বিপদে দেখে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দিকে প্রতিরক্ষায় দুই রাউন্ড গুলি চালায়। গুলির শব্দ শুনে এরপরই পালানোর চেষ্টা করে অনুপ্রবেশকারীরা।

এই ঘটনার পর বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সঙ্গে একটি বৈঠক হয়। যেখানে বাংলাদেশি চোরাকারবারীদের দ্বারা বিনা প্ররোচনায় মারাত্মক হামলার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। একে আর্য (ডিআইজি, পিআরও, বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত) জানান, 'আমাদের ডিউটি লাইনে এই ধরনের ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। বিএসএফ জওয়ানরা ব্যতিক্রমী সাহস ও সতর্কতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন। অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়ে বিজিবির সঙ্গে বারবার পতাকা বৈঠক করেও তাদের পক্ষ থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই নিষ্ক্রিয়তা চোরাকারবারি ও অপরাধীদের উৎসাহিত করেছে। তবুও, আমাদের জওয়ানরা আমাদের সীমান্ত রক্ষা করতে এবং যে কোনও পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

জালান কমপ্লেক্সের চুরির ঘটনায় ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার ডোমজুড় এলাকার জালান কমপ্লেক্সে চুরির ঘটনায় অভিযোগে চারজন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল হাওড়া সিটি পুলিশ। গত ২৭ জুলাই শনিবার রাত ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ ১০ থেকে ১২ জনের একটি দুষ্কৃতীদের দল ওই কমলেক্সে চড়াও হয়। সেখানে একটি নির্দিষ্ট কারখানার গোডাউন ভেঙে ঢোকে ও কর্তব্যরত নৈশ্য প্রহরীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। এরপর গোডাউন থেকে ৪ টনের মতো জিঙ্ক বার ও সিসিটিভি চুরি করে পালায়। চুরির ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে ডোমজুড় থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করে ওই চুরির ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়ি ও তার মালিক অবিনাশ সিংকে আটক করে তদন্তকারী আধিকারিকরা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সুব্রত সেন ওরফে ছোটকা সহ বিশাল কুমার সাউকে গ্রেফতার করে আধিকারিকরা। গাড়িটিকেও বাজেয়াপ্ত করে আধিকারিকরা। ধৃতরা সকলেই হাওড়ার মালি পাঁচঘড়া থানা এলাকার বাসিন্দা বলেই সূত্রের খবর। ওইদিনের চুরির ঘটনার দিন গাড়ির মালিক নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন বলেই জানতে পারে তদন্তকারী আধিকারিকরা। চুরি যাওয়া সামগ্রীসহ গাড়িটি রাকেশ কুমার সাউ নামের এক ব্যক্তির গোডাউন থেকে উদ্ধার করে। এই ঘটনাতে যুক্ত থাকার অভিযোগে বিকাশ জয়সওয়াল নামের এক ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। তদন্তকারী আধিকারিকদের অনুমান আরও কয়েকজন এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তাদের বিষয়ে ধৃতদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতদের আদালতে পেশ করা হবে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

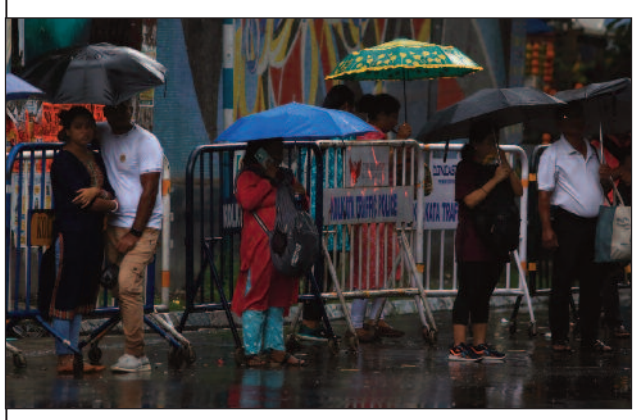

ওয়ান হেপাটাইটিস ডে সচেতনতা মিছিল পার্ক স্ট্রিটে

ডিরেক্টরস গিল্ড বনাম ফেডারেশন দ্বন্দ্ব, আলোচনায় প্রস্তাব আর্টিস্ট ফোরামের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিরেক্টরস গিল্ড বনাম ফেডারেশন দ্বন্দ্বে অচলাবস্থা বহাল টালিগঞ্জে। শনিবারেও শ্যুটিং শুরু করা যায়নি নির্ধারিত সময়ে। শনিবার পূর্বনির্ধারিত সূচি মতো শ্যুটিংয়ের জন্য অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় টেকনিশিয়ান স্টুডিও পৌঁছে গেলেও আসেননি কোনও টেকনিশিয়ান। প্রযোজক সংস্থা রাহুলকে আবার পরিচালক হিসেবে বহালের সিদ্ধান্ত আগেই জানানোয় অসহযোগিতা শুরু হয় ফেডারেশনের তরফে। তার জেরে শনিবারও বন্ধ থাকে শ্যুটিং। ফেডারেশনের এই পদক্ষেপে রাহুলের পাশে দাঁড়াতে দেব থেকে রাজ চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে আসেন। তবে তাতে সমস্যার সমাধান হয়নি। এরপর রবিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার্স আর্টিস্ট ফোরামের তরফ তেকে জানানো হয়, যে শুটিং সংক্রান্ত অনভিপ্রেত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা তারা চান না। আর এমন এক অবস্থার জেরে কাজ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় সংগঠনের তরফ থেকেও। এরই প্রেক্ষিতে সংগঠনের তরফ থেকে এ আর্জিও জানানো হয় যে, সকল সংস্থা বা ব্যক্তি যাঁরা টলি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তাঁরা এক আলোচনায় বসুন এবং ংতানৈক্যের অবসান ঘটিয়ে কর্মক্ষেত্র সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন। একইসঙ্গে এও জানানো হয় যে, প্রত্যেক শিল্পী, কলাকুশলী, প্রয়োজক, পরিবেশক সবাই যেন যথাযোগ্য সম্মান সব স্বক্ষেত্রে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন এবং কোনও রকম অসুবিধার সম্মুক্ষীন না হন।

৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে বড় গর্ত, পাতা আছে যেন মরণ ফাঁদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে বড় গর্ত, পাতা আছে যেন মরণ ফাঁদ । ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের জামুড়িয়া বিধানসভার তপসী পঞ্চায়েত এলাকার তপসী পেট্রল পাম্পের কাছে দীর্ঘ ২ মাস থেকে বেহাল অবস্থায় রয়েছে । এই রাস্তার উপর দিয়েই যেতে হয় প্রান কেন্দ্র রাণীগঞ্জ এমনকি স্কুল, কলেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজের জন্য রানীগঞ্জ, আসানসোল, দূর্গাপুর যায় এই রাস্তা দিয়েই। আর এই রাস্তার তপসী পেট্রোল পাম্পের সামনে রয়েছে বড় গর্ত, রয়েছে জল জমে । তোয়াক্কা না করেই গাড়ি নিয়ে পার হতে গেলেই বড় বিপদে পড়বে গাড়ির চালক। জলের নিচেই রয়েছ বড় গর্ত বা মরণ ফাঁদ। এই গর্তের কারণে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা। সাইকেল আহোরী সহ বড় গাড়ি ও পড়েছে দুর্ঘটনার কবলে।পুলকার চালকেরা ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে পড়ুয়াদের।এই বিষয়ে প্রশাসনের কাছে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

প্রসঙ্গত এই ৬০ নং জাতীয় সড়কটি রানীগঞ্জ মোড় থেকে বীরভুম যাওয়ার মুল রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার গাড়ি যাওয়া আসা করে। গত ২ মাস থেকে তপসী পেট্রুল পাম্পের কাছে বেহাল অবস্থায় হয়েছে রাস্তাটি।

এই বিষয়ে জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং বলেন, গতকাল কলকাতা থেকে ফেরার সময় আমিও জলবন্দি হয়ে পড়েছিলাম। আমি পি ডব্লিউ ডি আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করেছি। শীঘ্রই মেরামত করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তারা।

সোমবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে উপরের ৫ জেলাতেই। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে মালদা ও দুই দিনাজপুরে। তবে মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উত্তরবঙ্গে, এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গে রবিবার বৃষ্টি কম হলেও সোমবার থেকে বাড়বে বৃষ্টি। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বুধ ও বৃহস্পতিবার।

কলকাতায় রবিবারও দিনভর মেঘলাই ছিল তবে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকার কারণে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তিতে ভুগেছেন কলকাতাবাসী। সঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, সোমবার থেকে কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। রবিবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১ সেলসিয়াস বেশি। অন্যদিকে শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৭২ থেকে ৯২ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ২৭ থেকে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বৃষ্টি হয়েছে সামান্য ১০.৮ মিলিমিটার।

জঙ্গলে কয়লা লুকিয়ে রেখে পাচারের অভিযোগ, দুর্গাপুরে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন:, দুর্গাপুব: জঙ্গলের মাঝে কয়লা রেখে পাচার করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হলো দুজনকে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দূর্গাপুরে। ধৃতরা হলো কাঁকসা থানার বিদবিহারের হেমন্ত বাউরি এবং ঝাড়খণ্ডের আলেকশন টুডু। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্গাপুর থানার পারুলিয়া সংলগ্ন জঙ্গলের মাঝে কয়লা ও কয়লার গুড়ো লুকিয়ে রাখা হতো। পরে সেই কয়লা ও কয়লার গুঁড়ো মোটরবাইকে করে দুর্গাপুর মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে পাচার করা হতো। শনিবার রাতেও বাইকে চাপিয়ে সেই কয়লা এবং কয়লার গুঁড়ো পাচার চলছিল। তখন দুর্গাপুর থানার পুলিশ তা ধরে ফেলে। গ্রেফতার করা হয় আলেকসন টুডু এবং হেমন্ত বাউরীকে। বাজেয়াপ্ত করা হয় বেআইনি কয়লা সহ একটি বাইক। রবিবার ধৃতদেরকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

বার্ণপুরে দামোদরে রেল সেতু পরিদর্শনে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বার্ণপুর: আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল রবিবার আসানসোলের বার্নপুরে ভূতনাথ মন্দির সংলগ্ন দামোদর নদীতে রেল সেতু পরিদর্শন করেন। একইসঙ্গে বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ যে, বালি মাফিয়ারা নদী থেকে বালি চুরি করছে। সেই কারণে নদীর উপরে রেল সেতুর পিলারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় যে কোন সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। একইসঙ্গে বিধায়ক রেলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন যে সেতুর পিলারগুলো মেরামত করা হচ্ছে বলে। তবে বিধায়ক বলেন, বালি চুরি বন্ধ না হলে পিলারগুলোর আরো ক্ষতি হবে।

অন্যদিকে, দামোদর নদী থেকে বালি তোলা অবাধে চলছে বলে জানিয়ে বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের অভিযোগ, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রিত বালি মাফিয়ারা দামোদর নদী থেকে বালি চুরি করছে। তাই এই ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন নীরব।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৯ জুলাই ২০২৪ ১৩ শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার

নিয়োগ দুর্নীতিতে হেভিওয়েটেরা ছাড়াও জড়িয়ে নিচুতলার কর্মীরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতিতে ফিরে একের পর এক ঘটনা সামনে আসছে। শিক্ষা দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমেছে ইডি ও সিবিআই একযোগে যেমন দাবি করছিল, এই দুর্নীতির জাল কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সেটার হদিশ পাওয়াই সব থেকে কঠিন। ইতিমধ্যেই এই মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক হেভিওয়েট নেতা জেলবন্দি। তদন্তের দিকে যখন ফোকাস আধিকারিকদের, তখন প্রকাশ্যে এল, দুর্নীতির নিচু তলার লোকেরাই চাকরি বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ টাকা কামিয়েছেন। এরই সূত্র ধরে তদন্তকারীরা এমন ৯১টি কোম্পানির হদিশ পেয়েছেন, যাদের সম্পত্তির পরিমাণ ৬৭কোটি টাকা। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, ৯১টি কোম্পানি হল অ্যাগ্রো ফার্মিং সংস্থা। তারই মুনাফা হিসাবে দেখানো হয়েছে ৬৭ কোটি টাকা। খাতায় কলমে ২০১৭ সালের পর থেকে তৈরি হওয়া কোম্পানিগুলির অডিট রিপোর্ট দেখে ইডি আধিকারিকরা স্পষ্টই জানিয়েছেন, কার্যত সেখানে কোনও ব্যবসায়িক লেনদেন নেই। আর এখানেই প্রশ্ন, ব্যবসায়িক লেনদেন ছাড়াই কীভাবে ৬৭ কোটি টাকা রোজগার হল তা নিয়েও। আরও উল্লেখ্য, ওই ৬৭টি অ্যাগ্রো ফার্মিং সংস্থার জমির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৭ কাঠা।

ইডি আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, আসলে শিক্ষা দুর্নীতির টাকাই ঢুকেছে ওই 'চাষের ক্ষেত্রে'। তদন্তকারীরা এও জানাচ্ছেন, মিডলম্যান প্রসন্ন রায়ের একাধিক ইমেল খতিয়ে দেখে এর প্রমাণ মিলেছে। প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার বিষয়টি ইমেলে নাম উল্লেখ করে তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রোগ্রাম অফিসার সমরজিৎ আচার্যকে পাঠিয়েছেন। সেই নথি ইতিমধ্যেই উদ্ধার হয়েছে। যাঁরা টাকা দিয়েছেন, তাঁদেরও বয়ান রেকর্ড হয়েছে।

ইডি আধিকারিকদের ইঙ্গিত কেবল মাত্র নবম, দশম এবং একাদশ, দ্বাদশ পর্যায়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার নিয়োগ থেকেই এই বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেছেন প্রসন্ন। পাশাপাশি, গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' নিয়োগেও সমানভাবে যুক্ত প্রসন্ন এবং প্রদীপ।

ফের রাজপথে আপার প্রাইমারির চাকরিপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের রাজপথে আপার প্রাইমারির চাকরি প্রার্থীরা। রবিবার শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত হয় মিছিল। মিছিল থেকে ওঠে স্লোগান। শেষে ধর্মতলায় হামাগুড়ি দিয়ে চলে প্রতীকী প্রতিবাদ। একজন চাকরিপ্রার্থীকে অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখা যায়। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে পাঠানো হয় হাসপাতালেও।

এদিকে যে মুহূর্তে ধর্মতলার দখল নেয় চাকরিপ্রার্থীরা ঠিক তখনই মাঠে নামে পুলিশবাহিনীও। চাকরিপ্রার্থীদের বুঝিয়ে রাস্তা থেকে সরানোর চেষ্টা চলে পুলিশ প্রশাসনের তরফে। আন্দোলনের প্রথম সারিতে প্রচুর মহিলা মুখ থাকায় উল্টোদিকে প্রচুর সংখ্যায় মহিলাও পুলিশও রাস্তায় নামে। চাকরি প্রার্থীদের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়, '২০১৪ সালের পর ১০ বছর কেটে গিয়েছে। ২০১৪ সালের নোটিফিকেশনে বলা হয়েছিল গেজেট মেনে সম্পূর্ণ আপডেট সিটে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু, কমিশন এখনও ১৪ হাজার ৩৩৯ পদের কথাই বলে যাচ্ছে। কিছুই হচ্ছে না। আমরা চাই আমাদের আপডেট সিটের দাবিটা ভাল করে দেখা হোক, ইন্টারভিউ নিয়ে দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করা হোক।'

তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এক মহিলা চাকরিপ্রার্থী জানান, 'আমরা ইন্টারভিউ বঞ্চিত আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থী। আমাদের দাবি সমস্ত ভ্যাকেন্সি আপডেট করে সকল টেট পাশদের নিয়োগ করতে হবে। সে কারণেই আমাদের মহামিছিল। বিচারপতিদের কাছে আমাদের আবেদন যেন আমার বিষয়টি মানবিক দিক থেকে দেখা হয়।' এক মহিলাকে রাস্তা থেকে কার্যত ধরে তুলে দিতে দেখা যায় পুলিশকে। খানিক আক্ষেপের সুরে তিনি জানান, 'আমাদের দুর্ভোগ যে বারবার আমাদের রাস্তায় নামতে হয়। মার খেতে হয়। কিন্তু, কীভাবে বাঁচব সেই উত্তর খুঁজে পাইনি আজও।'

মহেশতলায় উদ্ধার বৃদ্ধার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহেশতলায় জঙ্গল থেকে উদ্ধার বৃদ্ধার দেহ। ঘটনায় আটক করা হয়েছে ওই বৃদ্ধার ছেলে ও বৌমাকে। মৃতার নাম প্রভা নাথ। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন থেকে বাড়ি নিয়ে ছেলের সঙ্গে ঝামেলা চলছিল বছর ষাটেকের প্রভা দেবীর। ছেলে-বৌমা মিলে প্রায়শই তাঁর গায়ে হাতও তুলত বলে অভিযোগ। প্রভা দেবীর আরও এক মেয়ে রয়েছেন। তিনি পড়াশোনার সূত্রে বাইরে থাকেন। কিন্তু, বাড়িতে যে ঝামেলার মধ্যে ছেলে এই কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবে তা ভাবতে পারছেন না কেউই।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শুক্রবার রাতেই খুন করা হয় ওই বৃদ্ধাকে। তারপর দেহ প্যাকিং করে বাড়ির পাশে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। শনিবার রাতে ঘটনার কথা জানাজানি হয়। খবর যায় পুলিশের কাছে। খবর পেতেই এলাকায় যায় মহেশতলা থানার পুলিশ। শুরু হয় তল্লাশি। জঙ্গলের মধ্যে থেকে বৃদ্ধার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় বেহালা বিদ্যাসাগর হাসপাতালে। যদিও সেখানে ডাক্তারেরা জানায়, অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে ওই বৃদ্ধার।

এরপরই আটক করা হয় বৃদ্ধার ছেলে-বৌমাকে। কী কারণে, কীভাবে মৃত্যু তা নিশ্চিত হতে চাইছে পুলিশ। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। এলাকার এক বাসিন্দা বলছেন, 'ওদের বাড়িতে তো প্রায়ই ঝামেলা হতো। আমরা মাঝেমাঝে ঝামেলা মিটিয়েও দিয়েছি এসেছি। ছেলেটা তো মাকে প্রায়ই মারতে যেত। আমাদের সন্দেহ ছেলে-বৌমা মিলে ওনাকে মেরে ফেলেছে। আমরা তো শুরুতে জানতেও পারিনি। পরে জানতে পারি। প্লাস্টিকে মুড়ে দেহ রেখে দিয়েছিল। যখন উদ্ধার হয় তখন গন্ধ বেরিয়ে গিয়েছিল। শুনছি নাকি রড দিয়ে মেরেছে।'

রেড রোডে বাসের ধাক্কায় আহত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক পুলিশ ইন্সপেক্টর। রবিবার ঘটনাটি ঘটে কলকাতার রেড রোডে। আহত ওই পুলিশ ইন্সপেক্টরের নাম সন্তোষ রায়। এই দুর্ঘটনার পর দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন বেলা ১টা নাগাদ সন্তোষ রায় নামে ওই ইন্সপেক্টরকে ধাক্কা মারে একটি বাস। যার জেরে গুরুতর আহত হন তিনি। এরপর তাঁকে আহত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কলকাতা পুলিশের ওয়্যারলেস ব্র্যাঞ্চে কর্মরত তিনি। ১৯৯৬ সালে ব্যাচের অফিসার তিনি। রিপন স্ট্রিটে তাঁর অফিস। যে বাসটি তাঁকে ধাক্কা মেরেছে, সেটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে ডিউটি করে বাড়ি ফেরার সময় হুগলিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক পুলিশ কর্মীর। মৃত ওই পুলিশ কর্মীর নাম কৃষ্ণচন্দ্র মালিক (৫৫)। তিনি চন্দননগর কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগে কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন। উত্তরপাড়া ট্রাফিকে পোস্টিং ছিল কৃষ্ণচন্দ্র মালিকের। গত জুন মাসে হাওড়ার সাঁতরাগাছি স্টেশনের কাছে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় আরও এক ট্র্যাফিক পুলিশ কর্মীর। ঘটনায় ঘাতক বাসে ভাঙচুর চালায় স্থানীয়দের একাংশ।

'দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতে চাইছেন' মমতাকে তীব্র কটাক্ষ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'দুই নৌকায় পা দিয়ে উনি চলতে চাইছেন।' রবিবার ভাটপাড়ার প্রেমচাঁদ ভবনে কাঁকিনাড়া জ্যোতি ফাউন্ডেশনের 'প্রতিভা সম্মান প্রদান' অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এভাবেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, দিল্লিতে নীতি আয়োগ বৈঠকে তাঁকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি মাইকও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। মমতার এহেন অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের কটাক্ষ, 'দুই নৌকায় পা দিয়ে উনি চলতে চাইছেন। এদিকে উনি ইন্ডিয়া জোট, অপরদিকে এনডিএ। উভয় জোটকেই উনি ঠিক রাখতে চাইছেন। কিন্তু দুই নৌকায় পা দিয়ে চললে কি হয়, সেটা সবাই জানেন।' বৈঠকে যোগ দেওয়ার কারণ হিসেবে অর্জুনের কটাক্ষ, 'কারও কাছে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য বৈঠকে গিয়েছিলেন। আশীর্বাদ না পেয়ে রাগে বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসেছেন।' যদিও কার কাছে তিনি আশীর্বাদের জন্য গিয়েছিলেন, তা নিয়ে স্পষ্ট করে তিনি কিছুই জানান নি। প্রাক্তন সাংসদের কথায়, 'উনি সবসময় মিথ্যা কথা বলেন। আসলে উনি নাটক করতে ভালোই পারেন।'

প্রসঙ্গত, এদিন কাঁকিনাড়ার জ্যোতি ফাউন্ডেশনের তরফে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত ফাউন্ডেশনের সম্পাদক প্রিয়াঙ্গু পান্ডে। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন,

'পড়ুয়াদের পড়াশুনায় উৎসাহ জোগাচ্ছে এই জ্যোতি ফাউন্ডেশন। চাকরিমুখী প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনে এই ফাউন্ডেশন আধুনিক মানের গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছে। বিনা পয়সায় পড়ুয়ারা ওই গ্রন্থাগারে এসে পড়তে পারেন। তাঁর আক্ষেপ, দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর বহু ছেলেমেয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। খুঁজে বের করে পুনরায় ওদের পড়াশুনার জন্য আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন প্রাক্তন সাংসদ। পাশাপাশি এদিন তিনি প্রয়াত বাবা-মা ও ভাইয়ের নামে কৃতী পড়ুয়াদের স্কলারশিপ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। অভাবী কৃতী পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাসে খুশি জুটমিল অধ্যুষিত কাঁকিনাড়ার মানুষজন।

জঞ্জাল নিয়ে উষ্মা প্রকাশ খোদ কলকাতা পুরসভার মেয়রের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাস্তায় জঞ্জাল পড়ে থাকা নিয়ে কয়েকদিন আগেই নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে উষ্মা প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এদিকে এর পাশাপাশি জঞ্জাল নিয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমেরও। বাড়ির পাশে চেতলার একটি পার্কে মেয়রের নজের এসেছে অসংখ্য প্লাস্টিক প্যাকেট পড়ে। অগত্যা একদিন ইভনিং ওয়াক বন্ধ রেখে একটা একটা করে প্লাস্টিক কুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলেন তিনি নিজেই। শনিবার কলকাতা পুরসভার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে মেয়র স্বয়ং এই কথা জানান।

এই প্রসঙ্গে মেয়র এও বলেন, 'ইভনিং ওয়াক করতে গিয়ে ইভনিং ওয়াক আর হলো না। শেষে কাগজ কুড়ানির রোল প্লে করলাম।' এদিনের 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে জঞ্জাল সাফাই নিয়ে অনেকেই মেয়রের কাছে নালিশ জানান। পরিত্যক্ত জমিতে জঞ্জাল ফেলা

নিয়েও একাধিক ফোন আসে মেয়রের কাছে। এই সমস্যা মেটাতে সংশ্লিষ্ট জমির মালিককে নোটিস ধরানোর পাশাপাশি মিউনিসিপ্যাল কোর্টে মামলা করারও পরামর্শ দেন মেয়র। এই ধরনের পরিত্যক্ত জমি থেকে জঞ্জাল সরাতে পুরসভার যে টাকা খরচ হচ্ছে, সেটা সম্পত্তিকরের বিলে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে সেখানে বাড়ি করতে গেলে সেই টাকা মেটাতে বাধ্য থাকবেন জমির মালিক। মেয়র জানিয়েছেন, প্লাস্টিক দূষণ ঠেকাতে খুব শীঘ্রই অভিযান শুরু করবে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। বর্তমানে কলকাতা পুর-এলাকায় যে সব রাস্তা বানানো হচ্ছে তাতে বিটুমিনের সঙ্গে প্লাস্টিক মেশানো থাকছে। এই প্রসঙ্গে তিনি এ আশ্বাসও দিয়েছেন, বছর দু'য়েকের মধ্যে আদিগঙ্গা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সে জন্যে অনেকগুলি এসটিপি (ট্রিটমেন্ট প্লান্ট) বানানো হচ্ছে। তিনি বলেন, 'এক সময়ে আদিগঙ্গায় আমি সাঁতার কেটেছি। মুখ্যমন্ত্রীও সাঁতার কেটেছেন। ১৯৭৮ সালে বন্যার সময়ে আদিগঙ্গায় সাঁতার কেটে অনেক মানুষকে উদ্ধার করেছি।'

এদিকে এদিনই টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে এক ব্যক্তি ফোন করে মেয়রকে জানান, তাঁর বাড়ির সামনে একটি পুকুর আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। তা থেকে ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়াও ছড়াতে পারে। মেয়র বলেন, 'একটা সময় আমি নিজে পাড়ার পুকুরে কত সাঁতার কেটেছি। সে জন্যে পুকুরগুলোও ভালো থাকত। কিন্তু এখন আমি আমার মেয়েদেরও বলব না পুকুরে সাঁতার কাটতে।'

সংস্কারের অভাব, জলাশয়ের দুর্গন্ধে জেরবার শ্যামনগরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সংস্কারের অভাবে বেহাল দশায় পরিণত ভাটপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামননগর সতীন সেন নগরের পাঠক বাড়ির পুকুর। মজে যাওয়া পুকুরে কচুরি পানা, আর আগাছার জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, ওই পুকুরের মধ্যে ফেলা হচ্ছে এলাকার ময়লা আবর্জনা। পচা দুর্গন্ধে জেরবার স্থানীয় বাসিন্দারা। পুকুর সংস্কার করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা সীমা দেবনাথ জানান, বহু বছর ধরে পাঠক বাড়ির পুকুর বেহাল দশায় পরিণত। স্থানীয় কাউন্সিলর ও জমির মালিককে পুকুর সাফাইয়ের দাবি জানালেও তাঁরা কোনওরকম কর্ণপাত করেন না। সীমা দেবীর অভিযোগ, পুকুরে ময়লা আবর্জনা ফেলায় দুর্গন্ধে তারা জেরবার। ক্রমশ বাড়ছে মশা-মাছি থেকে শুরু করে পোকা-মাকড়ের উৎপাত। ময়লা আবর্জনা ফেলে ধীরে ধীরে পুকুর ভরাট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর। আরেক বাসিন্দা কল্পনা দেবনাথ বলেন, বর্ষাকালে পুকুরের নোংরা

ঘরে ঢুকে পড়ে। ফলে সাপ-পোকা মাকড়ের উপদ্রব বাড়ে। তাঁর দাবি, পুকুর সাফাই করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক। যাতে এলাকার মানুষজন ওই পুকুরের জল ব্যবহার করতে পারেন। স্থানীয় কাউন্সিলর সুকেশ বিশ্বাস বলেন, ওটা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুকুর। শরিকি ঝামেলার জেরে পুকুরটা সাফাই হচ্ছে না। তবে তিনি পুকুর ভরাটের বিপক্ষে।

ডায়মন্ড হারবার লোকালে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডায়মন্ড হারবার লোকালে আগুন। মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যাত্রীদের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন ঠিক দুপুর ১২টা ১২মিনিট নাগাদ ট্রেনটিতে আগুন লাগে। সুভাষগ্রাম স্টেশনে দাঁড়িয়ে যায় ট্রেনটি। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরাই প্রথমে ট্রেনের নিচে আগুনের হলকা দেখতে পান। ধোঁয়া বের হতে দেখে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলে ট্রেনে থাকা যাত্রীদের নজরে পড়ে। তাঁদের মধ্যে কেউ সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের চেন টেনে দেন। চেন টানার জেরে সুভাষগ্রাম স্টেশনে দাঁড়িয়ে যায় ট্রেনটি। এর মধ্যে অনেক যাত্রীই মুহূর্তের মধ্যে ট্রেন থেকে নেমে আসেন। ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেন অনেকে। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় রেল পুলিশও। উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয় সুভাষগ্রাম স্টেশনে। তবে অল্প সময়ের মধ্যে নিভে যায় আগুন। এরফলে শিয়ালদা-দক্ষিণ শাখায় বারুইপুর লাইনে ট্রেন চলাচল দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে। ফলে বারুইপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, নামখানা, কাকদ্বীপগামী ট্রেন চলেনি।

তবে কীভাবে ট্রেনের নিচে আগুন লাগল, নেপথ্যে কী কারণ তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ, নাকি অন্য কোনও ঘটনা তা খতিয়ে দেখছেন রেলের আধিকারিকেরা। রেলের ইঞ্জিনিয়ররাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তাঁরা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখেন।

রবিবার এই ঘটনায় প্রায় সাড়ে ১২টা থেকে বেলা পর্যন্ত শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার সমস্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছিল। শুধুমাত্র বজবজ ও ক্যানিং লোকাল চলছিল। দুর্ভোগের ছবি স্টেশন চত্বরে। ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন অসংখ্য যাত্রী। এরপরই স্বস্তির খবর আসে দুপুর গড়িয়ে। ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট পর চালু হয় ট্রেন। ৩টে বেজে ৩৩ মিনিটে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল স্টেশন ছাড়ে। এদিকে আবার রবিবারও শিয়ালদা সেকশনে একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন বাতিল রয়েছে। নৈহাটি স্টেশনের কাছে কাজের জন্য বাতিল করা হয়েছে বহু ট্রেন। ঘুরপথে চলছে বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেনও। দু'দিন আগে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে দেখা গিয়েছিল পূর্ব রেলকে। ফলে রবিবার শিয়ালদা লাইনে ট্রেন চলাচল দুর্বিসহ হয়ে ওঠে যাত্রীদের কাছে।

গাড়ির পিছনে লেখা নারী বিদ্বেষী উক্তি মালিককে ডেকে মোছাল কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন খোদ কলকাতার রাস্তায় এক গাড়ির পিছনে একটি লেখা নজরে আসে অনেকেরই, 'বিলিভ আ স্নেক নট আ গার্ল'। বাংলায় এর তর্জমা করলে হয় 'সাপকে বিশ্বাস করতে পারেন, কোনও মেয়েকে নয়।' সঙ্গে দুটো মেয়ের শিলিউড। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, নিছকই মজা! নাকি নেপথ্যে রয়েছে তীব্র নারীবিদ্বেষ। তা নজরে আসে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশেরও।

সাধারণত, প্রকাশ্যে এই ধরনের উস্কানিমূলক বার্তা আইনের দৃষ্টিতে মানহানি বলেই গণ্য হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯ এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৫৬ (১) ধারায় হতে পারে শাস্তিও। যদিও পুলিশের শীর্ষ কর্তারা আইনের পথ যাননি। শুধু গাড়ির মালিককে এই লেখা মুছে ফেলতে বলেন। কে এই গাড়ির মালিক, তার বিস্তারিত পরিচয় সামনে আনতে চায়নি পুলিশ। তবে, তাঁকে সসম্মানে ডেকে পুলিশ র্কতারা জিজ্ঞেস করেন, এমন একটি নেতিবাচক বার্তা দিয়ে নিজের পরিবারের মহিলাদেরও হেয় করছেন কি না তা নিয়েও। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে পুলিশের কথা শোনেন গাড়ির মালিক। এই ধরনের বার্তার কারণে তাঁকে যে কোনও দিন হেনস্থার মুখে পড়তে হতে পারে, এমন আশঙ্কার কথাও তাঁকে জানানো হয়। তা ছাড়া, আইনি পদক্ষেপ তো রয়েছেই।

এরপরই গাড়ির পিছন থেকে লেখাটি মুছে দেন ওই ব্যক্তি। পুরো ঘটনার কথা এবং গাড়িটির আগের এবং পরের ছবি নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্টও করেছে কলকাতা পুলিশ।

দীর্ঘদিন ধরে পুরুষদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে লড়াই চালিয়ে আসা নন্দিনী ভট্টাচার্য-র কথায়, 'আমি নিশ্চিত, যিনি গাড়িতে এই স্টিকার লাগিয়েছেন তিনি কোনও মহিলার কাছ থেকে বড় কোনও আঘাত পেয়েছেন।' সমাজতত্ত্ববিদ সুকন্যা সর্বাধিকারী বলছেন, 'ইংরেজিতে লেখা মানে তো ধরে নিতে হবে শিক্ষিত। গাড়ি আছে, মানে স্বচ্ছল। তাঁর কি এটাকে হিউমার মনে হয়েছে? এ তো সাংঘাতিক!' আর অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রর কথায়, 'মনে হচ্ছে উনি কোনও মহিলার কাছে ঠকেছেন। সেখান থেকেই এই বিদ্বেষ। ওঁর মনের চিকিৎসা দরকার।' কোন মানসিক অবস্থায় একজন ব্যক্তি গাড়ির পিছনে এমন লিখতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে প্রত্যেকের মনেই। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অনিরুদ্ধ দেব বলছেন, 'সম্ভবত প্রেমঘটিত বা আর্থিক বা অন্য কারণে তিনি কোনও মহিলার কাছ থেকে বড় রকমের আঘাত পেয়েছেন বলেই প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে। যে কারণে সমস্ত নারীকুলকেই তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন।'

কল সেন্টারের নামে আর্থিক প্রতারণা ধৃত দুই মহিলা-সহ ৮

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কল সেন্টারের আড়ালে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিত একটা প্রতারণা চক্র। খড়দা থানার সোদপুরে প্রকৃতি আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে কল সেন্টারের অফিস খুলে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল মানুষ ঠকানোর কাজ। অবশেষে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম শাখার গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ে গেল দুই মহিলা-সহ ৮ জন। ধৃতদের কাছ থেকে তদন্তকারীরা বাজেয়াপ্ত করেছে এটিএম, ল্যাপটপ-সহ বেশ কিছু সামগ্রী। রবিবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিডি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ডিসি নর্থ গনেশ বিশ্বাস জানান, চলতি বছরের গত ২১ জুলাই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গোডরেজ প্রকৃতি আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে হানা দেওয়া হয়েছিল। সেখানে কল সেন্টারের আড়ালে চলতো আর্থিক প্রতারণা। ওই ফ্ল্যাট থেকে প্রথমে ৩ জনকে হাতেনাতে ধরা হয়েছিল। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পরবর্তীতে আর্থিক প্রতারণা

চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই মহিলা-সহ আরও ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস আরও জানান, ধৃতদের মধ্যে বিপিন কুমার এবং অখিলেশ কুমার যাদব বিহারের বাসিন্দা। বাকি পাঁচজন মহম্মদ মবিন আনসারি, সন্দীপ পাসোয়ান, চন্দন সিং, রবি শঙ্কর রায় এবং দুই মহিলা সৃষ্টি দাস ও বান্টি বিশ্বাস এই রাজ্যের বাসিন্দা। তিনি আরও জানান, সোদপুরের গোডরেজ প্রকৃতি আবাসনের ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছিল ধৃত অখিলেশ কুমার যাদব। সেখানেই থাকতো বিপিন কুমার। ফোন কল করে তারা সাধারণ মানুষকে বলতো অনলাইনে কেনাকাটার জন্য পুরস্কার পাবেন। পুরস্কার নিতে হলে দুই হাজার দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে বলতো প্রতারকরা। পুরস্কারের লোভে প্রলোভন পা দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন অনেকেই। ডিসি নর্থের দাবি, কমপক্ষে একশো জনের অধিক এঁদের কাছে আর্থিক প্রতারণার শিকার হয়েছেন। এই চক্র ৫০ লক্ষ টাকার বেশি প্রতারণা করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে তদন্তকারীরা ৬০ টি এটিএম কার্ড, ১১টি মোবাইল, ২টি ল্যাপটপ, নগদ ৮৩ হাজার টাকা, ১৭টি সিম কার্ড ও বেশ কিছু নোট বুক উদ্ধার করেছে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ডিসি নর্থ ছাড়াও হাজির ছিলেন ইন্সপেক্টর সাইবার ক্রাইম (পশ্চিমবঙ্গ) শঙ্কর পাল, ব্যারাকপুর সাইবার ক্রাইম বিভাগের ওসি ইন্সপেক্টর দেবাশীষ বিশ্বাস,এসিপি ডিডি (লিগ্যাল) সাইবার ক্রাইম দেবাংশু ভৌমিক-সহ ব্যারাকপুর সিটি পুলিশের অন্যান্য সাইবার বিশেষজ্ঞরা।

স্নাতক-স্তরে দেশীয় নানা ভাষায় বই প্রকাশে কেন্দ্রের বড় প্রকল্প 'অস্মিতা'

অশোক সেনগুপ্ত

ভারতীয় নানা ভাষায় কলেজ পড়ুয়াদের পর্যাপ্ত বই জোগানের জন্য ইউজিসি একটা বড় প্রকল্প তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক স্তরে প্রকাশিত উপযুক্ত মানের বই প্রাপ্তির রূপরেখা। প্রকল্পটির নাম দেওয়া হয়েছে 'অস্মিতা' (অগমেন্টিং স্টাডি মেটেরিয়ালস ইন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস থ্রু ট্রানস্লেশন অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক রাইটিং)।

ঠিক হয়েছে, আগামী পাঁচ বছরে ২২টি ভাষায় এক হাজার করে অর্থাৎ মোট ২২ হাজার বই তৈরি করা হবে। নয়া শিক্ষানীতি রূপায়ণের অংশ হিসাবে তৈরি হয়েছে এই প্রকল্প। পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে সহায়ক বই, সেন্ট্রাল

ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেসের অনুমোদনক্রমে তৈরি ভারতের বহুভাষিক অভিধান প্রভৃতিও থাকবে এই প্রকল্পে।

সূত্রের খবর, ইউজিসি তাদের 'ত্র কুম্ভ' সাইটে বইয়ের নামগুলো আপলোড করবে। বইয়ের কপিরাইট লেখকের থাকবে। ইউজিসি আপাতত বই ছাপাবে না। লেখক চাইলে তা নিজে করতে পারেন। সেই বই উপযুক্ত মানের হচ্ছে কি না, তা দেখতে প্রতিটি বিষয়ে ওঁরা অভিজ্ঞদের নিয়ে 'রিসোর্স পার্সন'-এর তালিকা করছেন।

ভারতীয় ভাষা সমিতির সহযোগিতায় ইউজিসি প্রতি রাজ্যে শিক্ষাবিদদের নিয়ে এ কারণে একটা কমিটি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য তৈরি হয়েছে বাংলা ভাষা সম্বর্ধন সমিতি। এর নোডাল প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আরকেএমভিইআরআই)-কে।

আগামী জুন মাসের মধ্যে ১২টি ভাষায় ১৫০টি করে অর্থাৎ ১,৮০০টি বই এবং আগামী পাঁচ বছরে ২২ হাজার বই প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি আরকেএমভিইআরআই-এর এক শীর্ষ ব্যক্তিত্ব বাংলা ভাষা সম্বর্ধন সমিতির সদস্যদের সঙ্গে রূপরেখার পর্যায়ক্রমে রূপায়ণ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সামগ্রিক প্রকল্প রূপায়ণ তদারকির দায়িত্বে আছে কেন্দ্রীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রক। ইউজিসি-র চেয়ারম্যান জগদীশ কুমারের মতে, 'এই প্রকল্প রূপায়ণে ইংরেজি বই সম্পাদনা ও নয়া বই লেখার একটা দিগন্ত খুলে যাবে।' শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এই নিয়ে সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'অস্মিতা, বহুভাষা শধকোষ এবং রিয়েল-টাইম ট্রান্সলেশন আর্কিটেকচার, এই তিনটি যুগান্তকারী উদ্যোগের সূচনায় ভারতীয় ভাষাগুলিতে শিক্ষা প্রদানে, শিক্ষার্থীদের তাদের শিক্ষাসাধনা ও ক্ষমতায়ন এবং ভারতের ভাষা ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারে গতি দেবে।'

সম্পাদকীয়

মোবাইলের রিচার্জের মূল্য যত বাড়বে, ততই ১৮ শতাংশ জিএসটি-এর পরিমাণ বাড়বে, তাই কি সরকারের নীরবতা

গত ৩ জুলাই থেকে দেশের তিনটি মোবাইল সংস্থাই তাদের রিচার্জ মাসুল যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে। সমাজমাধ্যমে ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনায় প্রসঙ্গটি সমালোচিত হলেও সরকার, নেতা, মন্ত্রীরা এর বিরোধিতা করেননি। বর্তমানে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ইত্যাদির পাশাপাশি এখন আমাদের জীবন-জীবিকার অন্যতম চালিকাশক্তি এই মোবাইল। আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক মানুষকে মোবাইল ব্যবহার করতে বাধ্য করা হয়েছে। যেমন, আধার কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবই, রেশন কার্ড, বিভিন্ন প্রকার বিমা, জমি-বাড়ি বিক্রি ইত্যাদি। দশ বছর আগে প্রি-পেড মোবাইল ব্যবহারের খরচ যেখানে মাসিক ৫০ টাকা ছিল, বর্তমানে সেটি মাসিক ২০০ থেকে ৩০০ টাকা হয়েছে। ওই পরিমাণ টাকায় পূর্বে ৩০ দিনের ভ্যালিডিটি পাওয়া যেত, বর্তমানে মেলে ২৮ দিন। অর্থাৎ, বারো বারের বদলে মানুষকে এখন তেরো বার রিচার্জ করতে হয় বার্ষিক। ফলে, বাৎসরিক খরচ ন্যূনতম ছোট মোবাইলের ক্ষেত্রে ১৯৯অ১৩গু ২৫৮৭ টাকা। আর ইন্টারনেট ব্যবহার করলে বাৎসরিক ন্যূনতম খরচ ২৯৯অ১৩গু ৩৮৮৭ টাকা। প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক, সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য এই টাকাটি মানুষকে খরচ করতেই হয়। দেশে বহু প্রবীণ নাগরিক আছেন, যাঁদের আর্থিক অসঙ্গতির কারণে মোবাইলের এই বড় অঙ্কের খরচ বহন করা সম্ভব না হলেও সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে তাঁরা মোবাইল ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। সেই সঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমানে একটি পরিবারে কমপক্ষে দুই থেকে তিনটি মোবাইল রয়েছে। কারণ, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা এবং পরিবারের প্রধানের কাজের প্রয়োজনে মোবাইল অত্যাবশ্যক বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ফলে, সব মিলিয়ে ওই পরিবারের মোবাইলের বাৎসরিক খরচ উক্ত খরচের দুই বা তিনগুণ। দেশের তথা রাজ্যের সাংসদ, বিধায়ক, নেতা, মন্ত্রীর কোটি কোটি টাকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলেও জনগণের করের টাকায় তাঁদের মোবাইলের, যাতায়াতের খরচ বহন করা হয়, তাঁদের বার্ধক্যকালীন পেনশন দেওয়া হয়, বাসস্থানের ভাড়া গোনা হয়। অথচ, সাধারণ জনগণ, যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে সামান্য অর্থ রোজগার করেন, তাঁদের এক প্রকার শোষণই করা হচ্ছে মোবাইল রিচার্জের মাধ্যমে। কোম্পানিগুলি যেমন তাদের লভ্যাংশ বাড়ানোর লক্ষ্যে মোবাইল রিচার্জের মাসুল বাড়াচ্ছে, তেমনই সরকারও এই টাকার ১৮ শতাংশ জিএসটি বাবদ বিপুল রোজগার করছে। সেই কারণেই কি তারা

আনন্দকথা

আপনি সেদিন আসিয়া আমাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবেন।
ঠাকুর গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। মাস্টার পথ দেখাইয়া বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। উঠানে ফুলগাছ, তাহার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর বালকের ন্যায় বোতামে হাত দিয়া মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ‘‘জামার বোতাম খোলা রয়েছে, — এতে কিছু দোষ হবে না?’’ গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে কাপড়, তাহার আঁচলটি কাঁধে ফেলা। পায়ে বার্নিশ করা চটি জুতা। মাস্টার বলিলেন, ‘‘আপনি ওর জন্য ভাববেন না, আপনার কিছুতে দোষ হবে না; আপনার বোতাম দেবার দরকার নাই।’’ বালককে বুঝাইলে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, ঠাকুরও তেমনি নিশ্চিন্ত হইলেন।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিদ্যাসাগর
সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একেবারে প্রথম কামরাটিতে (উঠিবার পর ঠিক

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

জে আর ডি টাটা

১৯০৪ *বিশিষ্ট শিল্পপতি জে আর ডি টাটার জন্মদিন।*
১৯৫৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অনুপ জলোটার জন্মদিন।*
১৯৫৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সঞ্জয় দত্তের জন্মদিন।*

বাংলা নীতিকবিতায় অবিস্মরণীয়
একটি নাম রজনীকান্ত সেন

স্বপনকুমার মণ্ডল

শিক্ষার বুনিয়াদ নৈতিক আদর্শে মোড়া। সেক্ষেত্রে তার সোপানে নীতিকথা বালাই ষাটে না থেমে বরং একশোয় পূর্ণতা লাভ করে। শিক্ষার মূলেই নীতির সু-কু'র সক্রিয়তা আপনাতেই কুহুতানে সরগম। শুধু তাই নয়, সেই নৈতিক আদর্শবোধে তাড়িত জীবনে শিক্ষাদীক্ষার সোপানে নীতিশিক্ষার আড়স্তর নানাভাবে বিকশিত। সেখানে সেই শিক্ষার প্রকট আবেদন প্রথম থেকেই শিশুবোধে পৌঁছে দেওয়ার বাতিক যেমন সক্রিয়তা লাভ করে, তেমনই তাকে পাঠোপযোগী করে গড়ে তোলার মানসে তার কাব্যিক পরিসর আপনাতেই উন্মুক্তপ্রায়। বাংলার শিশুশিক্ষার পাঠ্যসূচিতেই তা প্রতীয়মান। আসলে কাব্যিক বিন্যাসের মধ্যে নীতিকথা উপাদেয় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তা স্মরণের পক্ষেও সহজসাধ্য। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার থেকে বিদ্যাসাগর হয়ে রবীন্দ্রনাথ সবার ক্ষেত্রেই সেই নান্দনিক পরিসর আবেদনক্ষম হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে নীতিশিক্ষার নান্দনিকতার আধারে কাব্যিক বিন্যাসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। অন্যদিকে কাব্যের আধারে নীতি-আদর্শের পরিচয় তো সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। অবশ্য সেখানে নীতিকথা তার সৌরভ হলেও তার কাব্যিক আবেদনটি নিঃস্ব হয়ে পড়ে না, বরং তার আধারের উৎকর্ষেই তার বনেদিয়ানা আভিজাত্য লাভ করে। এই যেমন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর অমোঘ বাণী 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ/ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'-এর কথায় 'পীরিতি'-এর সঙ্গে 'বাঁধ'-এর সম্পর্ক 'দড়ি' ও 'চাঁদ' সমন্বয়ের আধারেই উৎকর্ষমুখর হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে নীতির সুস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা আপনাতেই অতিক্রম করে চলে। স্বাভাবিক ভাবেই কবিতায় নীতি ও নীতির কবিতাকে মেলানো সমীচীন নয়। সেক্ষেত্রে 'নীতিকবিতা' (Didactive Poetry) পরিভাষাটিতে আধারিত নীতি বিষয়ক বা তত্ত্বকথা সমন্বিত কবিতা নিয়ে সাধারণ্যে যে ধারণা উঠে আসে, তা দিয়ে 'নীতি' বা 'তত্ত্ব' যেভাবে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে, কবিতার চেতনা সেভাবে না পাওয়াই দস্তুর। স্বাভাবিক ভাবেই নীতি-তত্ত্বে প্রাণিত হতে গিয়ে কবিতার দেহ বই প্রাণের সাড়া আপনাতেই অন্তর্হিত হয়ে পড়ে। অথচ শিক্ষার সোপানে নীতিবোধের সক্রিয়তায় নীতিকবিতার ভূমিকাটি আপনাতেই সজীবতা লাভ করে। সেখানে নীতি-তত্ত্বের অভিমুখে কাব্যিক আবেদনের বিরূপতা স্বীকার করে নেওয়াটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অবশ্য তাতে যদি কবিতার সুখপাঠ্য ও উপাদেয় আবেদন সংযুক্ত থাকে, তা বাড়তি প্রাপ্তিযোগে সামিল হয়। অন্যদিকে কবির স্বকীয় প্রতিভায় সেই নীতিকবিতাই সাধারণ্যে নীতি-তত্ত্বের বেষ্টনী ভেদ করে কাব্যিক পরিসরেও আবেদনক্ষম হয়ে উঠতে পারে, তার পরিচয় বাংলাতেও বিদ্যমান। বাংলায় গানের জগতে বন্দিত পঞ্চকবি'র অন্যতম রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) ভূমিকাটি সেখানে উপেক্ষার চোরাবালিতে অপসৃয়মান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্তরসূরি হিসাবে তাঁর নীতিকবির সমাদৃত জনপ্রিয়তা শুধু কালগর্ভে নীরব হয়ে পড়েনি, সেইসঙ্গে ইতিহাসেও তার ঠাঁই না মেলার মতো অনস্তিত্ব প্রতীয়মান। অথচ বাংলা নীতিকবিতার ধারাতে রজনীকান্তের সেই কৃতিত্ব শুধু স্মরণে বরণীয় মনে হয় না, তাঁকে চেনা-জানার জন্যও তা অনস্বীকার্য।

রাজশাহীতে বসবাসকালে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে পেশায় উকিল রজনীকান্তের সাহিত্যচর্চা নিবিড়তা লাভ করে। অক্ষয়কুমারের বাসভবনে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তাঁর হাসির গানে অনুপ্রাণিত হয়ে তাতে তিনিও লেখনীধারণ করেন। সুকণ্ঠের অধিকারী হিসাবে রজনীকান্তের গায়কি সত্তার সঙ্গে গীতিকার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। অনতিবিলম্বে তিনি বাংলা সাহিত্য ও গানে উদীয়মান তারকা রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পাশাপাশি জনমানসে সমাদৃত ও সংবর্ধিত হয়েছেন। বিশেষ করে স্বদেশি আন্দোলনের উজ্জ্বল পরিসরে অগ্রজের গানের জনপ্রিয়তার পাশে অনুজের আবেদনও মুখরিত হয়। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে রজনীকান্তের জনপ্রিয়তায় গান ও কবিতার অবিচ্ছিন্ন সত্তাতে তাঁর কবি-পরিচিতি আবর্তিত হতে থাকে। তাঁর জীবিত কালে প্রকাশিত তিনটি বইয়ের প্রথম দুটি 'বাণী' (১৯০২) এবং 'কল্যাণী' (১৯০৭)। দুটিতেই গীতিকার রজনীকান্তের পরিচয় সমুজ্জ্বল। শুধু তাই নয়, গানেই তাঁর স্বকীয়তা নিবিড় হয়ে এসেছে। তাঁর প্রথম জীবনে সাড়া জাগানো গান 'তুমি নির্মূল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে' আজও প্রার্থনা সঙ্গীত হিসাবে সমাদৃত। অন্যদিকে স্বদেশি আন্দোলনের সময় রজনীকান্তের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' সেদিন বাঙালির মাথায় করে নেওয়ার মতোই আবেদনক্ষম হয়ে উঠেছিল । শুধু তাই নয়, সেই আহ্বান বাঙালিকে আজও স্মৃতিকাতর করে তোলে। তাঁর ভক্তিমূলক এবং স্বদেশি গানে সর্বাধিক জনসমাদর মিলেছে। সেক্ষেত্রে কবি হিসাবে রজনীকান্তের স্বতন্ত্র পরিচিতির অবকাশ তখনও ছিল না। অবশ্য তাতে তাঁর কবি-পরিচিতির ব্যত্যয় ঘটেনি। বরং তিনি 'কান্তপদাবলী'তে 'কান্তকবি'র জনপ্রিয়তা লাভ করেন। অন্যদিকে রজনীকান্তের সৃজনবিশ্বের ধ্রুবতারা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অগ্রজ কবিকে পাথেয় করেই অনুজের স্বতন্ত্র কবি-পরিচিতির পথে সামিল হওয়ার অবকাশ মেলে। আর তারই ফসল রজনীকান্তের মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত তাঁর শেষ বই 'অমৃত' (১৯১০)। কেননা ইতিপূর্বে প্রকাশিত বইদুটির প্রথমটির ভূমিকা লেখক অক্ষয়কুমার মৈত্রের ভাষায়, 'রজনীকান্তের কান্তপদাবলী কেবল সঙ্গীত।' আর 'কল্যাণী' তো গানের জন্যই সমাদৃত। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'-এর আধার। অন্যদিকে সুধীর চক্রবর্তীর কথায় ('দ্বিধাহীন অনুভূতির কবি', 'দেশ', বই সংখ্যা, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫) 'অমৃত'-ই প্রকৃতপক্ষে রজনীকান্তের নিঃসন্দিগ্ধ কবিতা, এ কথা বলা হল এই জন্য যে 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র লেখাগুলি স্বভাবে দ্বিচারী-একই অঙ্গে কবিতা ও গান, পাঠ্য ও শ্রোতব্য।' সেক্ষেত্রে 'অমৃত' সন্ধানী রজনীকান্তের ভূমিকাটি আপনাতে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তাঁর স্বকীয় প্রতিভার পরিচয়েও নীতিকবিতার বইটি উচ্চাসনে সমাসীন। প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'বাংলার কবি' (১৩৬৬) 'রজনীকান্ত সেন'-এ জানিয়েছেন, 'কবির ভক্তিসংগীতগুলির পরেই, হাসির গান ও স্বদেশী গানের উপরে, নীতিকবিতাগুলির আসন।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রজনীকান্তের মৃত্যুর পরে আরও একটি নীতিকবিতার বই প্রকাশিত হয়, 'সম্ভাব-কুসুম' (১৯১৩)। অন্যদিকে নীতিকবিতার মাধ্যমে কবি রজনীকান্তের আবির্ভাবে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি কবি স্বয়ং কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। আর তা করেছেন 'অমৃত'-এর বিপুল সমাদরে ধন্য হওয়ার পর।

সেন বাড়ির একাংশ।

রজনীকান্ত নীতিকবিতায় লেখনীধারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'কে অনুসরণ করে। তাঁর অনুসরণে শ্রদ্ধা ছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে অনুসরণকারীর অন্ধ অনুকরণ ছিল না। 'অমৃত'র আটচল্লিশটি কবিতাই অষ্টপদী এবং পয়ারে রচিত। শুধু তাই নয়, চিন্তনের প্রসারতায় মৌলিকতার পরিচয়ও বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের উপস্থাপনপ্রকৌশলের বৈচিত্র তাঁর হয়তো নেই, কিন্তু বিষয়ভাবনার ক্ষেত্রে তার বিচিত্র প্রকৃতি সবুজ হয়ে উঠেছে। এই যেনন একটি কবিতায় শব্দ থেকে গ্রন্থের যোগসূত্রকে রজনীকান্ত বেঁধেছেন রবীন্দ্রনাথের আদলে, অথচ তার বিষয়-আশয়ে মৌলিকতা বর্তমান 'বর্ণমালা কহে, 'দেখ, সীসের অক্ষরে,/আমাদের রেখে দেয় ভিন্ন ভিন্ন ঘরে।/শব্দের আকারে যবে মোদের সাজায়,/ অর্থযুক্ত হই ব'লে শক্তি বেড়ে যায়;/ বহু শব্দযোগে, ধরি বাক্যের আকার,/আরও বৃদ্ধি পায় শক্তি, সন্দেহ কি তাঁর? বাক্যে বাক্যে যোগ করি' সাজায় যখন,/ গ্রন্থরূপে কত জ্ঞান করি বিতরণ।' লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ যেখানে প্রত্যক্ষভাবে নীতি বা তত্ত্বকে হাজির না-করে পরোক্ষে তার বিস্তার ঘটিয়ে নীতি-কবিতার প্রচলিত ধারায় অভিনবত্ব প্রদান করেছেন, সেই পথে রজনীকান্ত অগ্রসর হয়ে তাকে পরোক্ষেও নয়, একেবারে মননের পরতে সুরভিত করে সেই অভিনবত্বে আভিজাত্য প্রদান করেছেন। শুধু তাই নয়, উপলব্ধির গভীরতায় তাঁর নীতিকবিতা নীতি-আদর্শের চেয়ে পার্থিব জীবনচেতনায় ঐশ্বরিক স্থিতির পরম পরশ আবেদনক্ষম হয়ে ওঠায় তার পরিসর আপনাতেই উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সেখানে নৈতিক চেতনার চেয়ে উপলব্ধির প্রগাঢ় দীপ্তি পাঠকমানসকে নবানুভূতির সোপানে সামিল করে। যেমন একটি কবিতা 'এক কূল ভাঙ্গে নদী, অন্য কূল গড়ে; /দূষিত বায়ুরে লয় উড়াইয়া ঝড়ে;/ তীব্র কালকূটে হয় শুদ্ধ রসায়ন/কাক করে কোকিলের সন্তান পালন;/দংশে বটে, মধুচক্র গড়ে মধুকর;/বজ্র হানে যদি, বারি ঢালে জলধর; /সুখ-দুখ-ভাল-মন্দ-জড়িত সংসার; /অবিমিশ্র কিছু নাই দৃষ্ট বিধাতার।' লোকায়ত পরিসরে কবি যেভাবে লোকাতীত চেতনায় ঐশ্বরিক অস্তিত্বে অনিন্দ্যসুন্দর পার্থিববোধে নৈতিক আবেদনকে নিবিড় করে তুলেছেন, তাতে শুধু তাঁর কাব্যিক পরিচয়কেই সমুন্নত করেননি, সেইসঙ্গে নীতিকবিতার অপ্রশস্ত প্রকৃতিকেও বৈচিত্র প্রদান করেছেন। অন্যদিকে রজনীকান্ত নীতিকবিতার মূল্যবোধে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। সেখানে সামাজিক দায়বদ্ধতায় শিক্ষার সোপানটি উচ্চকিত হয়ে ওঠে। যেমন তাঁর 'চিত্রিত মানব' কবিতাটি 'অর্থ আছে, কপর্দক নাহি করে ব্যয়; /বিদ্যা আছে, কারো সনে কথা নাহি কয়;/ বুদ্ধি আছে, ব'সে থাকে কাজ নাহি করে;/রূপ আছে, বন্ধ থাকে গৃহের ভিতরে; /শক্তি আছে, নাহি করে পর-উপকার; /তেজঃ আছে, দাঁড়াইয়া দেখে অবিচার;/সে নর চিত্রিত এক ছবির মতন,---/গতি নাই, বাক্য নাই, জড়, অচেতন।' সেদিক থেকে নীতিকবিতাকে নীতি বা তত্ত্ব থেকে উপলব্ধি ও মূল্যবোধের সোপানে সামলি করার ক্ষেত্রে রজনীকান্তের অবদান বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অসহায় বৃদ্ধার পাশে দাঁড়াল পাত্রসায়ের ব্লক প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: খবরের জের, অসহায় বৃদ্ধার পাশে দাঁড়াল পাত্রসায়ের ব্লক প্রশাসন, খুশি অসহায় বৃদ্ধা। আমরাই প্রথম তুলে ধরি বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের বমিরা গ্রামের শিলা বাগদীর করুণ চিত্র। আর সেই খবর সম্প্রচার হতেই নড়েচড়ে বসল পাত্রসায়ের ব্লক প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ব্লক প্রশাসনের তরফে অসহায় বৃদ্ধা শিলা বাগদীকে ত্রিপল কাপড়-বিছানার চাদর এবং নগদ অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করা হল। পাশাপাশি আগামী দিনে দ্রুত তাকে আবাস যোজনার বাড়ি এবং স্বাস্থ্য সাথী কার্ড তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন তারা। বামিরা গ্রামের সত্তরোর্ধ্ব শিলা বাগদী আবাস যোজনা বাড়ি থেকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত। একটি ছোট্ট কুঁড়েঘরে কোনও রকমে একাই দিন কাটাতে হচ্ছে তাকে। সেই খবর সম্প্রচার হতেই ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা তার বাড়িতে পৌঁছে যান এবং তাকে সব রকমভাবে সহযোগিতা করেন। ব্লক প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শিলা বাগদী। শিলা বাগদি জানান, ব্লক প্রশাসনের এই সহযোগিতা পেয়ে আমি দারুণ খুশি। আগামী দিনে আবাস যোজনার ঘর পেলে আরও বেশি খুশি হব।

পাত্রসায়ের ব্লকের ব্লক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আধিকারিক কাশীনাথ সিংহ ঠাকুর বলেন, সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পারি বামিরা গ্রামের শিলা বাগদী খুব অসুবিধার মধ্যে আছেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়িতে এসে সব রকমভাবে সহযোগিতা করি এবং তাকে দ্রুত আবাস যোজনার বাড়ি কিভাবে তৈরি করে দেওয়া যায় তার সবরকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। পাশাপাশি তার স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দ্রুত করে দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

রেলের যাত্রী সুরক্ষা এবং উন্নত পরিষেবার লক্ষ্যে সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার হাওড়া কাটোয়া সুবার্বন প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন সমুদ্রগড় শাখার তরফে সমুদ্রগড় স্টেশন সংলগ্ন সবজি বাজারে রেলের যাত্রী সুরক্ষা এবং রেলের উন্নত পরিষেবার লক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মন্ত্রী স্বপনবাবু জানিয়েছেন, ব্যান্ডেল কাটোয়া রেল শাখার মধ্যে রেলস্টেশনগুলি বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে সেগুলি উন্নতিকল্পের জন্য সাংসদ ডঃ শর্মিলা সরকারকে তিনি জানিয়েছিলেন। আশা করছেন কেন্দ্রের রেলের দপ্তরে উনি এই প্রশ্নগুলি রাখবেন। মন্ত্রী ছাড়া এদিন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শম্ভুনাথ সরকার, যুগ্ম সম্পাদক দেবাশিস বসু সহ বিশিষ্টজনেরা।

রক্তদান শিবির, চারা গাছ বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়ায় ২০ নম্বর ওয়ার্ডে মাখলা ডাক্তার বিসি রায় মেডিসিন ব্যাংক ও বাঘাযতীন ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার বিকালে হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, রবিবার সারাদিনব্যাপী স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ১৬০ জন রক্তদাতা রক্ত দিলেন এবং এই সঙ্গে চারা গাছ ও বৃক্ষরোপণ করা হয়। সাধারণ মানুষদের চারা গাছ দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সুগত মাজিত পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক, চাঁপদানির বিধায়ক তথা শ্রীরামপুর হুগলি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক সভাপতি অরিন্দম গুঁই, উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ভাইস চেয়ারম্যান গোখন মণ্ডল-সহ অন্যান্যরা। এই রক্তদান শিবিরে ডাক্তারদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অন্ডালের সিদুলি কোলিয়ারী এলাকার রাস্তা যেন মরণফাঁদ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বর্ষা এলেই খনি অঞ্চলের রোগের দেখা দেয় ধস, পাশাপাশি খনি এলাকার রাস্তাঘাট হয়ে ওঠে মরণফাঁদ। এবারের এখনো বর্ষার সেভাবে দেখা মেলেনি তবে মাঝেমধ্যে বৃষ্টিপাতেই খনি অঞ্চলের রাস্তাঘাটের মধ্যে ভেঙে চৌচির। অন্ডালের রশিদুলি কোলিয়ারি এলাকার রাস্তার চিত্র তেমনই কথা বলে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে স্থানীয়দের। পাশাপাশি নিত্যদিন ঘটছে ছোটখাটো দুর্ঘটনা। কখনো রাস্তার জলভর্তি গর্তে পড়ে উল্টে যাচ্ছে টোটো, আবার কখনো বাইক থেকে পড়ে আহত হচ্ছেন বাইক আরোহীরাও। বারবার ইসিএল আধিকারিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে স্থানীয়দের তরফে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা বহুলা পঞ্চায়েতের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য উমেশ যাদব জানান, প্রায় তিনবছর ধরে তাদের এলাকার এই রাস্তাটি দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। প্রায়দিনই এমন ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। যেকোনো সময় দুর্ঘটনার হাতছানি দেয় এই রাস্তা। অথচ এই রাস্তা দিয়ে অনবরত চলে ইসিএলের বালি বোঝাই লরি ও কয়লার পরিবহণের গাড়িও। কিন্তু এই রাস্তা মেরামতের ব্যাপারে উদাসীন ইসিএল কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ। আধিকারিকদের বারবার এই ব্যাপারে জানানো হয়েছে কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। এখন শুধু অপেক্ষা কোনও বড় দুর্ঘটনার। যেকোনো সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আর এর জন্য দায় ইসিএলকেই নিতে হবে বলে স্থানীয়দের দাবি।

হুগলির বিভিন্ন জায়গায় ডেঙ্গির দাপট ভাবাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বর্ষা এলেই ডেঙ্গি আতঙ্কে কাঁপে হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকা। এবারও ডেঙ্গির দাপট শুরু। বলাগড় ব্লকে ময়দানে খোদ হুগলি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। স্পেশাল স্ক্রিনিং বাড়ি বাড়ি গিয়ে জ্বরের খোঁজ নিচ্ছেন তিনি। বলাগড় ব্লকে ৩২ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত বলে খবর। শুধু গুপ্তিপাড়া-১ গ্রামপঞ্চায়েতেই সংখ্যাটা ২৪ জন বলে জানা যাচ্ছে। সারদানগর গ্রামে ২১ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। শনিবার সেই গ্রামে স্পেশ্যাল স্ক্রিনিং ক্যাম্প করা হয়। হুগলি সিএমওএইচ মৃগাঙ্কমৌলি কর, এসিএমওএইচ সৌমেন দত্ত, বলাগড়ের বিএমওএইচ জয়দীপ বড়ুয়া সকলেই ছিলেন সেখানে। ডানকুনি, চাপদানি, রিষড়া, চুঁচুড়া পুর এলাকায় ডেঙ্গির বেশি প্রকোপ। ব্লকের মধ্যে বলাগড়, মগরা ভাবাচ্ছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে। জাঙ্গিপাড়ার পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। মূলত নিকাশি নালা নিয়ে অভিযোগ সিএমওএইচের। মৃগাঙ্কমৌলি কর বলেন, এটা তো ম্যানমেড। মানুষ যত বাড়িতে জল জমিয়ে রাখবেন, মশার বংশ বাড়বে। এলাকায়ও জল জমা মানেই বিপদ বাড়বে। আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনও করি। মানুষ সচেতন হলে আমরা এই বিপদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। জ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার পাশাপাশি রক্ত পরীক্ষা করানোর কথা বলছেন স্বাস্থ্য কর্তারা। হুগলি জেলায় চলতি বছরে ১৯০ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রতিটা ব্লক, মহকুমা হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালে ডেঙ্গি পরীক্ষার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিদিন সেখানে রক্ত পরীক্ষাও করা হচ্ছে।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষ্যে সচেতনতামূলক প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষ্যে সচেতনতামূলক প্রচার করা হল বর্ধমান শহর জুড়ে। এদিন সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া ব্যানার ঝুলিয়ে ট্যাবলোর মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচার চালাল বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। এদিন বিবেকানন্দ কলেজমোড়, নীলপুর বাজার, আলমগঞ্জ, পুলিশ লাইন বাজার, পারবীরহাটা, খোসবাগান, কার্জন গেট এবং স্টেশন চত্বর জুড়ে হেপাটাইটিস রোগের বিপদ ও প্রতিকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। সাধারণ মানুষের হাতে হেপাটাইটিসের প্রকার, কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্বন্ধিত প্যামপ্লেট তুলে দেওয়া হয়।

সোসাইটির সম্পাদক প্রলয় মজুমদার জানিয়েছেন, সারা বিশ্বে প্রতি ৩০ সেকেন্ডে একজন মানুষ হেপাটাইটিসে মারা যান। ভারতবর্ষে মোট ৪০ মিলিয়ন মানুষ হেপাটাইটিস বি রোগে এবং ১২ মিলিয়ন মানুষ হেপাটাইটিস সি রোগে আক্রান্ত। এছাড়াও আছে হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস ই এর সংক্রমণ, তাই এখনই সচেতন না হলে আগামীদিনে মানুষের জন্য ভয়ানক বিপদ অপেক্ষা করে আছে। এছাড়াও এদিন সোসাইটির মিডিয়া অফিসার অঙ্কিতা সামের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২০ জন গরিব দুঃস্থ মানুষের হাতে দুপুরের আহার হিসাবে ভাত, ডাল, আলুভাজা, পোস্ত, ডিমের কারি, চাটনি ও পাঁপড় তুলে দেওয়া হয়।

রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা
হরিনাভি, কলকাতা - ৭০০১৪৮

বিজ্ঞপ্তি

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা শহরী PMAY HFA (U) অধীনে, নির্মিত গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের (২০২০-২১) অর্থবর্ষের সামাজিক নিরীক্ষন প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের এতদ্বারা অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এই প্রক্রিয়ায় যোগদান করে গৃহপ্রকল্পটির সুষ্ঠ, সফলভাবে রূপায়নের সহযোগিতা করার জন্য।

স্বাঃ/- ডঃ পল্লব কুমার দাস
চেয়ারম্যান
রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

প্রতীক স্টিলসকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U27310WB2011PTC167136), রেজিস্টার্ড অফিস জিটি রোড, হনুমান চাড়াই বরাকর, আসানসোল, বর্ধমান-৭১৩৩২৪, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত

............দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, সোমবার ১৫ জুলাই ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "ঝাড়খণ্ড রাজ্যে" স্থানান্তর নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যে কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
জিটি রোড, হনুমান চাড়াই বরাকর, আসানসোল, বর্ধমান-৭১৩৩২৪, পশ্চিমবঙ্গ

আবেদনকারীর পক্ষে
প্রতীক স্টিলসকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
নরেন্দ্র গোপাল সিংঘল
ডিরেক্টর
ডিন : ০২১০৫০২০
তারিখ : ২৯.০৭.২০২৪
স্থান : আসানসোল

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN NO: L67120WB1981PLC033907
রেজি. অফিস : ২৩ এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা : ৭০০০০১
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৩১ ০৪৪৮
ই-মেল আইডি : armchairinvestments@yahoo.in
ওয়েবসাইট : www.armchairinvestments.co.in

নোটিশ

এতদ্বারা ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ২৯ এর তৎসহ পঠিত রেগুলেশন ৪৭ অধীনে বিজ্ঞপ্তি হচ্ছে যে, কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডের একটি সভা সোমবার, ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বেলা ১২.৩০ টায় রেজিস্টার্ড অফিস ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থতল, রুম নং ১৯, কলকাতা : ৭০০০০১ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য নিয়মিত বিষয় সহ ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য।

এই তথ্য পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.armchairinvestments.co.in এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে www.cse-india.com.

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
মঞ্জু দেবী কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(ডিন : ০০৮৯৪০৬১)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭ জুলাই ২০২৪

কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN NO: L65993WB1983PLC035729
রেজি. অফিস : ২৩ এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা : ৭০০০০১
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৩১ ০৪৪৮
ই-মেল আইডি : kineticinvestments@yahoo.in
ওয়েবসাইট : www.kineticinvestments.co.in

নোটিশ

এতদ্বারা ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ২৯ এর তৎসহ পঠিত রেগুলেশন ৪৭ অধীনে বিজ্ঞপ্তি হচ্ছে যে, কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডের একটি সভা সোমবার, ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বেলা ২.৩০ টায় রেজিস্টার্ড অফিস ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থতল, রুম নং ১৯, কলকাতা : ৭০০০০১ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য নিয়মিত বিষয় সহ ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য।

এই তথ্য পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.kineticinvestments.co.in এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে www.cse-india.com.

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
সমীর কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(ডিন : ০০৮৮৭৪৭৩)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭ জুলাই ২০২৪

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ
মেসার্স সুহাশিস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
লিকুইডেটরের ঠিকানা : ১০/ডি/১, হো চি মিন সরণি
১ম তল, কলকাতা - ৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ

মেসার্স সুহাশিস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন) CIN : U67120WB1996PTC112002 এর নিম্নলিখিত সম্পদ এবং বৈশিষ্ট্য লিকুইডেশন এস্টেটের গঠনকারী লিকুইডেটর দ্বারা **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে নীচের সারণীতে উল্লিখিত বিবরণ অনুসারে :

অ্যাসেট বিবরণ	বিক্রয়ের পদ্ধতি	পর্যবেক্ষণের তারিখ	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকা)	ইএমডি পরিমাণ এবং তথ্যাদি জমা দেবার সময়সীমা (টাকা)
অচলতি বিনিয়োগ	স্যাটান্ডালোন ভিত্তিক	১৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখের পূর্বে	২৩ আগস্ট ২০২৪ (সকাল ১০.৩০টা বিকেল ৪.৩০টা পর্যন্ত) প্রতিটির জন্য ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ	১.০০	০.১০ এবং ২১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বা তার আগে
ঋণ এবং অগ্রিম	স্যাটান্ডালোন ভিত্তিক	১৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখের পূর্বে	২৩ আগস্ট ২০২৪ (সকাল ১০.৩০টা বিকেল ৪.৩০টা পর্যন্ত) প্রতিটির জন্য ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ	১.০০	০.১০ এবং ২১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বা তার আগে
আদায়যোগ্য	স্যাটান্ডালোন ভিত্তিক	১৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখের পূর্বে	২৩ আগস্ট ২০২৪ (সকাল ১০.৩০টা বিকেল ৪.৩০টা পর্যন্ত) প্রতিটির জন্য ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ	১.০০	০.১০ এবং ২১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বা তার আগে

১. আগ্রহী আবেদনকারীরা লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড-এ উপলব্ধ অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম বিড ফর্ম, যোগ্যতার মাপকাঠি, দরদাতাদের ঘোষণা ইত্যাদির শর্তাবলী সহ সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি দেখতে পারেন ওয়েবসাইট **https://www.eauctions.co.in** বা ইমেইলের মাধ্যমে **admin@eauctions.co.in**।
২. লিকুইডেটর যে কোন সময়ে ই-নিলামের যে কোন শর্তাবলী গ্রহণ বা বাতিল বা প্রসারিত বা সংশোধন করার অধিকার রাখে। কোনো কারণ ছাড়াই যে কোনো দরপত্র প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার আছে। লিকুইডেটর কোনো কারণ ছাড়াই যে কোনো সময় ই-নিলাম বাতিল করতে পারেন।
৩. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **www.eauctions.co.in** আগ্রহী দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ওয়েবসাইট দেখতে এবং ডাক দাখিল করতে।
৪. ইএমডি শুধুমাত্র ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা প্রদান করতে হবে।

স্বা/-
সৌমিত্র ভোস, লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-002/IP-N00793/2019-2020/12486
admin@eauctions.co.in (প্রক্রিয়াগত এবং নির্দিষ্ট)
সেল নং : ৯৮৩৬৮২৮৮১৫
তারিখ : ২৯.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা

দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.
শ্রীবাস অঙ্গন রোড, পো. নবদ্বীপ, জেলা - নদিয়া,
পিন - ৭৪১৩০২ (পশ্চিমবঙ্গ), ফোন নং - ০৩৪৭২-২৪০৩৪৭
স্থাপিত - ১৯২৯ (রেজি. নং ৪২ তারিখ ২৬.১১.১৯২৯)
আরবিআই লাইসেন্স নং - ইউবিডি. পব ১৪/২০০৯-১০

দখল নোটিশ স্থাবর সম্পত্তির জন্য- পরিশিষ্ট -IV{ রুল ৮(১)}

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **দি নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি. নবদ্বীপ,** নদিয়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর অর্ডার নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ (নিম্নে তারিখ বিস্তারিত উল্লিখিত) ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ (নিম্নে বিস্তারিত বর্ণিত) ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **দি নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি. নবদ্বীপ,** নদিয়া টাকা (নিম্নে বর্ণিত) এবং সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম খ) জামিনদাতা(গণ)এর নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	১) বকেয়া ঋণ (পুঞ্জিভূত সুদ ব্যতীত)টা. ২) দাবি নোটিশের তারিখ (১৩/২ অধীনে) ৩) দখলের তারিখ (১৩/৪ অধীনে)
১	ক) **প্রবীর কুমার বিশ্বাস** পিতা প্রয়াত শান্তিময় বিশ্বাস, খ) ক) **নিতাই গড়াই,** পিতা প্রয়াত নিমাই গড়াই খ) **অশোক চন্দ্র** পিতা গণেশ চন্দ্র	জমি এবং ভবন পরিমাণ ৩ শতক, প্রবীর কুমার বিশ্বাস, পিতা প্রয়াত শান্তিময় বিশ্বাস এর নামে, খতিয়ান নং সিএস ৩৭৩২, আরএস ১১৬৫৩, এলআর ১৩৫৩৫, দাগ (প্লট) নং ১৯৩২/৩৩, আরএস ১৯৮২৩, এলআর ৪৫৯৪, মৌজা - ২০,নবদ্বীপ, দলিল নং ১-১৬৮৯-১৯৯০ সালের, শ্রেণি : বাড়ি।	১) ২২,১৬,৩১৪.০০ টাকা ৩১.১২.২০২২ অনুযায়ী ২) ১৬.০২.২০২৩ ৩) ২৩.০৭.২০২৪
২	ক) **অন্বেষা ভান্ডার,** স্বত্বা : অভিজিৎ চন্দ্র, পিতা অশোক চন্দ্র, **সহ ঋণগ্রহীতা :** অশোক চন্দ্র পিতা গণেশ চন্দ্র খ) ক) **স্বপন সাধুখাঁ,** পিতা কার্তিক চন্দ্র সাধুখাঁ খ) **মানিক চন্দ্র সাধুখাঁ,** পিতা প্রয়াত শিব চন্দ্র সাধুখাঁ।	জমি এবং ভবন পরিমাণ ০৭ শতক, অশোক চন্দ্রর অনুকূলে, খতিয়ান নং ৩১৩০, হাল এলআর ৯০৮, দাগ (প্লট) নং ৪৬৫১, এলআর ৭৮৭২, মৌজা : ২০, নবদ্বীপ, দলিল নং ১-১৩১২-১৯৬৯ সালের।	১) ২,৫০,৯৯১.০০টাকা ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী ২) ২২.০১.২০২৪ ৩) ২৩.০৭.২০২৪
৩	ক) **মেসার্স ললিতা জুয়েলারি,** **স্বত্বা : তাপস মাহাতো,** পিতা বিজয় মাহাতো, **সহ ঋণগ্রহীতা :** বিজয় মাহাতো, পিতা প্রয়াত গিরিন্দ্র মাহাতো, খ) ক) **সত্যজিৎ গুপ্ত** পিতা প্রয়াত অমলেন্দু গুপ্ত খ) **জগদীশ প্রভাকর যাদব,** পিতা প্রভাকর যাদব।	জমি এবং ভবন পরিমাণ ১০.৫০ শতক, বিজয় মাহাতো এর অনুকূলে, খতিয়ান নং আরএস ২৩১, ২২৬, ২২৫, এলআর ৩৫০,৩৬৮/১, ১৪৩, ১৫৭, দাগ (প্লট) নং আরএস এবং এলআর ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, মৌজা : ২৮, ঘরখালি, দলিল নং ১-১৯৪৮-২০১৪ সালের।	১) ৫,১৩,৪৬৯.০০ টাকা ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী ২) ২২.০১.২০২৪ ৩) ২৩.০৭.২০২৪

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.
তারিখ : ২৯.০৭.২০২৪
স্থান : নবদ্বীপ

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র / Bank of Maharashtra
জোনাল অফিস - কলকাতা
৩, এন.এস. রোড, ম্যাক লিওড হাউস ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১
টেলি.: ০৩৩-৪০৩৭-৪৯০৫, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৪৩০২৮৭, ইমেল: dzmkolkata@mahabank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (পরিশিষ্ট - IV-A)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র এর কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জ করা হয়েছে, যার দখল ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা ০৬.০৯.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে নিচের টেবিলে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)এর থেকে। ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদার/গণ এর বিবরণ, বকেয়া পরিমাণ, স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তার উপর জ্ঞাত দায়, দখলের ধরন, সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা নিম্নরূপ দেওয়া হল -

ক্র. নং.	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখা গ) জামিনদারের নাম	বকেয়া পরিমান	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) রিজার্ভ মূল্য গ) বায়না টাকা জমা
১.	ক) **মেসার্স অন্নপূর্ণা গার্মেন্টস** **স্বত্বাধিকারী:** শ্রী জয়ন্তী পানুয়া খ) **শাখা:** মূল শাখা; গড়িয়া (এখন এআরবি এর সঙ্গে) গ) উপলব্ধ নয়	**২১,১২,৪৪৬/- টাকা** (একুশ লক্ষ বারো হাজার চারশো ছেচল্লিশ টাকা মাত্র) তদুপরি ১৩.০৯.২০২৩ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	সংশ্লিষ্ট সকল জমির পরিমাণ ২১৭৮ বর্গফুট সিটিএস/সার্ভে নং এলআর দাগ নং ৮৩৮৮,এলআর খতিয়ান নং ১০৩৯, জেএল নং ৩১, তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন পরিমাণ ১১০৫ বর্গফুট অবস্থিত দাস পাড়া, মৌজা : বারুইপুর, পোঃ : মাদারহাট, থানা : বারুইপুর, পব- ৭৪৩৬১০, স্বত্বাধিকারী জয়ন্তী পানুয়া।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৩৭.৫২ লক্ষ টাকা (ত্রিশ লক্ষ বাহান্ন হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি:** ৩.৭৫ লক্ষ টাকা (তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র)
২.	ক) **শ্রী বিজয় সরকার** পিতা-প্রয়াত কানাই লাল সরকার এবং **শ্রীমতী মৌমি বোস সরকার** স্বামী-বিজয় সরকার খ) **শাখা :** রাজারহাট গ) উপলব্ধ নয়	**৩৭,৯৯,০৫০/- টাকা** (সাঁইত্রিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার পঞ্চাশ টাকা মাত্র) তদুপরি ১৩.০৯.২০২৩ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ১৫ ছটাক ১৪ বর্গফুট এবং তদস্থিত একতলা ভবন পরিমাণ ৭৩৯ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : আবদালপুর, জেএল নং ৫৩ আরএস নং ৩৫, তৌজি নং ১৪৬, পরগনা আনোয়ারপুর, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৩৭/১১৪৮, এলআর খতিয়ান নং ৩৩২৩ এবং ৩৩২৪, হোল্ডিং নং ৮৪/১/২ রাম কৃষ্ণ পল্লি, ওয়ার্ড নং ১১, পোঃ : আবদালপুর, থানা : মধ্যমগ্রাম, পব- ৭০০১৫৫।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ২৩.২০ লক্ষ টাকা (তেইশ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি :** ২.৩২ লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকামাত্র)
৩.	ক) **মেসার্স ছায়া ছবি এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী:** শ্রী শঙ্কর সেবক মারিক খ) **শাখা:** খড়গপুর গ) উপলব্ধ নয়	**৭,৮০,৬৭২/- টাকা** (সাত লক্ষ আশি হাজার ছয়শো বাহাত্তর টাকা মাত্র) তদুপরি ১৫.০৩.২০২৩ (এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০.০৪৮ হেক্টর এবং সিটিএস/সার্ভে নং প্লট নং ৫৩৮, জেএল নং ৩৪২, খতিয়ান নং ৮৪০ এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন পরিমাণ ২৫৯ বর্গফুট (কার্পেট) তিন দোকান, গুদাম একতলায় অবস্থিত জেএল নং ৩৪২ এলআর খতিয়ান নং ৭৫৪/১ প্লট নং ৫৩৮, খেলার বনপাটনা খড়গপুর ,স্থানীয় পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৩০১ অধীন।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৬.৪০ লক্ষ টাকা (ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি:** ০.৬৪ লক্ষ টাকা (চৌষট্টি হাজার টাকা মাত্র)
৪.	ক) **শ্রী দেবদূত ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী দেবলীনা ভট্টাচার্য** খ) **শাখা:** মূল শাখা; বারুইপুর (এখন এআরবি -এর সঙ্গে) গ) উপলব্ধ নয়	**৭২,৯৮,৪২৮/- টাকা** (বাহাত্তর লক্ষ আটানব্বই হাজার চারশো আঠাশ টাকা মাত্র) তদুপরি ১৪.০৩.২০২৩ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ৪-আই,পরিমাণ আনুমানিক ১৩৬০.৫৯ বর্গফুট (বিল্ট আপ), ৫মতল, ব্লক : ০৭, থানা : শ্রীজন ওজোন হাউসিং সোসাইটি এবং কাজের লোকের কোয়ার্টার এবং একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস সহ, জেএল নং ৪৮, পরগনা : মেডোনমোল্লা, হোল্ডিং নং ২০৬০, দক্ষিণ কুমারখালি, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৭, রাজাপুর-সোনারপুর পুরসভা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৯৭.০৪ লক্ষ টাকা (সাতানব্বই লক্ষ চার হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি:** ৯.৭০ লক্ষ টাকা (নয় লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)
৫.	ক) **মেসার্স ঘোষ এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী:** শ্রী শ্রীকান্ত ঘোষ খ) **শাখা :** মূল শাখা ; বারুইপুই (এখন এআরবি -এর সঙ্গে) গ) উপলব্ধ নয়	**১,৯১,৯৪,৫৫৫/- টাকা** (এক কোটি একানব্বই লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) তদুপরি ১০.০৭.২০২৩ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি অবস্থিত গ্রাম : সুভাষগ্রাম রেজিস্ট্রিকৃত জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাব জেলা সোনারপুর, পরিমাণ ১৭৬৬ বর্গফুট এবং সিটিএস/সার্ভে নং ওয়ার্ড নং ১৯, হোল্ডিং নং ৫৬৭। মৌজা : বংশীধরপুর, জেএল নং ৩৪, তৌজি নং ১৮৬, রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা অধীন, এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন এবং নির্মাণ মোট বাণিজ্যিক দোকান/ স্পেস একতলায় এবং বসবাসের ইউনিট দোতলায়, স্বত্বাধিকারী শ্রী শ্রীকান্ত ঘোষ।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৪৮.৬০ লক্ষ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি:** ৪.৮৬ লক্ষ টাকা (চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা মাত্র)
৬.	ক) **মেসার্স হালদার এজেন্সি** **স্বত্বাধিকারী:** শ্রীমতী রুপা হালদার খ) **শাখা:** কৃষ্ণনগর গ) শ্রী অঞ্জন হালদার	**১২,০৭,২৬০/- টাকা** (বারো লক্ষ সাত হাজার দুইশো ষাট টাকা মাত্র) তদুপরি ০৮.০৯.২০২৩ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৪ ছটাক ৪০ বর্গফুট এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ১০৯৫ বর্গফুট (কার্পেট) অর্থাৎ ১৬৬৪ বর্গফুট (বিল্ট আপ) অবস্থিত জেএল নং ৯২, এলআর দাগ নং ৭৭৫৮, খতিয়ান নং ৩৩৬০৬, ওয়ার্ড নং ২৩, হোল্ডিং নং ৯/এ, এল এন হালদার লেন, মালো পাড়া, কৃষ্ণনগর পুরসভা অধীন, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ২৫.৪৬ লক্ষ টাকা (পঁচিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি:** ২.৫৪ লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা মাত্র)
৭.	ক) **মেসার্স লক্ষ্মী ইলেকট্রিক্যালস** **স্বত্বাধিকারী:** শ্রী রাকেশ গুপ্তা খ) **শাখা:** বেহালা গ) উপলব্ধ নয়	**১৪,৩৬,৪৩৭/- টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ ছত্রিশ হাজার চারশো সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র) তদুপরি ১৭.০৫.২০২৩ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	রেজিস্ট্রি বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট পরিমাণ ১৭৫৫ বর্গফুট অবস্থিত প্রযত্নে ওম রাধা নিবাস, একতলা জি-২ বসবাসের ভবন, টি অকশন রোড, সত্যজিৎ নগর, গ্রিন পার্ক, মালগুড়ি, হোটেল ক্লাউড-৯ এর পিছনে, এলআর খতিয়ান নং ২০৮,মৌজা : উয়াজনু, থানা এবং পো : প্রধান নগর, শিলিগুড়ি, জেলা : দার্জিলিং, প.ব., পিন : ৭৩৪০০৩।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৩৯.৬২ লক্ষ টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি:** ৩.৯৬ লক্ষ টাকা (তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র)
৮.	ক) **শ্রী মনোরঞ্জন সিংহ এবং শ্রীমতী ঝর্ণা সিংহ** খ) **শাখা:** আরবি এভিনিউ গ) উপলব্ধ নয়	**৭,৮১,২২৬/- টাকা** (সাত লক্ষ একাশি হাজার দুইশো ছাব্বিশ টাকা মাত্র) তদুপরি ১০.১০.২০২৩ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, ২য়তল, দক্ষিণ মুখী, পরিমাণ আনুমানিক ৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া স্বত্বাধিকারী শ্রী মনোরঞ্জন সিংহ এবং শ্রীমতি ঝর্ণা সিংহ, অবস্থিত কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, প্রেমিসেস নং ৩০, উস্তাদ আমীর খান সরণি, মৌজা : সায়েদপুর, জেএল নং ১২, আরএস খতিয়ান নং ২৮, তৌজি নং ৮, আরএস খতিয়ান নং ১৪৯/২, দাগ নং ৫০৪, এডিএসআরও -বেহালা, থানা : হরিদেবপুর, ওয়ার্ড নং ১২২, কলকাতা : ৭০০০৮২।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ১৯.৩০ লক্ষ টাকা (উনিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি:** ১.৯৩ লক্ষ টাকা (এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র)
৯.	ক) **শ্রী মুকুন্দ কওরী এবং শ্রীমতী কনিকা কওরী** খ) **শাখা:** দোস্তিপুর গ) উপলব্ধ নয়	**১৪,২৩,৯৭২/- টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ তেইশ হাজার নয়শো বাহাত্তর টাকা মাত্র) তদুপরি ৩১.০৭.২০২৩ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৬.০০ শতক বাস্তু জমি (২৬১৪ বর্গফুট কমবেশি), স্বত্বাধিকারী শ্রী মুকুন্দ কৌরী, অবস্থিত গ্রাম : গোড়িয়া, পোঃ : ভাদুরা, মৌজা : গোড়িয়া রঘুনাথপুর, রেজিস্ট্রেশন জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাব জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সিটিএস/ সার্ভে নং জেএল ১৩ তৌজি নং ৩৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭৪০, আরএস খতিয়ান নং ৯৮ এবং ১৬৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৭০ এবং ১০৮৪, এলআর খতিয়ান নং ২১৩৫, ভাদুরা হরিদাস গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : রামনগর, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫০৪।	ক) **গঠনমূলক** খ) **সংরক্ষিত মূল্য:** ৭.৬৭ লক্ষ টাকা (সাত লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি :** ০.৭৬ লক্ষ টাকা (ছিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র)
১০.	ক) **শ্রী প্রিয়ঙ্কর ঘোষ এবং শ্রী নিত্য গোপাল ঘোষ** খ) **শাখা:** কৃষ্ণনগর গ) উপলব্ধ নয়	**১৬,১০,৩২২/- টাকা** (ষোল লক্ষ দশ হাজার তিনশো বাইশ টাকা মাত্র) তদুপরি ০৭.০৯.২০২৩ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির স্বত্বাধিকারী শ্রী প্রিয়ঙ্কর ঘোষ, পরিমাণ আনুমানিক ৩০৪৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : মাহাতপুর, জেএল নং ১০০ আরএস এবং জেএল দাগ নং ১৪৬৬৮ এবং ১৯৮৭৪, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৪৬৬২ এবং ১৪৩৭, ব্লক নং এ,বি,সি এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৭৫০ বর্গফুট (বিল্ট আপ) মোট সমুদয় ফিক্সচার সংযুক্ত মাহাতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : চোপরা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১৬৪, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) **খোলা জমি** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ১৩.১২ লক্ষ টাকা (তেরো লক্ষ বারো হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি:** ১.৩১ লক্ষ টাকা (এক লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)
১১.	ক) **শ্রী ঋষভ দেব ভার্মা এবং প্রমীলা দেবী ভার্মা** খ) **শাখা:** মূল শাখা; আসানসোল (এখন এআরবি -এর সাথে) গ) উপলব্ধ নয়	**২৮,৫৪,১৯২/- টাকা** (আঠাশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশো বিরানব্বই টাকা মাত্র) তদুপরি ১১.০৫.২০২২ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ৬, পরিমাণ আনুমানিক ১২৫২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ), ২য়তলে, এবং চারচাকা পার্কিং এরিয়া "এম এফ প্লাজা" নির্মিত মৌজা : আসানসোল, জেএল নং ৩৫, আরএস খ তিয়ান নং ২৩১৯, এস পি মুখার্জি রোড, মুর্গাসোল গুরদ্বারার নিকট, ওয়ার্ড নং ১৯ (পুরানো) ৪১৯ (নতুন), আসানসোল পুরসভা অধীন, থানা : আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩০৩।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ২৮.৩০ লক্ষ টাকা (আঠাশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি:** ২.৮৩ লক্ষ (দুই লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা মাত্র)
১২.	ক) **মেসার্স সিলভার নেস্ট** **স্বত্বাধিকারী:** শ্রী দীনেশ পাত্র খ) **শাখা:** দোস্তিপুর গ) শ্রী দীনেশ পাত্র এবং শ্রীমতী অনন্যা পাত্র	**১৪,৫৫,৮৭২/- টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার আটশো বাহাত্তর টাকা মাত্র) তদুপরি ১৫.১০.২০২২ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তিনতলা বসবাসের ভবন। সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : বেলসিংহ, জেএল নং ২৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৬৪,আরএস খতিয়ান নং ১২২, এলআর খতিয়ান নং ১৭৩৩, বেলসিংহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ফলতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫০৪।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৪.৫৭ লক্ষ টাকা (চার লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি :** ০.৪৫ হাজার টাকা (পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)
১৩.	ক) **শ্রী সুব্রত দাস এবং শ্রীমতী দিপালী দাস** খ) **শাখা:** দোস্তিপুর গ) উপলব্ধ নয়	**১৬৬৭৩২৫/- টাকা** (ষোল লক্ষ সাতষট্টি হাজার তিনশো পঁচিশ টাকা মাত্র) তদুপরি ২৮.১২.২০২২ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন, অবস্থিত গ্রাম : স্বরূপনগর, পোঃ : অক্ষয়নগর, মৌজা : অক্ষয়নগর, জেএল নং ৩৮, তৌজি নং ২৮২৩, আরএস দাগ নং ২৮৫৬, এলআর দাগ নং ৩৩৭৮, আরএস খতিয়ান নং ৩৩, এলআর খতিয়ান নং ৭৮৬৮, স্বামী বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৪৭।	ক) **খোলা প্লট** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৯.৬০ লক্ষ টাকা (নয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি :** ০.৯৬ লক্ষ টাকা (ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র)
১৪.	ক) **শ্রী সুধীর শ' এবং শ্রীমতী ববি শ'** খ) **শাখা:** হাওড়া গ) উপলব্ধ নয়	**২৬,৬৯,২৭১.৭৫/- টাকা** (ছাব্বিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার দুইশো একাত্তর টাকা পঁচাত্তর পয়সা মাত্র) তদুপরি ১৮.০৫.২০২৩ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	ফ্ল্যাট নং ৩০১, চতুর্থতলে, দক্ষিণ দিকে, ১৫৯ , নেতাজি সুভাষ রোড, হালদারপাড়া, পো : শিবপুর, থানা : ব্যাঁটরা, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭০০১০২।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৩৫.২০ লক্ষ টাকা (পয়ত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি:** ৩.৫২ লক্ষ টাকা (তিন লক্ষ বাহান্ন হাজার টাকা মাত্র)
১৫.	ক) **শ্রী ভিকি সিং আহুজা এবং নভপ্রীত কৌর আহুজা** খ) **শাখা:** মূল শাখা; আসানসোল (এখন এআরবি -এর সঙ্গে) গ) উপলব্ধ নয়	**২০,৭০,৬৮১/- টাকা** (কুড়ি লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শো একাশি টাকা মাত্র) তদুপরি ০৯.১২.২০২২ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১, পরিমাণ আনুমানিক ১০১৩ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ) , ২য়তল, এবং দুটি চার চাকা পার্কিং স্পেস, একটি ঢাকা পার্কিং এরিয়া পরিমাণ ১২০ বর্গফুট বেসমেন্ট তলে, ভবন "চৈতন্য নিবাস", অবস্থিত মৌজা : আসানসোল, জেএল নং ৩৫, আরএস প্লট নং ৫০৩৯ এবং এলওপি নং ২০৪, পুরানো ওয়ার্ড নং ১৮ এবং নতুন ওয়ার্ড নং ৮৬, আসানসোল পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৮ এবং নতুন ওয়ার্ড নং ৮৬, আসানসোল পুরসভা নং ১ মহীশিলা কলোনি, মিলন সমিতি ক্লাব এর নিকট, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩০১।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ২৮.৭১ লক্ষ টাকা (আঠাশ লক্ষ একাত্তর হাজার মাত্র) গ) **ইএমডি:** ২.৮৭ লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ সাতাশি হাজার টাকা মাত্র)
১৬.	ক) **মেসার্স ছায়া ব্রিকস** **স্বত্বাধিকারী:** শ্রী লক্ষ্মী কান্ত ঘোষ খ) **শাখা:** খড়গপুর গ) শ্রী অশোক ঘোষ	**১৫,৫১,৮৯২/- টাকা** (পনের লক্ষ একান্ন হাজার আটশো বিরানব্বই টাকা মাত্র) তদুপরি ১০.০৭.২০২৩ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী অশোক ঘোষ, অবস্থিত গ্রাম : আজবপুর, রেজিস্ট্রেশন জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, সাব জেলা : খড়গপুর, পরিমাণ ৯২৬ বর্গফুট এবং সিটিএস/সার্ভে নং ১২৮, জেএল নং ১১০, আরএস খতিয়ান নং ৭৮, এলআর খতিয়ান নং ৭, সাব রেজিস্ট্রার মেদিনীপুর অধিক্ষেত্র অধীন।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ২৮.৩৪ লক্ষ টাকা (আঠাশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি:** ২.৮৩ লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা মাত্র)
১৭.	ক) **মেসার্স দেব এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী:** শ্রী সুনীল ব্যানার্জি খ) **শাখা:** বেহালা গ) উপলব্ধ নয়	**৭,৪৬,৮৭৩/- টাকা** (সাত লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার আটশো তিয়াত্তর টাকা মাত্র) তদুপরি ১৯.০৬.২০২৩ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	ফ্ল্যাট ২সি, পরিমাণ আনুমানিক ৭০০ বর্গফুট ৩য়তল, (উত্তর-পশ্চিম দিকে) দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৫৩, লদীনারায়ণ মোতিলাল রোড, মৌজা : রাম নারায়ণ তালুক, দাগ নং ৩১৭, খতিয়ান নং ২০৪, আরএস নং ৭৭/১/২, তৌজি নং ১৫২৫ , জেএল নং ৪, ওয়ার্ড নং ১২৮, পোঃ: সরসুনা, থানা : পর্ণশ্রী, ২৪ পরগনা,কলকাতা : ৭০০০৬১।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ১৬.৭০ লক্ষ টাকা (ষোল লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি:** ১৬.৭০ লক্ষ টাকা (ষোল লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)
১৮.	ক) **শ্রী শুভঙ্কর ভুঁইয়া** খ) **শাখা:** মূল শাখা; খড়গপুর (এখন এআরবি -এর সঙ্গে) গ) শ্রী শঙ্কর প্রসাদ ভুঁইয়া	**২৮,২১,৪৭৪.১৩/- টাকা** (আঠাশ লক্ষ একুশ হাজার চারশো চুয়াত্তর টাকা তের পয়সা মাত্র) তদুপরি ০২.০৬.২০২৩ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং বন্ধকদত্ত স্বত্বাধিকারীর নাম শুভঙ্কর ভুইঞা, গ্রাম জাঙ্গিচক, পোঃ : লদীচক, থানা : খড়গপুর লোকাল, পশ্চিম মেদিনীপুর : ৭২১৩০১।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ১৪.৩০ লক্ষ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি:** ১.৪৩ লক্ষ টাকা (এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)
১৯.	ক) **মেসার্স শ্রী নারায়ণ টেক্সটাইল** **স্বত্বাধিকারী:** শ্রী অরূপানন্দ চ্যাটার্জি খ) **শাখা:** মূল শাখা; এন.এস. রোড (এখন এআরবি -এর সঙ্গে) গ) উপলব্ধ নয়	**১,০৯,৭০,৫২৭/- টাকা** (এক কোটি নয় লক্ষ সত্তর হাজার এবং পাঁচশো সাতাশ টাকা মাত্র) তদুপরি ১৩.১২.২০২২ (ডিমান্ড নোটিশের তারিখ) থেকে কার্যকর অপ্রয়োগিত সুদ @ প্রযোজ্য হারে, পুনরুদ্ধার যদি থাকে তা বাদ দিয়ে।	বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক জমি পরিমাণ ১১ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : বিগহাটি, জেএল নং ১৪, এলআর দাগ নং ৯৩৭, খতিয়ান নং ৭৪৮৪ এবং ৭৪৮৫, বিগহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) **গঠনমূলক** খ) **রিজার্ভ মূল্য:** ৬৩.৯৪ লক্ষ টাকা (তেষট্টি লক্ষ চুরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) গ) **ইএমডি:** ৬.৩৯ লক্ষ টাকা (ছয় লক্ষ উনচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে এবং ই-বিক্রয় পোর্টালে (https://ebkray.in/eauction-psb) প্রদত্ত https://bankofmaharashtra.in/asset-for-sales-search লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ : ২৬.০৭.২০২৪, **স্থান:** কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র

অবৈধ বালি তোলার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত রেল ব্রিজ

ব্রিজ পরিদর্শনের পর ক্ষোভ উগড়ে দিলেন অগ্নিমিত্রা পল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: দামোদরের ওপর রেলব্রিজের পিলার ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে অবৈধ বালি তোলার জন্য। রেলমন্ত্রীকে বলে সেই পিলারের সংস্কার কাজ করাচ্ছেন বলে দাবি করেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। সেই কাজ সরেজমিনে দেখতে এসে দেখলেন বালি পাচারের নমুনা। বর্ষাকালে বালি তোলা নিষিদ্ধ। তাও কিভাবে তোলা হচ্ছে বালি, প্রশ্ন তুললেন বিজেপি বিধায়ক। বিপজ্জনক হয়ে রয়েছে ব্রিজের পিলারগুলি। মাসকয়েক আগে রেলের কাছে এই পিলার সংস্কারের দাবি জানিয়েছিলেন তিনি। সেই কাজ কতদূর এগোল তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে রবিবার দামোদর ঘাটে পৌঁছন বিধায়ক। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত লোকজন বালি তুলে নেওয়ার কারণে পিলারগুলি বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে

যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। এরপরই তাঁর নজর গিয়ে পড়ে দামোদরের অপর পাড়ে বাঁকুড়ার ঘাটে। সেখানে সারিবদ্ধ হয়ে ট্রাকে তখনও বালি তোলা হচ্ছে। বালি তোলার কাজে নামানো হয়েছে জেসিবি মেশিনও। আবার দামোদরের ওপারে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত এলাকায় তোলা হচ্ছে বালি। যা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। তৃণমূলকে চোর আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, নদী তার গতিপথ হারাচ্ছে। এলাকাজুড়ে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে নদী তার অস্তিত্ব হারাবে। রাতের অন্ধকারে বালি পাচার হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগও করেন। অগ্নিমিত্রার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল রাজ্য কমিটির সদস্য অশোক রুদ্র জানান, অবৈধ বালি বন্ধ নিয়ে লড়াই আমরাই প্রথম করেছি। ওনার কিছু জানা থাকলে প্রশাসনকে বলুন। লোকসভা ভোটে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির ভরাডুবির পর কোনও ইস্যু খুঁজে পাচ্ছেন না তারা বলে জানান তিনি।

রবিবাসরীয় সকালে ঝাড়গ্রাম শহরে হাজির রামলাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: এতদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো জঙ্গলমহলের পরিচিত দাঁতাল রামলাল এবার শহরে ঢুকে পড়ল। রবিবার ভোরের আলো ফুটতেই খাবারের সন্ধানে ঢুঁ মারতে শুরু করল ঝাড়গ্রাম শহরের বাজারগুলিতে। এলাকায় খাবারের সন্ধান ঢুকে পড়ে রামলাল। রামলালের শহরে ঢুকে পড়ার খবর চাউর হতেই দাঁতালটিকে দেখতে রাস্তার দু'পাশে মানুষের ভিড় জমে যায়। সকাল ৬ টা থেকে ৮ টা পর্যন্ত টানা দু'ঘণ্টা শহরের অলিগলিতে ঘুরপাক খায় রামলাল। পড়ে বনদপ্তরের প্রচেষ্টায় রামলালকে শহরের বাইরে বের করে জঙ্গলে পাঠানো হয়। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে শহর লাগোয়া শ্রীরামপুরের দিক থেকে পুরসভার ১৬ নাম্বার ওয়ার্ডের বেনাগেড়িয়া হয়ে শহরে ঢুকে ফনিরমোড় থেকে টেলিকম এক্সচেঞ্জ অফিসের রাস্তা ধরে মডেল স্কুলের সামনে পৌঁছয়। এরপর কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ড হয়ে

ঢুকে পড়ে সেরিকালচারের অফিস চত্বরে। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর কাঁটাবাড়ি এলাকায় হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরপাক খায়। কলাবনির জঙ্গলে প্রবেশ করে। শহরে হাতি ঢুকেছে জানার পর হাতি তাড়ানোর ঐরাবত গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বনদপ্তরের কর্মীরা। আসেন ডিএফও উমর ইমাম। ডিএফও বলেন, শহরে একটি হাতি ঢুকে পড়েছিল। তাকে সুরক্ষিতভাবে শহরের বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে। হাতিটি শহরের মধ্যে তেমন কোনও ক্ষয়ক্ষতি করেনি। আমি সাধারণ মানুষজনের কাছে অনুরোধ করব হাতিটি শান্ত মেজাজে রয়েছে তাকে বিরক্ত করবেন না। ঝাড়গ্রাম শহর এমন একটি জায়গায় রয়েছে যেখানে মাঝেমধ্যে হাতি চলে আসে। আমাদের বনদপ্তরের কর্মীরা রয়েছে চিন্তার কোনও কারণ নেই। সাধারণ মানুষজনকে আমি এটাই বলব হাতির কাছে যাবেন না এবং হাতিকে উত্যক্ত করবেন না।

খানাকুল জুড়ে অরক্ষিত বাঁশের সাঁকোর বদলে পাকার সেতু করার উদ্যোগ বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হুগলি জেলার মধ্যে প্রত্যন্ত একটি বিধানসভা এলাকা হল খানাকুল বিধানসভা। প্রতি বছরই খানাকুল এক ও দুই নম্বর ব্লক নিয়ে গঠিত এই বিধানসভা বন্যার জলে প্লাবিত হয়। দামোদর, মুন্ডেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বর নদী ছাড়াও বহু সেচ খাল দেখা যায় এই খানাকুলে। নদী ও খালের উপর অসংখ্য অরক্ষিত বাঁশের সাঁকো তৈরি হয় যাতায়াতের জন্য। এই বিপদজনক বাঁশের সাঁকো পাড় হতে গিয়ে বহু মানুষ মারা গেছে।এই জন্য খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলি বাঁশের সাঁকোগুলিকে পাকার করার উদ্যোগ নেয়। সেই মতো বেশ কয়েকটি এলাকায় কাজ শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই জগৎপুর অঞ্চলে বাঁশের সাঁকোর বদলে পাকার সেতু তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি মাড়োখানা অঞ্চলের চাঁদকুন্ডু গ্রামের বাঁশের সাঁকোর বদলে পাকার সেতু তৈরির কাজ চলছে। প্রসঙ্গত, বিগত দুই বছরে মধ্যে এই বাঁশের সাঁকো থেকে পড়ে মারা যান দুই ব্যক্তি। পাশাপাশি বহু ইঞ্জিন ভ্যান থেকে শুরু করে ছোট চারচাকা, পথ চলতি মানুষ,

ছাগল ও গরু পড়ে দুর্ঘটনার শিকার হয় এবং বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাই খানাকুলের মানুষ ক্ষোভের সঙ্গে দাবি তুলছেন, বিপদজনক বাঁশের সাঁকোগুলিকে কাঠের রেলিং দেওয়া সেতু অথবা পাকার করা হোক। অকালে প্রাণ চলে যাওয়া থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচানো হোক। বিশেষ কয়েকটি জায়গায় রেলিং দেওয়ায় স্থায়ী সেতু হলে বহু মানুষের জীবন বেঁচে যাবে। কিন্তু স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে প্রশাসনের উচ্চ স্তরের আধিকারিকরা উদাসীন বলে অভিযোগ। পুরশুড়ার দিগরুই ঘাটের পর সারা খানাকুল জুড়ে বিস্তৃত এই নদীর উপর আর কোনো স্থায়ী সেতু হয়নি। এলাকার মানুষের বহুদিনের দাবি ছিল একটি স্থায়ী সেতু। তবে খানাকুলের এই সমস্যা খুবই প্রাচীন। কারণ নদীনালা দিয়ে ঘেরা খানাকুলের ভৌগোলিক পরিবেশ এই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তবে প্রশাসন চেষ্টা করলে হয়তো অনেকটা সমাধান করা যেত। কিন্তু তা হয়নি। তাই বহু মানুষ বাঁশের সাঁকো থেকে নদীতে পড়ে গিয়ে মারা যাচ্ছে। এই জন্য খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলি বাঁশের সাঁকোর পরিবর্তে পাকার সেতু তৈরি করার কাজ চলছে। এই খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ জানান, কথা নয় কাজে প্রমাণিত, খানাকুল বিধানসভার বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলোতে চলছে বাঁশের সেতুর বদলে কংক্রিটের সেতু বানানোর কাজ। আমরা কথা দিয়েছি খানাকুল জুড়ে সমস্ত কাঠের ও বাঁশের সেতু কংক্রিটের তৈরি করব। কিন্তু বাজেট অনেক। তাই একসঙ্গে সব বানানো যাবে না। ফিফটি ফিনান্স কমিশনের টাকায় বানানো হচ্ছে। সবমিলিয়ে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতের কাজে খুশি খানাকুলের মানুষ।

সর্বজনীন দুর্গামন্দির পাঠশালাপাড়া কড়িধ্যা ট্রাস্টের পুজোর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে কড়িধ্যা-বড়বাগান ছোট রাস্তার ধারে জঙ্গল সাফাই অভিযান করা হল।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিন্দমোটর: হিন্দমোটর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল এইচএম এডুকেশন সেন্টারের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ভদ্রেশ্বর সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর মহম্মদ সালাউদ্দিন খান। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ এবং সিইও ডক্টর প্রফেসর শুভ্র শেখর সরকার, মহেশ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর সুশান্ত শেখর মণ্ডল, ডক্টর সম্রাট ব্যানার্জি। এছাড়াও বিদ্যালয়ের ম্যানেজার ও রেক্টর সুদীপ্তা বোস, প্রধানা শিক্ষিকা সোনিতা রায়, শিক্ষা অধিকর্তা নিতু চট্টোপাধ্যায়, সহ প্রধান শিক্ষিকা মনীষা সিং, এবং কার্যনির্বাহী সচিব

কল্পনা ডিক্রুজ। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বাগদেবীর আরাধনার মধ্য দিয়ে। এরপর বোর্ডের পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও জয়েন্ট ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। বিদ্যালয়ের কৃতিত্বের পরিচয় পেয়ে অতিথিরাও ছাত্র ছাত্রীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এক্ষেত্রে অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের অবদানের কথা তুলে ধরেন। এদিনের বিশেষত্ব ছিল শিশুদের গ্র্যাজুয়েশন দিবস।

অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে রেশন কার্ডের ভুল সংশোধন বারাসাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বাংলাই দেশকে বারবার পথ দেখিয়েছে। রেশন ব্যবস্থাতেও সেই নিদর্শন মিলেছে। দেশের মধ্যে এ-রাজ্যেই প্রথম অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে রেশন কার্ডের ভুল সংশোধন, ঠিকানা পরিবর্তন-সহ একাধিক পরিষেবা বা সেলফ সার্ভিস চালু করেছে খাদ্য দপ্তর। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন কাজে বারবার দপ্তরে দপ্তরে ঘোরাঘুরি ও হয়রানি কমাতে এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। তা কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল সাড়া মিলেছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এই পরিষেবা চালু হওয়ার পর এ-পর্যন্ত ২২ লক্ষ গ্রাহকের ফলে উপকৃত হয়েছেন বলে খাদ্যমন্ত্রী রথীন জানিয়েছিলেন। এবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডেও তার সফল প্রয়োগ দেখা গেল। রবিবার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহার উদ্যোগে রীতিমতো ক্যাম্প করে ওয়ার্ডবাসীকে এই পরিষেবা দেওয়া হয়। এদিন ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৪৯৭ জন উপভোক্তা এই পরিষেবায় উপকৃত হন। পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের উদ্যোগে খাদ্য দপ্তরের চেষ্টায় এই অনলাইন পরিষেবা চালু হয়েছে। সেই সঙ্গে ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের সহযোগিতায় ওয়ার্ডের মানুষকে এই উন্নত পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। ডাঃ সাহা আরও বলেন, এই ১৩ নম্বর ওয়ার্ডটি দীর্ঘদিন বামেদের দখলে ছিল। বিগত পুর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে এসেছে। বামেদের দখলে থাকায় তেমন

উন্নয়ন হয়নি। ওয়ার্ডের বেশিরভাগ মানুষই টেকনোলজিতে পারদর্শী নন। তাই রেশন কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্ডের সব ধরনের ভুল সংশোধন করতে ওয়ার্ড থেকেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় একটি স্কুল ঘরে দুটি আস্থায়ী কম্পিউটার বসিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা দিচ্ছি। যাতে আরও বেশি বেশি করে মানুষ রেশনের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পরিষেবা পেতে পারে। এদিন লম্বা লাইন দিয়ে উপোভক্তারা তাদের রেশন কার্ডের একাধিক ভুল সংশধন করেন এবং চিকিৎসক কাউন্সিলরকে এমন উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। ডাঃ সুমিত কুমার সাহা দাবি করেন এমন উদ্যোগ এই উত্তর ২৪ পরগানা জেলায় প্রথম।

এলাকা দখল করেছে শুঁয়োপোকা, প্রতিবাদে নবদ্বীপে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: এলাকা দখল করেছে শুঁয়োপোকায়। শুঁয়োপোকার উপদ্রবে বাড়িতে থাকা দায় হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের। প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে শুঁয়োপোকার উপদ্রবে নাজেহাল স্থানীয় বাসিন্দাদের জনজীবন। মূলত পাট চাষ করার ফলে পাটের পাতা থেকেই এই শুঁয়োপোকা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে ছেয়ে গিয়েছে। তোমার ঘর থেকে শুরু করে রান্নাঘর এমনকী ভাতের হাঁড়িতে ও শুঁয়োপোকা কিলবিল করছে। বারংবার চাষিদের বলা সত্ত্বেও পাট গাছে কীটনাশক দিচ্ছে না। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে নবদ্বীপ থানার চরমনগর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় বাসিন্দারা। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সহ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধি। চাষিদের সঙ্গে বসে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস পেলে অবরোধ তুলে নেয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাতে ঘুমানো যাচ্ছে না, রান্নাঘর থেকে শুরু করে শোবার ঘর এমনকী শিশুদের খাবারেও পর্যন্ত শুয়োপোকা। আর তারই প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ। আগামী দু'দিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান না হলে

আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান স্বপন দেবনাথ বলেন, আমরা পাট চাষিদের সঙ্গে বৈঠক করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানাব। যাতে কৃষ্ণ শন্দে আপাতত এই শুঁয়োপোকা বিনাশ করা যায়। এলাকার অবস্থা খুব খারাপ প্রত্যেকটি বাড়িতে শুঁয়োপোকা ছেয়ে গেছে। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে আমরা চাইছি এর দ্রুত নিষ্পত্তি হোক।

প্রবাদ প্রতিম সংগীত শিল্পী সুরকার সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে রাজ্যব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষ্যে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বীরভূম জেলা কমিটির আহ্বানে রবিবার সন্ধ্যায় সিউড়ি এবিটিএ হলে বীরভূম জেলার সলিল অনুরাগী সমস্ত শিল্পী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে নিয়ে গঠিত হল সলিল চৌধুরী জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটি।

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হল বালুরঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর শেষকৃত্য রবিবার সম্পন্ন হয়েছে বালুরঘাটে। শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য রবিবার সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে তাঁর বাসভবন এবং জেলা পার্টি অফিসে জড়ো হন অসংখ্য মানুষ। রবিবার ভোরে কলকাতা থেকে সড়কপথে বালুরঘাটে এসে পৌঁছয় বিশ্বনাথের দেহ। এর পরে আরএসপি'র জেলা কার্যালয়ের সামনে সকাল ৮ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত শায়িত রাখা হয় তাঁর নিথর দেহ। পরবর্তীতে আরএসপি দলের তরফে একটি মৌন মিছিল বের করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন আরএসপি দলের তরফে মনোজ ভট্টাচার্য, তপন হোর, সুচেতা বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। মৌন মিছিলটি খিদিরপুর মহাশ্মশানে গিয়ে শেষ হয় এবং সেখানেই হয় শেষকৃত্য। প্রয়াত বামপন্থী নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দলের রাজ্য সম্পাদক তপন হোর বলেন, 'মানুষ তখনই জননেতা হয়ে ওঠেন, যখন তিনি সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণ যোগ্য হয়ে ওঠেন। বিশ্বনাথ চৌধুরী সেই ধরেন মানুষ ছিলেন।' কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনোজ ভট্টাচার্য স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'বিশ্বনাথ চৌধুরীর মৃত্যুতে পার্টির যে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে, সেই শূন্য স্থান পূরণে নবীনদর এগিয়ে আসতে হবে।'

চোলাইয়ের ভাটিতে আবগারি এবং পুলিশের যৌথ হানায় গ্রেপ্তার ৫

উদ্ধার বিপুল পরিমাণ চোলাই ও তৈরির সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: চোলাইয়ের ভাটিতে আবগারি এবং পুলিশের যৌথ হানায় গ্রেপ্তার পাঁচ, উদ্ধার বিপুল পরিমাণ চোলাই। বেশ কিছুদিন ধরে পুলিশের চোখ এড়িয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা চালিয়ে যাচ্ছিলেন চোলাইয়ের ব্যবসা। খবর পেয়ে অশোকনগরে একাধিক চোলাইয়ের ঠেকে যৌথ অভিযান পুলিশ এবং আবগারি দপ্তরের। উদ্ধার চোলাই তৈরির দেড় থেকে দু'হাজার লিটার তরল সামগ্রী। ভেঙে দেওয়া হয় একাধিক চোলাইয়ের ঠেক। গ্রেপ্তার করা হয় চোলাই কারবারের সঙ্গে যুক্ত তিন মহিলা সহ মোট পাঁচজনকে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অশোকনগর থানার পুলিশের বিশেষ বাহিনী এবং আবগারি দপ্তরের আধিকারিক এবং কর্মীদের উপস্থিতিতে অশোকনগর থানার শ্রীকৃষ্ণপুর পঞ্চায়েতের কানাপুকুর এবং চটকাতলা এলাকায় একাধিক চোলাইয়ের ঠেকে অভিযান চালায় পুলিশ। মোট আটটি বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে দেড় থেকে দু'হাজার লিটার তরল সামগ্রী। পাশাপাশি উদ্ধার হয় ২২ লিটার চোলাই মদ। এছাড়াও চোলাই তৈরির বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই ঘটনায় চোলাই কারবারের সঙ্গে যুক্ত তিন মহিলা সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ভেঙে দেওয়া হয় চোলাইয়ের একাধিক ঠেক। পুলিশের এই অভিযানে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

ছোট বৈনান গ্রামে নতুন পোস্ট অফিসের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার ছোট বৈনান গ্রামে নতুন পোস্ট অফিসের শুভ উদ্বোধন হল। দেশের স্বাধীনতার আগে থেকে রয়েছে এই পোস্ট অফিস। যুব গোষ্ঠীর উদ্যোগে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয় করে নতুন পোস্ট অফিস তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোনো রকম সরকারি অনুদান ছাড়া গ্রামের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করেছেন দল-মত নির্বিশেষে গ্রামের মানুষরাই। পূর্ব বর্ধমান জেলার ছোট বৈনান গ্রামে ঠিক এমনই রীতি চালু রয়েছে সেই ১৯৮৫ সাল থেকে। দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক হিসেবে ছোট বৈনান উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন দেবনাথ নন্দী। ছোট বৈনান গ্রামের ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস সরকারের পক্ষ থেকে কোনও অনুদান পায় না। সাংসদ বিধায়কদের কাছে গিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। তারা জানিয়েছিলেন, ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস হওয়ার কারণে সরকারের পক্ষ থেকে অনুদান পাওয়া সম্ভব নয়। তাই যুব গোষ্ঠীর উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে তৈরি করা হয় এই নতুন পোস্ট অফিস। শনিবার পর্যন্ত চারলক্ষ ষাট হাজার টাকা বিভিন্ন জনের থেকে অনুদান হিসেবে গ্রহণ করেছে যুব গোষ্ঠী। প্রায় ৮০০-র বেশি মানুষ সহায়তা করেছেন। এ কথা জানিয়েছেন যুবগোষ্ঠীর অন্যতম কর্মকর্তা দেবনাথ নন্দী।

যুব গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ছোট বৈনান উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য ১৮ লক্ষ টাকা কালচারাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে তুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই কথা অনেক দিন আগেকার। পোস্ট অফিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমানের ডাকঘরের আধিকারিক লদন চন্দ্র খান, রায়না ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি গায়ত্রী কুন্ডু, পাঁইটা এক গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রামচন্দ্র পাল সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

হোটেলের বাথরুম থেকে মহিলা ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, পুলিশের জালে আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: হোটেলের বাথরুমের ভেতর থেকে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো নদিয়ার হরিণঘাটায়। নদিয়ার হরিণঘাটা পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের লাউপালা রোডে অবস্থিত লালকুঠি হোটেলের ঘটনা। জানা যায়, ৩০ বছর বয়সি জ্যোতিকা চক্রবর্তী নামে এক মহিলা ওই হোটেলে ছিলেন, যদিও তার সঙ্গে ছিলেন সঞ্জীব সুর ওরফে লাল্টু নামে এক যুবক। সূত্রের খবর, রবিবার ভোরে পুলিশ খবর পায় হোটেলের বাথরুমের মধ্যে ওই মহিলা ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে, সেখানেই চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা যায়, সঞ্জীব সুর নামে ওই যুবক পেশায় মোটরসাইকেল গ্যারেজে কাজ করতেন। ইতিমধ্যে পুলিশ তদন্তে নেমে সঞ্জীব সুর নামে ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে। তবে এই রহস্য ঘটনার পেছনে নিছক আত্মহত্যা নাকি খুন, এই নিয়েও দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নদিয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে। যদিও মৃতার পরিবারের দাবি, তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে। তবে গোটা ঘটনার তদন্তে মোহনপুর ফাঁড়ির পুলিশ।

বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: দিনে দিনে বাড়ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। আপনার প্রধান ও একমাত্র কারণ হিসাবে বিশেষজ্ঞরা দেখছেন পৃথিবীতে কমছে গাছপালার সংখ্যা, আর যার ফলেই বেড়েছে পৃথিবীর তাপমাত্রা, হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে প্রকৃতি যেমন নিজের খামখেয়ালিপনা বজায় রেখে চলেছে। যেন প্রকৃতি তার ওপরে অত্যাচারের বদলা নিতে উদ্যত

হয়েছে মানব সমাজের কাছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীকে বাঁচাতে পারে একমাত্র গাছপালা। এমন ধারণা এখন হচ্ছে ধীরে ধীরে মানব সমাজের একশ্রেণির শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষদের মধ্যে। পৃথিবীকে বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে বাঁচাতে একটু হলেও অবদান রাখতে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি নিল অন্ডালের কাজরা গোলায় এলাকার দুটি ক্লাবের একদল যুবক। কাজোড়া মোড়ের স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য অক্ষয় লাল জানান, বর্তমানে পৃথিবীকে রক্ষা করতে গাছের অতিমাত্রায় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই তারা এবং পাশের আরও একটি ক্লাব মিলে রবিবার এলাকায় প্রায় ৫০টি গাছের চারা রোপণ করলেন। আগামী দিনে আরও গাছের চারা রোপণ করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের বলে জানান। পাশাপাশি তিনি এলাকাবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি মানুষকে অন্তত দুটি করে গাছ লাগানোর আহ্বানও জানান।

মোবাইলে পর্ন দেখে বোনকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ দাদার বিরুদ্ধে

ভোপাল, ২৮ জুলাই: দাদার কীর্তি!

১৩ বছরের দাদা মোবাইলে পর্ন দেখে ৯ বছরের বালিকা বোনকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠল। এখানেই শেষ নয় অভিযোগ, অভিযুক্তর মা ও দুই দিদি সেই ঘৃণ্য অপরাধ লুকনোর চেষ্টা করলেন। এই বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল মধ্যপ্রদেশের এক পরিবারের বিরুদ্ধে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৪ এপ্রিল মাসে নিজেরই বাড়ির উঠোন থেকে উদ্ধার হয় ৯ বছরের বালিকার দেহ। প্রাথমিক ভাবে বাড়ির লোক জানায়, পোকার কামড়ে নাকি মৃত্যু হয়েছে তার। কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসতেই বেরিয়ে আসে অন্য কাহিনি। জানা যায়, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে মেয়েটিকে। এর পরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। তদন্তে নেমে ৫০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশের দাবি, এর পরই ঘটনা পরিষ্কার হয়ে যায়। অভিযুক্ত কিশোরকে আটক করা ছাড়াও, গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার মা ও দুই দিদিকে। পুলিশ সূত্রে দাবি, ঘটনার দিন কিশোর মোবাইলে নীল ছবি দেখার সময় বোন তার পাশেই ঘুমোচ্ছিল। তখনই নীল ছবির অনুকরণ করার চেষ্টা করে ও ধর্ষণ করে বোনকে। বোন সবাইকে ঘটনার কথা জানাতে চাইলে তাকে গলা টিপে খুনও করে সে! ওই কিশোরের ১৭ ও ১৮ বছরের দুই দিদিও ঘটনার কথা জেনেও তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু অবশেষে পুরো বিষয়টিই জেরায় জানা গিয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, প্রথম থেকেই অভিযুক্তরা বার বার বয়ান বদল করতে থাকে, আর তাতেই নাকি পুলিশের সন্দেহকে দৃঢ় করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময়ই নিজের অপরাধ কবুল করেছে কিশোর, তার মা ও দুই দিদি। তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ২৯ পুলিশকর্মী সাসপেন্ড

মির্জাপুর, ২৮ জুলাই: ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে এবার উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল জেলা পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ সুপার অভিনন্দন জানিয়েছেন, ২৯ পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই মির্জাপুরের কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রভাব এবং ক্ষমতা খাটিয়ে তোলা আদায়, ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ আসছিল। এহেন অভিযোগে সম্প্রতি দুই কনস্টেবলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশ-বিহার সীমানায় মোতায়েন থাকা ওই দুই কনস্টেবল ট্রাকচালকদের কাছ থেকে তোলা আদায় করতেন বলে অভিযোগ।

পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ওই দুই কনস্টেবলকে গ্রেপ্তার করার পরই জেলার অন্য কোথায় এই ধরনের কাজ চলছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়। ধৃতদের জেরা করে এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নজরদারি চালিয়ে ২৯ জন পুলিশ আধিকারিক এবং কর্মীর একটি তালিকা তৈরি করা হয়। এর পরই তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হল। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, এই ২৯ জনের বিরুদ্ধেই তোলা আদায়, ঘুষ এবং ক্ষমতা দেখিয়ে টাকা আদায় করার অভিযোগ পাওয়ার পরই তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। তার পরই ২৯ জন পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

ডায়েরিয়ার প্রকোপে মধ্যপ্রদেশে আতঙ্ক

মান্ডলা, ২৮ জুলাই: ডায়েরিয়ার প্রকোপে আতঙ্কিত মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত মাণ্ডলা জেলার বাসিন্দারা। শুধুমাত্র এই একটি জেলাতেই গত ১০ দিনে এক শিশু এবং মহিলা-সহ সাতজনের মৃত্যুর খবর শনিবারই পাওয়া গিয়েছে জেলা প্রশাসন সূত্রে। পাশাপাশি উমারিয়া গ্রামেও ডায়েরিয়ায় সংক্রমণ ছড়িয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, ডায়েরিয়া ও জলবাহিত রোগেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শতাধিক মানুষ। বিগত ১০ দিনের মধ্যেই মধ্য প্রদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত মান্ডলা জেলায় শতাধিক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয়েছে এপিডেমিক কন্ট্রোল টিম। মাণ্ডলার এক স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক যতীন্দ্র ঝারিয়া জানিয়েছেন, ঘুঘরি ব্লকের দেবরাহা বাহমনি গ্রামে ডায়েরিয়ায় চারজনের প্রাণ গিয়েছে। বিছিয়া ব্লকের মাঝোপুর গ্রামে ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। খাবার এবং জলে সংক্রমণের জেরে এই সাতজনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন শুক্রবার মাধোপুর গ্রামে আরও একজনের মৃত্যু হয়।

এই দুই গ্রামে ডায়েরিয়ার প্রকোপে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ১৫০ জন। কয়েকজনের অবস্থার অবনতি হওয়ায় জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ঝারিয়া জানিয়েছেন, গ্রামগুলিতে কী ভাবে ডায়েরিয়া ছড়াল, তা খতিয়ে দেখতে মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞদের দল পাঠানো হয়েছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতেও যাতে ডায়েরিয়া ভয়ানক ভাবে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সচেতনতামূলক প্রচারকাজও চালানো হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, উমারিয়া গ্রামেও ডায়েরিয়ার সংক্রমণ ছড়িয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এক স্বাস্থ্য আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। জবাব চেয়ে নোটিশ পাঠানো হয়েছে আরও দুই আধিকারিকের কাছে।

ছ'টি রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল নিয়োগ রাষ্ট্রপতির, আরও ৩ জায়গায় বদল

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই: ছ'টি রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল নিয়োগ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাজ্যপাল নিয়োগের বিষয়টি শনিবার রাতে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে। সঙ্গে তিনটি রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বদল করার কথাও জানানো হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ভবনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অসমের নতুন রাজ্যপাল লদণ প্রসাদ আচার্য। তিনি এত দিন সিকিমের রাজ্যপাল ছিলেন। অসম ছাড়াও তিনি মণিপুরের রাজ্যপালের অতিরিক্ত দায়িত্বও সামলাবেন। গত ফেব্রুয়ারি থেকে মণিপুরের রাজ্যপালের দায়িত্বে ছিলেন অনুসুইয়া উইকে। সিকিমের নতুন রাজ্যপালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা ওমপ্রকাশ মাথুরকে।

অসমের দায়িত্বে থাকা গুলাবচাঁদ কাটারিয়াকে অসম থেকে সরিয়ে পাঠানো হয়েছে পঞ্জাবে। সেখানকার রাজ্যপাল বনওয়ারিলাল পুরোহিত রাষ্ট্রপতির কাছে ইস্তফা দিতেই, তা গ্রহণের পরেই গুলাবচাঁদকে পঞ্জাবের দায়িত্বে বহাল করা হল। পাশাপাশি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের প্রশাসকের দায়িত্বও সামলাবেন তিনি। ঝাড়খণ্ডের নতুন রাজ্যপাল হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সন্তোষকুমার গঙ্গওয়ার।

ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণণ যিনি এত দিন তেলঙ্গানার রাজ্যপালের অতিরিক্ত দায়িত্বেও ছিলেন, তাঁকে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল করা হল। ত্রিপুরার প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মাকে তেলঙ্গানার রাজ্যপালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরীর লেফ্‌ টেন্যান্ট গভর্নর হিসাবে প্রাক্তন আইএএস অফিসার কে কৈলাসনাথনকে নিয়োগ করেছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশেষ ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এর আগে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেলের অধীনে প্রধান সচিবের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি।

রাজস্থানের রাজ্যপালও পরিবর্তন করে মহারাষ্ট্রের বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা হরিভাউ কিষাণরাও বাগদেকে নিয়োগ করা হয়েছে। এত দিন ওই পদে ছিলেন কালরাজ মিশ্র। ছত্তীসগঢ়ের রাজ্যপাল করা হয়েছে অসমের প্রাক্তন সাংসদ রেমন ডেকাকে। মেঘালয়ের রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত হলেন কর্নাটকের প্রাক্তন সাংসদ সিএইচ বিজয়শঙ্কর।

চলন্ত ট্রেনে গায়ে গরম চা পড়তেই লাফ, মৃত ২ যাত্রী

ভোপাল, ২৮ জুলাই: চলন্ত ট্রেনে গায়ে চা পড়ে পুড়ে গেলেন তিন যাত্রী। শুধু তাই নয়,গরম চা থেকে বাঁচতে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল দুই যাত্রীর। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আটক করা হয়েছে চা-বিক্রেতাকে। মর্মান্তিক ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার। সাগর ও বিনা স্টেশনের মাঝে ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, ট্রেনের জেনারেল বগিতে চা বিক্রির সময় এক চা বিক্রেতা এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যেতে গিয়ে গেটের কাছে হঠাৎ ফ্লাস্কের ঢাকনা খুলে গরম চা ছিটকে পড়ে গেটের কাছে বসে থাকা যাত্রীদের গায়ে। পুড়ে যায় তিন যাত্রীর শরীরের বিভিন্ন অংশ। ট্রেনের দরজাতেই বসে থাকা দুই যাত্রীর গায়ে চা পড়তেই চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দেন তাঁরা। রেললাইনে পড়ে মৃত্যু হয় তাঁদের।

জিআরপির তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ ঝাঁসি থেকে এক চা বিক্রেতা উঠেছিলেন। সাগর স্টেশন পার করার পর তিনি চা বিক্রি করতে গেলে, হঠাৎ ফ্লাস্কের ঢাকনা খুলে গায়ে চা পড়ে যাওয়ায়, জেনারেল কামরার দুই যাত্রী চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যান। চা পড়ে পুড়ে যাওয়া আরও তিন যাত্রীর তাদের চিকিৎসা চলছে।

মৃত যাত্রীদের মধ্যে একজনের পরিচয় জানা গিয়েছে। যশবন্ত নামে ওই যাত্রী গোরক্ষপুর থেকে উঠেছিলেন পুণে যাওয়ার জন্য। মৃতের বয়স ২৫ থেকে ৩০-র মধ্যে।

ফের প্রচারে বিতর্কিত মন্তব্য ট্রাম্পের ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদের অভিযোগ

ওয়াশিংটন, ২৮ জুলাই: গুলি কাণ্ডের পর দ্বিগুণ উৎসাহে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে নেমে পড়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রচারে বেরিয়ে এবার বিতর্কিত মন্তব্য শোনা গেল তাঁর মুখে। দেশের খ্রিস্টানদের কাছে বিশেষ আর্জি রেখে ট্রাম্প জানালেন, 'এবার আমায় ভোট দিন ৪ বছর পর আর আপনাদের ভোট দিতে হবে না।' প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের এহেন মন্তব্যের পর তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারে ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগ তুলছে শাসক শিবির।

২০২১ সালে বাইডেনের কাছে হেরে বিদায় নেওয়ার পর নতুন করে হোয়াইট হাউসে ফিরতে মরিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী নভেম্বরে রয়েছে নির্বাচন। সেই লক্ষ্যে ফ্লোরিডায় এক জনসভাআয় বক্তব্য রাখছিলেন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। সেখানেই তিনি বলেন, খ্রিস্টানদের বলছি, এবার আপনাদের বিপুল সংখ্যায় বাইরে বেরিয়ে ভোট দিতে হবে। তবে ৪ বছর পর এমনটা আর করতে হবে না। আর চার বছরের অপেক্ষা। তার পর সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমি সব ঠিক করে দেব। আমার প্রিয় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা আমি আপনাদের ভালোবাসি। আমি নিজেও খ্রিস্টান। এবার আপনারা ভোটটা দিন, এর পর আর ভোট দিতে হবে না। আমি এমন ব্যবস্থা করে দেব যে আপনাদের আর ভোট দিতে যেতে হবে না।

ট্রাম্পের এহেন মন্তব্য সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে আসতেই মুহূর্তে তা ভাইরাল হয়ে যায়। অভিযোগ ওঠে প্রচারে বেরিয়ে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি করছেন রিপাবলিকান প্রার্থী। তবে এ বিষয়ে ডেমোক্র্যাটদের প্রার্থী কমলা হ্যারিস কোনও মন্তব্য না করলেও হ্যারিসের প্রচার মুখপাত্র জেসন সিঙ্গার বলেন, ট্রাম্পের এমন মন্তব্য উদ্ভট ও দেশে ধর্মীয় ভেদাভেদ তৈরি করে দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো মন্তব্য।

অবশ্য ট্রাম্পের বিতর্কিত মন্তব্য এই প্রথমবার নয়। মাঝে মধ্যেই বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য শিরোনামে উঠে আসেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। গত ডিসেম্বর মাসে এক সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছিলেন, আমি যদি রাষ্ট্রপতি হই তবে অবশ্যই আমি স্বৈরাচারী হব, কিন্তু একদিনের জন্য। যাতে মস্কোর সঙ্গে জুড়ে থাকা দক্ষিণ সীমান্ত বন্ধ করা যায় এবং তৈল খনন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি নিছক মজার ছলে এমনটা বলেছিলেন। তবে এবার আমেরিকার মাটিতে খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের মধ্যে ভেদাভেদের অভিযোগ উঠল ট্রাম্পের বিরুদ্ধে।

বিবাহিতদের লিভ-ইন সম্পর্ক বেআইনি

চণ্ডীগড়, ২৮ জুলাই: বিয়ের পরও অন্য সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে থাকা বেআইনি। এমন ঘটনায় পরিবারের মানহানি হয়। এমনই কারণ দেখিয়ে বিবাহিত হয়েও লিভ-ইন করা যুগলকে পুলিশি রক্ষাকবচ দিতে অস্বীকার পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের। পরিবারের সদস্যরা তাঁদের লিভ-ইন সম্পর্কে বাধা দিচ্ছেন বলে দাবি করে চল্লিশোর্ধ্ব এক মহিলা ও তাঁর লিভ-ইন সঙ্গী ৪৪ বছর বয়সি এক ব্যক্তি আইনি রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতে আর্জি জানিয়েছিলেন। হুমকিও দিচ্ছেন বলে দাবি জানান। জানা গিয়েছে, সন্তানের মা ওই মহিলা বিবাহবিচ্ছিন্ন হলেও, তাঁর পুরুষসঙ্গীর স্ত্রী ও সন্তান আছেন।

ওই ব্যক্তি ও মহিলার মধ্যে প্রণয়ের জন্য তাঁরা নিজেদের পৈতৃক ভিটে ছেড়ে অন্যত্র লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতে শুরু করেন। আবেদনকারীদের আর্জি খারিজ করে বিচারপতি সন্দীপ মুদগিল বলেন, 'এক পবিত্র বন্ধনের আইনি পরিণতি হল বিবাহ। আমাদের দেশ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিপূর্ণ, এখানে নৈতিকতার গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমানে অনেকেই পশ্চিমি সংস্কৃতিকে গ্রহণ করলেও, তা ভারতীয় সংস্কৃতির থেকে অনেকটাই আলাদা। আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত অনেকেই লিভ-ইন রিলেশনশিপে বিশ্বাস করলেও, একজন বিবাহিত পুরুষ ও মহিলা বা একজন বিবাহিত মহিলা ও পুরুষ লিভ-ইন করলে তা ব্যভিচার হিসাবে গণ্য হবে। স্বামী বা স্ত্রী থাকতে অন্য সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে থাকা বেআইনি। ডিভি আইনে এমন সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিদের কোনও আইনি রক্ষাকবচ দেওয়া হবে না।'

পঞ্জাব ও হরিয়ানা আদালতের বক্তব্য, বিবাহিত কোনও ব্যক্তি নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতে শুরু করলে তাতে পরিবারের সুনাম নষ্ট হয়। সম্মানের সঙ্গে বাবা-মায়ের বাঁচার অধিকার আইনে তাঁরা অভিভাবকদের সম্মানহানি করতে পারেন না। এই ধরনের সম্পর্কে আইনি রক্ষাকবচ দেওয়া মানে তাঁদের লিভ-ইন সম্পর্কের বিরোধিতা করা স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি অন্যায় করা।

গত ৫ বছরে সবথেকে বেশি ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে কানাডায়!

ওটায়া, ২৮ জুলাই: বিদেশে পড়তে গিয়ে গত ৫ বছরে মৃত্যু হয়েছে ৬৩৩ জন ভারতীয় পড়ুয়ার। সম্প্রতি লোকসভায় এমনই চাঞ্চল্যকর পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন বিদেশমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং। শুধু তাই নয়, রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে এই ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে কানাডাতে।

সংসদে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৫ বছরে ১৭২ জন ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে কানাডাতে। এরপর তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আমেরিকা। এখানে ১০৮ জন ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে গত ৫ বছরে। এছাড়া, ইংল্যান্ডে ৫৮, অস্ট্রেলিয়ায় ৫৭, রাশিয়ায় ৩৭, ইউক্রেনে ১৮, জার্মানিতে ২৪, জর্জিয়া, কিরঘিজস্তান ও সাইপ্রাসে ১২ এবং চিনে ৮ জন ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে গত ৫ বছরে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও আরও নানা কারণে প্রাণ হারিয়েছেন পড়ুয়ারা। তবে মৃত ৬৩৩ পড়ুয়ার মধ্যে আততায়ী হামলায় মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। কানাডাতে খুন হয়েছেন ৯ জন। পড়ুয়া খুনের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আমেরিকা। এখানে আততায়ী হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ৬ জন।সংসদে দাঁড়িয়ে কীর্তিবর্ধন সিং বলেন, বিদেশের মাটিতে ভারতীয় পড়ুয়াদের মৃত্যুর ঘটনায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ভারত সরকার।

সোমবার থেকে জাপানে শুরু কোয়াড বৈঠক। তার প্রাক্কালে রবিবার আমেরিকার বিদেশ সচিব হেনরি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে আলোচনায় বসেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পই, ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষী অ্যামি ট্রিপের

ওয়াশিংটন, ২৮ জুলাই: তিনি বলেছিলেন জো বাইডেন সরে দাঁড়াবেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের লড়াই থেকে। দিনক্ষণও বাতলে দিয়েছিলেন। চাঁদের অবস্থানও। অবিকল নাকি তা মিলে গিয়েছে! এমনকী, ২০২০ সালেই বলে দিয়েছিলেন ২০২৪ সালের মার্কিন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন কমলা হ্যারিস। তাও প্রায় মিলেই গিয়েছে। এবার ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করলেন মার্কিন জ্যোতিষী অ্যামি ট্রিপ। জানিয়ে দিলেন আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন রিপাবলিকান নেতাই। এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমের সূত্রে তেমনটাই জানা যাচ্ছে।

ঠিক বলেছেন তিনি? 'ইন্টারনেটের সবচেয়ে কুখ্যাত জ্যোতিষী'র তকমাধারী মহিলা বলছেন, ট্রাম্প নিজেদের পেশাগত সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছনোটা উপভোগ করছেন। এমনকী, এবার ক্ষমতায় এলে আরও বেশি 'পাগলামি'ও নাকি করবেন বর্ষীয়ান নেতা! সম্প্রতি তাঁর উপরে হওয়া হামলার উল্লেখ করে অ্যামির দাবি, ইউরেনাস 'মাঝ-স্বর্গ' দেখে এটাই দেখিয়ে দেয়- ট্রাম্পের কেরিয়ারে অনিশ্চয়তাও রয়েছে। এর আগে জো বাইডেনের প্রেসিডেন্টের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানো নিয়েও মন্তব্য করেছিলেন ৪০ বছরের জ্যোতিষী। বলেছিলেন ২১ জুলাই সরে দাঁড়াবেন বাইডেন। তাই-ই হয়েছে। সেই সঙ্গেই তিনি বলছেন, বাইডেনের সূর্যে রয়েছে প্লুটো। ফলে আগামিদিনে তাঁর শারীরিক জটিলতা আরও বাড়বে। ক্রমশই তা আরও খারাপ হবে। এর আগে কমলা হ্যারিস সম্পর্কেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সেই বিষয়টিও একরকম মিলেই গিয়েছে। কমলা হ্যারিসই যে ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন তা একপ্রকার নিশ্চিত। ২০২০ সালেই নাকি তা বলে দিয়েছিলেন অ্যামি ট্রিপ। তিনিও বলেছেন অগস্টে নাকি আমেরিকার রাজনৈতিক জগতে আরও অস্থিরতা তৈরি হবে।

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 50, KOLKATA, MONDAY
29 JULY 2024, PAGE 8
কলকাতা ২৯ জুলাই ২০২৪

সাতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে হারিয়ে শ্রীলঙ্কার প্রথম শিরোপা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেয়েদের এশিয়া কাপ ক্রিকেট মানেই ভারতের আধিপত্য। টুর্নামেন্টের ৮ আসরের ৭টিতেই চ্যাম্পিয়ন তারা। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয় বাদ দিলে এশীয় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে ভারতীয় নারী দলের ধারেকাছে কেউ ছিল না।

আজ ডাম্বুলায় স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ফাইনালেও ফেবারিট ছিল ভারতই। কিন্তু এবার হলো উল্টোটা। গ্যালারি ভর্তি লঙ্কান দর্শকদের উৎসবে মাতিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রীলঙ্কার মেয়েরা।

স্মৃতি মান্ধানার ৬০ রানের সৌজন্যে ভারতের ৬ উইকেটে করা ১৬৫ রান ১৮.৪ ওভারে মাত্র ২ উইকেট হারিয়েই টপকে যায় শ্রীলঙ্কা নারী দল। চামিরা আতাপাত্তুর ৬১ রানের পর হারশিতা সামারাবিক্রমার অপরাজিত ৬৯ রানের ইনিংসে ৮ উইকেটের স্মরণীয় জয়ে লঙ্কানদের মেয়েদের হাতে উঠেছে প্রথম এশিয়া কাপের শিরোপা।

মেয়েদের ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং মানেই চামিরা আতাপাত্তু। এবারের এশিয়া কাপে তিনি একাই টানছিলেন লঙ্কান ব্যাটিং। মহাগুরুত্বপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচের রান তাড়ায়ও জ্বলে উঠেছে তাঁর ব্যাট।

ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই ভিশমি গুনারত্নে রান আউট, দলের রান তখন মাত্র ৭। এরপর তিনে নামা হারশিতা সামারাবিক্রমার সঙ্গে ৬৩ বলে ৮৭ রান যোগ করেন আতাপাত্তু। ১২তম ওভারে দিপ্তি শর্মার নিচু হয়ে আসা বলে লেগের দিকে খেলতে গিয়ে বোল্ড হওয়ার আগে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৪৩ বলে ৬১ রান। ১৪১ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসে ৯টি চার ও ২টি ছক্কা মেরেছেন তিনি।

এবারের এশিয়া কাপে এটি আতাপাত্তুর দ্বিতীয় ফিফটি। একটি শতকও আছে এই বাঁহাতির। বিস্ফোরক ইনিংসের সৌজন্যে এশিয়া কাপে আতাপাত্তুর রান তিন শ (৩০৪) ছাড়িয়ে গেছে।

বাকি কাজটা করেছেন সামারাবিক্রমা। মাঝের ওভারে ধরে খেলেছেন, সুযোগ বুঝে খুঁজে নেন বাউন্ডারিও। কাভিশা দিলহারির সঙ্গে ৭৩ রানের জুটি গড়ে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছেড়েছেন সামারাবিক্রমা। নিজে করেছেন ৫১ বলে অপরাজিত ৬৯ রান। ১৩৫ স্ট্রাইক রেটের ম্যাচ জেতানো ইনিংসে ৬টি চার ও ২টি ছক্কা মেরেছেন এই বাঁহাতি।

বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে কাভিশা অপরাজিত ছিলেন ১৬ বলে ৩০ রানে, ১টি চার ও ২টি ছক্কা ছিল তাঁর ১৮৭ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসে। দুজনের ব্যাটে চড়ে ৮ বল বাকি থাকতেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় শ্রীলঙ্কা।

এর আগে ব্যাটিংয়ে ভারতকে দারুণ শুরু এনে দিয়েছিলেন দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও শেফালি বর্মা। দুজন মিলে পাওয়ার প্লেতে ৪৪ রান যোগ করেন। মান্ধানা ছিলেন আক্রমণাত্মক, শেফালি খেলেছেন ধরে। কাভিশা দিলহারির করা পাওয়ার প্লের পরের ওভারে থামে শেফালির ১৯ বলে ১৬ রানের ইনিংস।

উদ্বোধনী জুটির করে দেওয়া সুবিধাটা অবশ্য কাজে লাগাতে পারেননি ভারতের পরের দুই ব্যাটার উমা ছেত্রি (৯) ও হারমানপ্রিত কৌর (১১)। তবে মান্ধানার সঙ্গে ২৬ বলে ৪১ রানের জুটি গড়েন জেমিমাহ রদ্রিগেজ। ইনিংসের ১৭তম ওভারে জেমিমাহ ১৬ বলে ২৯ করে রান আউট হলে ভাঙে সেই জুটি।

কাভিশার করা পরের ওভারে থেমে যায় মান্ধানার ইনিংসও। ৪৭ বলে ১০ চারে ৬০ রান করেন এই বাঁহাতি ওপেনার। ভারতের রান তখন ৫ উইকেটে ১৩৩। সেখান থেকে দলের রান দেড় শর ওপারে নিতে সাহায্য করেন রিচা ঘোষ। তাঁর ১৪ বলে ৩০ রান আসে ৪টি চার ও ১ ছক্কায়। ৪ ওভারে ৩৬ রানে ২ উইকেট নেওয়া কাভিশা ছিল শ্রীলঙ্কার সেরা বোলার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত নারী দল ২০ ওভারে ১৬৫/৬
(মান্ধানা ৬০, রিচা ৩০, জেমিমা ২৯; কাভিশা ২/৩৬, সাচিনি ১/২০ প্রাবোধানি ১/২৭, আতাপাত্তু ১/২৮)।

শ্রীলঙ্কা নারী দল ১৮.৪ ওভারে ১৬৭/২ (হার্শিতা ৬৯*, আতাপাত্তু ৬১, কাভিশা ৩০*; রেদিপ্তি ১/৩০)

ফল শ্রীলঙ্কা নারী দল ৮ উইকেটে জয়ী।

ম্যাচসেরা হার্শিতা সামারাবিক্রমা।
টুর্নামেন্টসেরা চামারি আতাপাত্তু।

প্যারিসে ডানা মেললেন বাইলস, পায়ের চোট নিয়েও যোগ্যতা অর্জন পর্বে শীর্ষে আমেরিকার জিমন্যাস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিক্সের দ্বিতীয় দিনেই দেখা গেল সিমোন বাইলসকে। সেই পুরনো বাইলসকে। ২০১৬ রিয়ো অলিম্পিক্সের বাইলসকে। প্যারিসে ডানা মেললেন তিনি। পায়ের চোট নিয়েও যোগ্যতা অর্জন পর্বে আমেরিকাকে টানলেন বাইলস। ব্যক্তিগত স্কোরে সকলের উপরে শেষ করেছেন তিনি।

জিমন্যাস্টিক্সে দলগত প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা অর্জন পর্বে দাপট দেখিয়েছে আমেরিকা। চারটি আলাদা আলাদা বিভাগে সব মিলিয়ে তাদের পয়েন্ট ১৭২.২৯৬। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইটালি (১৬৬.৮৬১)। তিন নম্বরে চিন (১৬৬.৬২৮)। ব্যক্তিগত স্কোরে সকলের উপরে বাইলস। তাঁর স্কোর ৫৯.৫৬৬। বাইলসের দলেরই সুনি লির স্কোর ৫৬.১৩২। তিন নম্বরে জর্ডন চিলেস। তাঁর স্কোর ৫৬.০৬৫। কিন্তু তিনি অলরাউন্ড ফাইনালে উঠতে পারেননি। কারণ, সেই ইভেন্টে প্রতিটি দেশ থেকে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বাইলসের সঙ্গে সেই ইভেন্টে দেখা যাবে সুনিকে।

তিন বছর আগে ছবিটা এ রকম ছিল না। টোকিয়োয় মহিলাদের দলগত ফাইনালের মাঝপথে সরে দাঁড়ান বাইলস। ব্যক্তিগত কয়েকটি ইভেন্টেও নামেননি তিনি। বাইলস জানিয়েছিলেন, 'টুইস্টিস' (জিমন্যাস্টেরা হাওয়ায় নিজের অবস্থান বুঝতে পারেন না। ফলে ল্যান্ডিংয়ে সমস্যা হয়। জিমন্যাস্টেরা এই সমস্যাকে এই নামেই ডাকেন)-এর সমস্যা হয়েছে তাঁর। রবিবার বাইলসকে দেখে মনে হল, সেই সমস্যা স্যেন নদীর জলে ছুড়ে ফেলে এসেছেন তিনি।

প্যারিসের বার্সি এরিনায় ২৭ বছরের বাইলস ঢোকার পরেই যে হাততালি পড়ল, মনে হল তিনি হয়তো ইতিমধ্যেই কয়েকটি সোনা জিতে গিয়েছেন। সমর্থকদের নিরাশ করেননি তিনি। প্রথমেই ব্যালান্স বিমে দাপট দেখালেন। বাইলসের রুটিনে কোনও ভুল চোখে পড়েনি। ১৪.৭৩৩ স্কোর করেন তিনি।

তার পরে ফ্লোর ইভেন্টে নামেন বাইলস। সেখানেই তাঁর পায়ে চোট লাগে। বাঁ পায়ের গোড়ালিতে টেপ বাঁধা ছিল। গোড়ালি কিছুটা ফুলেও ছিল। তাতে অবশ্য কোনও সমস্যা হয়নি বাইলসের। সেই অবস্থাতেই ফ্লোর ইভেন্টে ১৪.৬৬৬ স্কোর করেন তিনি। ফ্লোর থেকে বাইলস যখন বেরিয়ে আসছেন তখন তাঁর কাছে যান কোচ কেসিলে লান্ডি। ১৯৯৬ সালে ফ্রান্সের হয়ে অলিম্পিক্সে নেমেছিলেন তিনি। লান্ডিতে বাইলস জানান, ঠিক আছেন তিনি।

তৃতীয় ইভেন্ট ছিল ভল্ট। সেখানে তিনি কেমন করেন সে দিকেই নজর ছিল সকলের। বিশেষ করে যখন নিজের মার্কে তিনি যাচ্ছিলেন, তখন বেশ কিছু ক্ষণ খোঁড়াতে দেখা যায় তাঁকে। কিন্তু ফল্টের সময় সে সব উধাও। নিজের পরিচিত ইয়ুরচেঙ্কো ভল্ট দিতে দেখা যায় তাঁকে। তবে ল্যান্ডিংয়ের সময় একটু সমস্যা হয়। শরীরের ভারসাম্য ধরে রাখতে কয়েক পা পিছিয়ে যেতে হয় তাঁকে। ভল্ট ইভেন্টে ১৫.৮০০ স্কোর করেন বাইলস।

আমেরিকার জিমন্যাস্টের শেষ ইভেন্ট ছিল আনইভেন বার। সেখানে তিনি ১৪.৪৩৩ স্কোর করেন। চারটি ইভেন্ট শেষ হওয়ার পরে চওড়া হাসি দেখা যায় বাইলসের মুখে। গ্যালারিতে বসে থাকা বাবা ও মায়ের দিকে হাত নাড়েন। তাঁর চোট নিয়ে মুখ খোলেন লান্ডি। তিনি বলেন, তপ্যারিসে আসার আগে অনুশীলনে চোট পেয়েছিল বাইলস। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে ও। যোগ্যতা অর্জন পর্বের শুরুতে একটু সমস্যা হলেও যত সময় গড়িয়েছে, ছন্দ ফিরে পেয়েছে বাইলস।দ

দেশকে শীর্ষে তুলে যখন বাইলস বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখনও গোটা এরিনায় তাঁর নামে জয়ধ্বনি। যদিও ছাত্রীকে নিয়ে পুরো সন্তুষ্ট হতে পারছেন না লান্ডি। তিনি বলেন, তবাইলস ভাল করেছে। ৫৯.৫ ভাল স্কোর। কিন্তু খুব ভাল নয়। এর থেকেও ভাল করার ক্ষমতা ওর আছে।দ কোচের কথা শুনে মুচকি হাসেন বাইলস। হয়তো এখানে নিজের সেরাটা দেননি তিনি। সেটা রেখে দিয়েছেন সোনার জন্য। ২০১৬ রিয়ো অলিম্পিক্সে চারটি সোনা জিতেছিলেন। সেই কীর্তি হয়তো আর এক বার করতে চান তিনি। ব্যক্তিগত ভল্ট ও আনইভেন বারের পাশাপাশি অলরাউন্ড ও দলগত ইভেন্টেও তো নামবেন তিনি। আরও এক বার কি চার সোনা নিয়ে দেশে ফিরবেন বাইলস। যে ভাবে যোগ্যতা অর্জন পর্বেই তিনি ডানা মেললেন তাতে কিন্তু সেই ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে।

'রেস অব দ্য সেঞ্চুরি'তে লেডিকিকে হারিয়ে ইতিহাসে টিটমাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিকের আদিকাল থেকেই সাঁতারের লড়াই মানে যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বৈরথ। যে দ্বৈরথে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকের পর আর সাঁতারের পদক তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের ওপরে উঠতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। তবে এবার যুক্তরাষ্ট্রের সেই রাজত্বে হানা দেওয়ার প্রত্যয় নিয়ে গতকাল সাঁতারের প্রথম দিনটি শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া। অন্তত প্রথম দিনে তারা সফল। প্যারিস লা ডিফেনসে অ্যারেনার পুলে কাল ৪টি সোনার পদকের নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে দুটি জিতে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে আছে অস্ট্রেলিয়া। একটি করে সোনা জিতেছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি।

অলিম্পিক সাঁতারে যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার লড়াইয়ে এবার নতুন মাত্রা যোগ করেছেন কেটি লেডিকি ও আরিয়ার্না টিটমাস। ২০১৬ সালে রিও অলিম্পিকে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে মেয়েদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে সোনা জিতেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের লেডিকি। টোকিও বিশ্বকাপে আর শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে পারেননি তিনি। করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে এক বছর পিছিয়ে ২০২১ সালে হওয়া অলিম্পিকে এই ইভেন্টে সোনা জেতেন অস্ট্রেলিয়ার টিটমাস।

এবারের অলিম্পিকে লেডিকি তাই প্যারিসে পা রেখেছেন সোনার পদক পুনরুদ্ধারের মিশন নিয়ে, আর টিটমাসের লক্ষ্য ছিল সোনার পদক ধরে রাখা। সব মিলিয়ে এ দুজন পুলে নামার আগেই সাঁতারের জগতে খুব হইচই পড়ে গিয়েছিল মেয়েদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ইভেন্ট নিয়ে। কেউ কেউ তো এটাকে আখ্যা দেন 'রেস অব দ্য সেঞ্চুরি' বলে। সেই রেস অব দ্য সেঞ্চুরি জিতে কাল ইতিহাসের পাতায় নিজের নামটি লিখিয়ে নিয়েছেন টিটমাস।

প্রথম নারী হিসেবে প্রায় ১০০ বছরের মধ্যে ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে টানা দুই অলিম্পিকে সোনা জিতেছেন টিটমাস। আর ডন ফ্রেজারের পর প্রথম অস্ট্রেলিয়ান নারী হিসেবে সাঁতারের যেকোনো ইভেন্টে টানা দুবার অলিম্পিক সোনা জয়ের কীর্তিও গড়েছেন তিনি। ফ্রেজার ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত টানা তিন অলিম্পিকে জিতেছিলেন ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের সোনা। টিটমাসের এমন কীর্তি গড়ার রাতে একদমই ম্লান ছিলেন লেডিকি। কানাডার ১৭ বছর বয়সী সাঁতারু ম্যাকিন্টোসেরও পেছনে থেকে ব্রোঞ্জ জিতেছেন পুলে আধিপত্য ধরে রাখার যুক্তরাষ্ট্রের মিশনের অন্যতম এই ভরসা।

টিটমাস সোনার পদক জিততে সময় নিয়েছেন ৩ মিনিট ৫৭.৪৯ সেকেন্ড। ৩ মিনিট ৫৮.৩৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে রুপা জিতেছেন ম্যাকিন্টোস। লেডিকি ব্রোঞ্জ জিতেছেন ৪ মিনিট ০.৮৬ সেকেন্ডে সাঁতার শেষ করে। অলিম্পিকে এটি ছিল তাঁর ১১ নম্বর পদক।

শুধু টিটমাসের কাছে লেডিকির হারই নয়, প্যারিসে সাঁতারের প্রথম দিনটিই ছিল আসলে অস্ট্রেলিয়ার। মেয়েদের ৪ গুণিতক ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলেতেও সোনা জিতেছে তারা। সেটাও আবার নতুন অলিম্পিক রেকর্ড গড়ে। রিলেতে সোনা জিততে অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা সময় নিয়েছে ৩ মিনিট ২৮.৯২ সেকেন্ড। ৩ মিনিট ৩০.২০ সেকেন্ড সময় নিয়ে রুপা জিতেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছে চীন।

ছেলেদের ৪ গুণিতক ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলেতে অবশ্য ৩ মিনিট ০৯.২৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা জিতেছে যুক্তরাষ্ট্র। ৩ মিনিট ১০.৩৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে রুপা জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ব্রোঞ্জ জিততে ইতালির সাঁতারুরা সময় নিয়েছেন ৩ মিনিট ১০.৭০ সেকেন্ড।

২৪ বলে ফিফটি স্টোকসের, ৭.২ ওভারে ৮৭ রান তুলে জিতল ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: বার্মিংহামের এজবাস্টনে রান তাড়ায় ইংল্যান্ডের ৬ ওভার শেষ হওয়ার পর ক্রিকইনফোর বল বাই বল কমেন্ট্রিতে এক পাঠক মন্তব্য করলেন, 'ইংল্যান্ডের দারুণ এক পাওয়ারপ্লে শেষ হলো।' ইংল্যান্ড কার সঙ্গে কোন সংস্করণে খেলছে, সেটি জানা না থাকলে আপনি ধরে নিতেই পারেন, টি-টোয়েন্টির কথা হচ্ছে। আদতে সেটি নয়।

এজবাস্টনে ইংল্যান্ড টেস্টই খেলছিল। তাতে তৃতীয় দিন জয়ের লক্ষ্য ছিল ৮২ রান। ৭.২ ওভারেই সেটি পেরিয়ে গেছে স্বাগতিকেরা, মানে ওভারপ্রতি তুলেছে ১১.৫৯ রান! টেস্টে রান তাড়ায় কমপক্ষে ৮০ রানের লক্ষ্যে এত দ্রুতগতিতে তুলে এর আগে জেতেনি কোনো দল।

ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বার ইনিংস ওপেন করতে এসে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস খেলেছেন ২৮ বলে ৫৫ রানের ইনিংস, বেন ডাকেট অপরাজিত থাকেন ১৬ বলে ২৫ রানে। দুজন মিলে মেরেছেন ১৩টি চার ও ২টি ছক্কা। ১০ উইকেটে জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তিন ম্যাচ সিরিজে ধবলধোলাইও নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড।

চোট পেয়ে উঠে যাওয়া জ্যাক ক্রলির জায়গায় স্টোকস ইনিংস ওপেন করতে আসবেন, সেটি বোঝা যাচ্ছিল দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭৫ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ার পরই। স্টোকস মাঠ ছেড়েছিলেন দৌড়াতে দৌড়াতে। প্রথম বলে স্ট্রাইক নেন তিনিই, আলজারি জোসেফের প্রথম ওভারে মারেন দুটি চার। একমাত্র পঞ্চম ওভার ছাড়া ইংল্যান্ডের প্রতি ওভারেই ছিল বাউন্ডারি।

শামার জোসেফকে ছক্কা মেরে স্টোকস ফিফটি পূর্ণ করেন মাত্র ২৪ বলে। বলের হিসাবে টেস্ট ইতিহাসের যৌথভাবে তৃতীয় দ্রুততম ও ইংল্যান্ডের দ্রুততম ফিফটি এটি। ৯টি চারের সঙ্গে স্টোকস মারেন ২টি ছক্কাও।

এর আগে মিকাইল লুইস ও কাভেম হজের ফিফটির পরও মার্ক উডের তোপে পড়ে ১৭৫ রানেই দ্বিতীয় ইনিংসে গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

অ্যালিক অ্যাথানাজকে ফিরিয়ে দিনের প্রথম ব্রেকথ্রু এনে দেন শোয়েব বশির। চতুর্থ উইকেটে হজ ও লুইস ৭৮ বলেই যোগ করেন ৭২ রান, দুজন পাল্টা আক্রমণ করছিলেন দারুণভাবেই। ৫৭ রান করা লুইসকে ফিরিয়ে সে জুটি ভাঙেন স্টোকস। হজ একপ্রান্ত আগলে রেখেছিলেন বটে, কিন্তু আরেকদিকে ক্যারিবীয়রা উইকেট হারায় নিয়মিত বিরতিতে। অষ্টম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হওয়ার আগে হজ করেন ৫৫ রান। ২৯ রান তুলতে শেষ ৬ উইকেট হারায় ক্যারিবীয়রা। তাদের শেষ ৫টি উইকেটও নেন উড।

পাটুলি ক্রিকেট একাডেমির মাঠে ঋদ্ধিমান সাহা ক্ষুদে ক্রিকেটারদের ক্রিকেট সংক্রান্ত পরামর্শ দিচ্ছেন।

অলিম্পিকে বিস্ময়ের নাম জর্জিয়ার সালুকভাদজে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছিলেন নিনো সালুকভাদজে। টোকিও অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার পরই জর্জিয়ান শুটারের মনে হয়েছিল, অনেক হয়েছে, এবার সময় এসেছে পিস্তলটাকে তুলে রাখার। সালুকভাদজের 'অনেক' আসলেই অনেক ছিল। এই নারী শুটার যখন প্রথম অলিম্পিকে অংশ নেন, পৃথিবীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন নামের একটি দেশ ছিল। ১৯ বছর বয়সী সালুকভাদজে সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কাস্তে,সংবলিত লাল পতাকা নিয়েই ১৯৮৮ সালে সিউল অলিম্পিকে খেলতে গিয়েছিলেন।

সেই অলিম্পিকে সালুকভাদজে ২৫ মিটার পিস্তলে সোনা ও ১০ মিটারে রুপা জেতার পর কত কিছু বদলে গেল পৃথিবীতে। কমিউনিজমের পতনে খণ্ডবিখণ্ড হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। সালুকভাদজের মাতৃভূমি জর্জিয়া স্বাধীন হলো। করোনা নামের এক মহামারিতে পুরো পৃথিবী থমকে গেল। কিন্তু এত এত পরিবর্তনেও অপরিবর্তনীয় রইল একটা ব্যাপার;অলিম্পিক মানেই যে শুটিং রেঞ্জে সালুকভাদজের চিরন্তন উপস্থিতি। সিউলের পর বার্সেলোনা, আটালান্টা, সিডনি, এথেন্স, বেইজিং, লন্ডন, রিও ডি জেনিরো, টোকিও;টানা ৯টি অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার পরই সালুকভাদজে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

কিন্তু সেই সিদ্ধান্তে খুব বেশি দিন অটল থাকতে পারেননি সালুকভাদজে। তিনি পারেননি বাবার শেষ অনুরোধ ফেলতে। 'প্যারিস অলিম্পিক তো মাত্র তিন বছরের দূরত্বে, তুমি কেন সেখানে কোয়ালিফাই করার সুযোগ নেবে না'; মেয়েকে এটাই বলেছিলেন ৯৩ বছর বয়সী বাবা। সালুকভাদজে বাবার অনুরোধ ফেলতে পারেননি। আর তাতেই তো ইতিহাস হলো। সেই সালুকভাদজে কাল শ্যাতোরুতে প্যারিস অলিম্পিকের শুটিং রেঞ্জে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে অংশ নিয়েই ইতিহাস হলেন।

কানাডার ইকুয়েস্ট্রিয়ান ইয়ান মিলারের সবচেয়ে বেশি;১০ বার অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার রেকর্ড ছুঁয়েছেন সালুকভাদজে। সালুকভাদজের মতো অবশ্য মিলার টানা ১০টি অলিম্পিকে অংশ নিতে পারেননি। ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকটা মিলারের কানাডা বর্জন না করলে হয়তো ১১ বার অলিম্পিকে খেলে রেকর্ডটা এখনো একান্তই নিজের কাছেই রাখতে পারতেন ১৯৭২ মিউনিখ থেকে ২০১২ লন্ডন পর্যন্ত ১০টি অলিম্পিকে ঘোড়া নিয়ে কসরত দেখানো মিলার।

সালুকভাদজে যে দশম অলিম্পিক খেলতে যাচ্ছেন, সেটি নিশ্চিত হয়েছিল গত বছরের ইউরোপিয়ান গেমসে। অলিম্পিক শুটিংয়ের বাছাইপর্ব হিসেবেই কাজ করেছিল সেটি।

সেই সালুকভাদজে এবারের অলিম্পিক শুরুর কয়েক দিন আগে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সঙ্গে কথা বলেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, পুরো ব্যাপারটাই কেমন জানি অবিশ্বাস্য মনে হয় তাঁর, '১০টি অলিম্পিক;আমার পুরো জীবন। প্রথম অলিম্পিকের পর এটা আমার ভাবনারও বাইরে ছিল যে আমি ১০টি অলিম্পিক খেলব। (লম্বা সময় টিকে থাকার ব্যাখ্যা নিয়ে) আমাকে হয়তো আস্ত একটা বই লিখতে হবে। তবে মনে হয় প্রতিটি জয়ের পর ভালো লাগার যে অনুভূতি হয়েছে, সেটিই আমাকে প্রতিদিন কঠোর অনুশীলন করতে বাধ্য করেছে।'

নিজেকে নিয়ে কোনো বই লিখলে নিশ্চিত সেটি বাবা ভাকতাংকে উৎসর্গ করবেন নিনো। শুটিংয়ের হাতেখড়িটা যে বাবার হাতেই হয়েছিল। রিও অলিম্পিকে নিনো সালুকভাদজের ছেলে সোতনে মাখভারিয়ানিও অংশ নিয়েছিলেন। একই আসরে মা ও ছেলেকে খেলতে সেবারই প্রথম দেখেছে অলিম্পিক।

কীর্তির পর কীর্তি গড়া সালুকভাদজে জানালেন ২০২১ সালে অবসর নেওয়ার পর কী বলেছিলেন তাঁর বাবা, 'টোকিওর পর সিদ্ধান্ত নিলাম অবসরের। কিন্তু আমার ৯৩ বছর বয়সী বাবা বললেন, তিন বছর পরেই তো প্যারিস, কেন আরেকবার সুযোগ পাওয়ার চেষ্টা করবে না। আমি ভাবলাম এটাই হয়তো বাবার শেষ অনুরোধ। এরপর সর্বশক্তি নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আজ বাবা বেঁচে নেই, তাঁর অনুরোধ রাখতে পেরেই আমি সুখী।'

শুধু বাবার অনুরোধই নয়, ছেলের 'হুমকি'ও শুনেছিলেন সালুকভাদজে, 'আমার ছেলেও হুমকি দিয়েছিল তুমি হাল ছেড়ে দিলে, আমি কিন্তু হাল ছেড়ে দেখব।'

৩৬ বছরের অলিম্পিক ক্যারিয়ারে ১টি করে সোনা, রুপা ও ব্রোঞ্জজয়ী সালুকভাদজে কাল ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ৩৮তম হয়ে বিদায় নিয়েছেন। তবে তাঁকে দেখার আরেকটি সুযোগ আছে, ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টটা যে এখনো রয়ে গেছে!

ফর্ম জি
রিভারব্যাঙ্ক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
দক্ষিণ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে রিয়েল এস্টেট ডেভলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি পরিচালনকারী
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	রিভারব্যাঙ্ক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AADCR7997K CIN : U70101WB2007PTC120037
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১ নিউ বাটা রোড, পো. বাটানগর, থানা - মহেশতলা দক্ষিণ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০১৪০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://hiland.in/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কোম্পানি চালু প্রকল্প নাম ''ক্যালকাটা রিভারসাইড'' ১ নিউ বাটা রোড, পো. বাটানগর, থানা - মহেশতলা, দক্ষিণ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০১৪০
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	কার্যাদি থেকে আয় (৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের সাময়িক ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী) আইএনআর ৫,৪৮৫ লাখ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা - ৩৪ (০৩ এপ্রিল ২০২৪ অনুযায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	উল্লেখ্য সিআইআরপি ট্যাব https://hiland.in/ বা Riverbankdpl@gmail.com-এ ইমেল পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট তারিখ এবং আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানের বিস্তারিত জানা যাবে
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	উল্লেখ্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান (ইওআই) প্রক্রিয়া নথি পাওয়া যাবে সিআইআরপি ট্যাব https://hiland.in/ বা Riverbankdpl@gmail.com-এ ইমেল পাঠিয়ে
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৩ আগস্ট ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৩ আগস্ট ২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৮ আগস্ট ২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (উপযুক্ত পিআরএ দ্বারা অপ্রকাশিত চুক্তি গৃহীত সাপেক্ষে)
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১২ অক্টোবর ২০২৪*
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	Riverbankdpl@gmail.com

*মহামান্য এনসিএলটি কর্তৃক সিআইআরপি-র সময়সীমা সম্প্রসারণ/বাতিলের অনুমোদন সাপেক্ষ

স্বা/-
আশিস ছাউছারিয়া
(IBBI/IPA-001/IP-P00294/2017-18/10538)
প্রস্তাব পেশাদার
রিভারব্যাঙ্ক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
ই : Riverbankdpl@gmail.com
আইবিবিআই নথিভুক্ত : জিটি রিস্ট্রাকচারিং সার্ভিসেস এলএলপি
ইউনিট ১৬০৩ এবং ১৬০৪, ইকো সেন্টার, প্লট নং ৪, রাস্তা নম্বর ১৩, ইএম ব্লক, সেক্টর ৫, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৯১
ই : ashish.c@in.gt.com
এএফএ বৈধ ১৪.১২.২০২৪ পর্যন্ত

তারিখ : ২৯ জুলাই ২০২৪
স্থান : কলকাতা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**